ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 14 July 2021 ■ আগরতলা ১৪ জুলাই, ২০২১ ইং ■ ২৯ আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনা বহুরূপী, প্রত্যেক বিবর্তনকে চিনে রুখে দিতে হবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই (হি. স.) ।। করোনা বহুরূপী, তার প্রত্যেক বিবর্তনকে আমাদের চিনতে হবে। সেক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে, দেশ করোনার তৃতীয় ঢেউ-র মুখোমুখি না হোক। আজ কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৮ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে পর্যালোচনা বৈঠকে এই পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর, কথায়, প্রত্যেক রাজ্য গত দেড় বছর ধরে অতি সংবেদনশীলতার সাথে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে। এই প্রয়াস আগামীদিনেও জারি রাখতে হবে।

এদিন তিনি বলেন, প্রত্যেক রাজ্য কিছু উদ্ভাবনী ধারণা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করোনা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেছে। তাতে বিশেষ করে স্বাস্থ্য কর্মীরা যে দায়িত্ব পালন করেছে তাকে প্রধানমন্ত্রী কুর্নিশ জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, উত্তর পূর্বাঞ্চলের ভৌগলিক চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও টিকা দেওয়ার জন্য ও চিকিতা থেকে শুরু করে পরিকাঠামো প্রস্তুত করা হয়েছে তাতে বিশেষত চারটি রাজ্য এখনও উন্নতি করতে পারেনি। অন্য রাজ্যগুলি প্রশংসার দাবি রাখতে পেরেছে। তাঁর কথায়, অপচয় না করে টিকাকরণ দেশের মধ্যে নজির স্থাপন করেছে। তার জন্য স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রধানমন্ত্রী অভিনন্দন জানিয়েছেন। সাথে তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন ওই চারটি রাজ্য খুব ভালো ভাবে কোভিড ব্যবস্থাপনা সঠিক করতে সক্ষম হবে।

তিনি বলেন, আমরা সবাই বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ভাল করেই অবগত। কোভিডের দ্বিতীয় তরঙ্গ চলাকালীন বিভিন্ন সরকার একসাথে সম্মিলিত প্রচেষ্টা করেছিল এবং ফলাফলগুলিও দৃশ্যমান। তবে উত্তর-পূর্বের কয়েকটি জেলা রয়েছে যেখানে সংক্রমণের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের এই সংকেতগুলি ধরতে হবে। তাতে আমাদের আরও সতর্ক হওয়া দরকার এবং মানুষেরও প্রতিনিয়ত সজাগ থাকতে হবে। তাঁর কথায়, সংক্রমণের বিস্তার রোধ করতে আমাদের মাইক্রো স্তরে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

এ-প্রসঙ্গে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, অসম লকডাউনের পথ বেছে নেননি। বরং মাইক্রো কন্টেন্টমেন্ট জোনের পথ বেছে নিয়েছেন। ছয় হাজারেরও বেশি মাইক্রো কন্টেন্টমেন্ট তৈরি করে অঞ্চলভিত্তিক দায়িত্ব স্থির করা যেতে পারে। যে ব্যক্তি সেই মাইক্রো কন্টেন্টমেন্ট জোনের দায়িত্বে থাকবে তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, কীভাবে ভুল হয়ে গেল, কেনই বা ভুল হল আমরা জানতে পারব। তাঁর পরামর্শ, আমরা মাইক্রো কন্টেন্টমেন্ট জোনকে যত বেশি জোর দেব, তত তাড়াতাড়ি আমরা এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসব। সাথে তিনি যোগ করেন, গত দেড় বছরে আমরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তার পুরো ব্যবহার করতে হবে। সেরা অনুশীলনগুলি আমরা দেখেছি. দেশের বিভিন্ন রাজ্যও এই উদ্ভাবনী পদ্ধতিগুলি বেছে নিয়েছে।

তাঁর আরও পরামর্শ, আপনার রাজ্যের কয়েকটি জেলা থাকবে, কিছু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তর পূর্বাঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি-পিআইবি।

আড়াই মাসে রাজ্যে করোনায় মৃত্যু ৩১৯ জনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। গত আড়াই মাসে রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৩১৯ জনের। এর মধ্যে মে মাসে ১২১ জন, জুন মাসে ১৬৩ জন এবং জুলাই মাসের ১২ তারিখ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৩৫ জনের। গত আড়াই মাসে যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদেরকে করোনা দ্বিতীয় ধাপের বলে ধরা হয়েছে। অন্যদিকে, প্রথম ধাপে সর্বোচ্চ মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১৬৮ জন একমাসে। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে একমাসে ১৬৮ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

এদিকে, গত ২৪ ঘন্টায় আরও সংক্রমিত হলো ৫৬৬ জন। মৃত্যু হয়েছে ১ জনের। নমুনা পরীক্ষা হয় ১১,৬২২ জনের। তবে সংক্রমণে প্রভাব অতিরিক্তভাবে পশ্চিম জেলাতেই রয়েছে। পশ্চিম জেলার সংক্রমিত ১৪৭ জন, গোমতী জেলার সংক্রমিত ৬৩ জন, খোয়াই জেলায় সংক্রমিত ৪৬ জন, ধলাই জেলায় সংক্রমিত ৩৪ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৪৬ জন, উত্তর জেলায় ৫১ জন এবং ঊনকোটি জেলায় ৮৮ জন এবং দক্ষিণ জেলায় ৯১ জন। সারা রাজ্যে পজিটিভিটি হার ৪.৮৭ শতাংশ। মৃত্যুর হার ১.০০ শতাংশ। এবং সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৩৮২৬ জন। তবে সংক্রমণে গতি বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বাস্থ্য প্রশাসনকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। পশ্চিম জেলার আগরতলা পুর নিগমের এলাকায় সংক্রমণের হার ৮.৭৪ শতাংশ।

চিতা বাঘের আতঙ্কে জুবুথুবু কৃষ্ণপুরের মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। বন্যহাতির তাণ্ডব এর পাশাপাশি চিতা বাঘের আতঙ্কে জুবুথুবু তেলিয়ামুড়া কৃষ্ণপুর সহ পার্শবর্তী এলাকার জনগণ।একদিকে বন্য হাতির আতঙ্ক অন্যদিকে চিতা বাঘের আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে কৃষ্ণপুরবাসীদের।

ঘটনা তেলিয়ামুড়া ফরেস্ট রেঞ্জের অধীনে উত্তর কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ভূমিহীন টিলা এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়,উত্তর কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিহীন টিলার এলাকাবাসী রাতের বেলায় বণ্য হাতির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রাত জেগে পাহাড়া দেয়। এই সময় আবার এলাকাবাসী চিতা বাঘ দেখে আঁতকে উঠেন। গ্রামবাসীরা বনদপ্তরের এ.ডি.এস টিমের কর্মীদের ঘটনার খবর পাঠানো হয়।খবর পেয়ে এ.ডি.এস টিমের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মাটিতে থাকা পায়ের ছাপ বা থাবা প্রত্যক্ষ করে এলাকাবাসীদের জানিয়ে দেওয়া হয় এটি বাঘদাস কিংবা বন বিড়ালের পায়ের ছাপ। চিতা বাঘের পায়ের ছাপ নয়।

এ.ডি.এস টিমের কর্মীদের মুখে এমন কথা শুনে এলাকাবাসীদের মধ্যে দুশ্চিন্তা কিছুটা কমেছে। উত্তর কৃষ্ণপুর, ভূমিহীন টিলা, মধ্য কৃষ্ণপুর এলাকাগুলির মানুষজন বন্যহাতির আতঙ্কে তটস্থ। এর উপর চিতাবাঘের আগমনে এলাকাবাসীদের মধ্যে আতঙ্কের নতুন মাত্রা পেয়েছে। এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এলাকাবাসী বনদপ্তর এবং প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

করোনার ডেল্টা প্লাস ভেরিয়েন্ট নিয়ে বিভ্রান্তি দূর করতে কেন্দ্রের স্পষ্টীকরণ চেয়েছে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। ত্রিপুরায় করোনার ডেল্টা প্লাস ভেরিয়েন্ট নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। তাই, ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রের কাছে স্পষ্টীকরণ চেয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ১০ জুলাই সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরার স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা জানিয়েছিলেন, রাজ্যে করোনার ডেল্টা প্লাস ভেরিয়েন্টের ১৩৮টি নমুনা পাওয়া গিয়েছে। কিন্ত, ১১ জুলাই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক পিআইবি-র মাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, ত্রিপুরায় করোনার ডেল্টা প্লাস ভেরিয়েন্টের কোন প্রমান নেই। তবে, ত্রিপুরায় ১৩৮টি ডেল্টা ভেরিয়েন্টের নমুনা পাওয়া গিয়েছে। ফলে, জনমনে বিভ্রান্তির জেরে ত্রিপুরা গত ১২ জুলাই কেন্দ্রের কাছে স্পষ্টীকরণ চেয়েছে।

এ-বিষয়ে আজ শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, করোনার অনেক ভেরিয়েন্ট রয়েছে। গত এপ্রিল ও মে মাসের আরটি-পিসিআর পজিটিভ নমুনাগুলি জেনম সিকুয়েন্স জানার জন্য কল্যানীর ল্যাবে পাঠানো হয়েছিল। সেখান থেকে যে রিপোর্ট এসেছে তার ভিত্তিতে ত্রিপুরার স্বাস্থ্য দফতর পর্যালোচনা করেছে। তিনি বলেন, গত ২৮ জুন স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুসারে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের বিভিন্ন ডিগ্রী কলেজ ও ইনস্টিটিউটে ২৫ জন অধ্যক্ষ নিয়োগ করা হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। রাজ্যের ২২ টি সাধারণ ডিগ্রী কলেজগুলিতে ২০ জন নিয়মিত অধ্যক্ষ নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। সংশোধিত নিয়োগনীতি গ্রহণ করে টিপিএসসির মাধ্যমে পাঁচ বছরের জন্য এই পদগুলি পূরণ করার সিধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের ছয়টি ডিপ্লোমা টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের মধ্যে পাঁচটিতে অধ্যক্ষ নিয়োগের সিধান্ত গৃহীত হয়েছে।

আজ মহাকরণে প্রেস কনফারেন্স হলে সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানান শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। শিক্ষামন্ত্রী বলেন ২০১৪ সালের পর থেকে সাধারণ ডিগ্রী কলেজ গুলোতে অধ্যক্ষ নিয়োগ হয়নি। তাই নিয়োগ নীতিতে সংশোধন করে এই পদগুলিতে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। ইউজিসি গাইডলাইন অনুসারেই পাঁচ বছরের জন্য অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করা হবে। পরবর্তী সময়ে পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে আরো পাঁচ বছর সময়সীমা বাড়ানোর সুযোগ থাকবে।পূর্বের নিয়োগনীতিতে একজন অধ্যক্ষ অবসরে যাওয়া পর্যন্ত এই পদে বহাল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় টিমের বাহবা কুড়াল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। সক্ষম নেতৃত্ব এবং সন্তোষজনক সমন্বয়, করোনা মোকাবিলায় এভাবেই কেন্দ্রীয় টিমের বাহবা কুড়াল বিপ্লব দেব সরকার। ৬ দিনের ত্রিপুরা সফরে এসে করোনার সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে কেন্দ্রীয় টিম সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন বলে দাবি করেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।

আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে রতন নাথ বলেন, ডা: আর এন সিং এবং ডা: রঘুনাথ টি জে ত্রিপুরায় ৫ জুলাই থেকে ১০ জুলাই পর্যন্ত করোনার সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্বোত্তরে সাপ্তাহিক সংক্রমণে শীর্ষে সিকিম, সর্বনিম্ন অসম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। পূর্বোত্তরে সাপ্তাহিক সংক্রমনে শীর্ষে রয়েছে সিকিম। সর্বনিম্ন সংক্রমিত রাজ্য অসম। আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির কোভিড পরিস্থিতি পর্যালোচনায় এই তথ্য উঠে এসেছে। ক্রমান্বয়ে দেখা গেলে সিকিম ছাড়া মেঘালয়, মণিপুর এবং ত্রিপুরায় সাপ্তাহিক সংক্রমণের হার ৯ শতাংশের অধিক রয়েছে। এদিন প্রধানমন্ত্রী ওই চারটি রাজ্যে সংক্রমণের হার নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সঠিক পদ্ধতি অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে তিনি অসমের কোভিড ব্যবস্থাপনা তুলে ধরে প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, অসম সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে লকডাউনের পথে হাটেনি। বরং মাইক্রো কন্টেইনমেন্ট জোন গঠন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রেখেছে।

তথ্য বলছে, সিকিমে সাপ্তাহিক সংক্রমণের হার ২৪.৯৮ শতাংশ। তাতর্যের বিষয় হল ওই রাজ্যে পূর্বোত্তরের মধ্যে সবচেয়ে অধিক ৭৪ শতাংশ নমুনা পরীক্ষা আরটি-পিসিআর মাধ্যমে হচ্ছে। সিকিমে চারটি জেলায় ১০ শতাংশের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এএনএম ও এমপিডব্লিও নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ, স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। এম পি ডব্লিউ এবং এ এন এম নিয়োগে বড়োসড়ো কেলেঙ্কারির অভিযোগ তুলে স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার দ্বারস্থ হল বেকার এম পি ডব্লিউ এবং এ এন এম কর্মীরা। তাদের অভিযোগ রাজ্যে দীর্ঘ সময় যাবত স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগ হচ্ছে না। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে ১০০ জন কর্মী নিয়োগ হলেও তাতে বড়োসড়ো কেলেঙ্কারি হয়েছে বলে অভিযোগ তুলল বেকার এম পি ডব্লিউ এবং এ এন এম প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা।

মঙ্গলবার বেকার এম পি ডব্লিউ এবং এ এন এম -এর প্রতিনিধিদল স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার সাথে দেখা করে জানান, ২০১৭ সালে পূর্বতন

সরকারের আমলে ৭৯১ জন এম পি ডব্লিউ নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল, সেই অনুযায়ী ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ২০১৮ সালে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সমস্ত নিয়োগ নীতি বাতিল করে দেওয়া হয়। কিন্তু দীর্ঘ প্রায় ৪০ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদায় নিলেন রাজ্যপাল রমেশ বৈশ, দেয়া হল উষ্ণ সম্বর্ধনা প্রশংসা করে গেলেন সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। সদা হাসি মুখে দেখা গেছে তাঁকে। বিদায় বেলাতেও তাঁর মুখে হাসি অমলিন। ত্রিপুরা ছাড়লেন বিদায়ী রাজ্যপাল রমেশ বৈশ। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তাকে বিদায় জানান। বিদায়ী রাজ্যপালের হাসিমুখে বিদায় সম্ভাষণ এক অলৌকিক পরিবেশ কায়েম করেছিল। যাওয়ার আগে ত্রিপুরা সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের ভূয়সী প্রশংসা করলেন তিনি।

ত্রিপুরা উন্নয়নের রথে সওয়ার হয়েছে, এমনটাই হয়ত তিনি মনে করেন। তাই, তাঁর প্রশংসায় আপ্লুত হন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁকে এমবিবি বিমান বন্দরে বিদায় সম্বর্ধনা জানান মুখ্য সচিব কুমার অলক, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশক ভি এস যাদব সহ প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকগণ। আগামীকাল তিনি ঝারখন্ডের ১০ম রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নেবেন।

তিনি ১৯৪৭ সালের ২ অগাস্ট ছত্তিশগরের রায়পুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু বিজেপি-তে যোগদানের মাধ্যমে। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক ও সংসদীয় রাজনীতি সুদক্ষ ব্যক্তি অনেক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি ১৯৯৮ সালে প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হন। তারপর থেকে দীর্ঘ সময় ধরে কেন্দ্রের বিভিন্ন মন্ত্রকে মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনাকালেও রাজ্যে অর্থনৈতিক স্থিতি বজায় রাখা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজানো হয়েছে

প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। টিকাকরণে সাফল্য, করোনাকালেও অর্থনৈতিক স্থিতি বজায় রাখা এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজানো, প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠকে সার্বিক বিষয় তুলে ধরেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় ৪৫ উর্ধদের ইতিমধ্যে প্রথম ডোজের টিকাকরণ ১০০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। তেমনি করনাকালীন পরিস্থিতিতেও রাজ্যের আর্থিক স্থিতিকে বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, রাজ্যে বর্তমানে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ৩ গুন বৃদ্ধি পেয়েছে।

এদিন বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কোভিড মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলি তুলে ধরেন। তিনি জানান, কোভিড মোকাবিলায় টিকাকরণ অভিযান রাজ্যে দ্রুত গতিতে চলছে। রাজ্যে ইতিমধ্যে ৪৫ বছর উর্ধদের প্রথম ডোজের টিকাকরণ ১০০ শতাংশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় ডোজের টিকাকরণ হয়েছে ৫৪.৫৬ শতাংশ। ১৮ বছর উর্ধদের প্রথম ডোজের টিকাকরণ হয়েছে ৫৬.৪০ শতাংশ এবং দ্বিতীয় ডোজের টিকাকরণ হয়েছে ১.৫৫ শতাংশ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে ১,১৭৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ রয়েছে। এরমধ্যে ১৮৯টি গ্রামে ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ টিকাকরণ করা হয়েছে। ২০টি নগর সংস্থার মধ্যে ৭টিতে সম্পূর্ণ টিকাকরণ হয়েছে এবং রাজ্যের ২টি ব্লকে সম্পূর্ণ টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে ২ লক্ষ ২৫ হাজার টিকার মজুত রয়েছে। আরো ৬ লক্ষ ২৫ হাজার টিকা পাওয়া গেলে ৭দিনের মধ্যে গোটা রাজ্যেই টিকাকরণ করানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করোনাকালীন পরিস্থিতিতেও রাজ্যের আর্থিক স্থিতিকে বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। এরজন্য কৃষিসহ প্রাইমারী সেক্টরগুলির উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে রাজ্য সরকার। করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকার কার্ফু জারি করায় যে সমস্ত গরিব এবং প্রয়োজন রয়েছে এমন পরিবারগুলিকে খাদ্যসামগ্রীর প্যাকেট পৌছে দেওয়া হয়েছে। এরকম ৭ লক্ষ পরিবারে স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি খাদ্যের প্যাকেট পৌছানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বর্তমানে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি করোনা মোকাবিলায় ডেডিকেটেড কোভিড হাসপাতাল, ডেডিকেটেড কোভিড কেয়ার সেন্টার, আই সি ইউ বেড, অক্সিজেন যুক্ত বেড ইত্যাদি বৃদ্ধি করা হয়েছে। কোভিড মোকাবিলায় রাজ্যে বর্তমানে ২৯টি ডেডিকেটেড কোভিড কেয়ার সেন্টার বেড ৩,৫২৯টি, অক্সিজেনযুক্ত বেড ১,০২৮টি, ভেন্টিলেটর ১৫৭টি, অক্সিজেন প্ল্যান্ট ৩টি এবং অক্সিজেন কনসেনট্রেটর রয়েছে ১,৭০০টি। রাজ্যে আরোও ২২টি অক্সিজেন প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ চলছে বলে মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকে জানান।

আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ২৬৪ ◘ ১৪ জুলাই ২০২১ ইং ◘ ২৯ আষাঢ় ◘ বুধবার ◘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

বিধি মানিয়া চলা আবশ্যিক

করোণা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলার অন্যতম শর্ত হলো ভ্যাকসিন গ্রহণ করা। দুটি ডোজ গ্রহণ করলে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িবে। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা তাহা নিশ্চিত করিয়াছেন। ফলে মানুষের মনে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে আস্থা ও বিশ্বাস আরো বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। করোনা ভ্যাকসিন মোকাবেলা করিবার জন্য আমাদের দেশেও ভ্যাকসিন তৈরি শুরু হইয়াছে অনেক আগেই।কোভিশিল্ড ও কোভ্যাক্সিন বাহির হইলেও এই দুইটি ভ্যাকসিনের ডোজ নেওয়াকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের মধ্যে নানা প্রশ্ন উঠিতে শুরু করিয়াছে। অনেকেই প্রথম ডোজ কোভিশিল্ড নিয়া দ্বিতীয় ডোজ কোভ্যাকসিন নেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছেন। অনেকের মতে দুটি ডোজ দুটি প্রস্তুতকারী সংস্থার কাছ থেকে নিলে হয়তো অধিক সাফল্য মিলিবে। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে স্পষ্টীকরণ পাওয়া যাইতেছে। বিষয়টি নিয়া যথেষ্ট দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে। এই কৌতুহল দূর করিবার জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মানুষ প্রথম ডোজ কোভিশিল্ড দ্বিতীয় ডোজ কোভ্যাক্সিন। কিংবা প্রথম ডোজ কোভ্যাক্সিন, দ্বিতীয় ডোজ কোভিশিল্ড টিকা দিতে চাইতেছেন। টিকার সংকটের মধ্যে অনেকেই মিশ্র টিকা নেওয়ার কথা ভাবিতেছেন। আবার কোথাও কোথাও ভুল করিয়া এই ধরনের টিকা দেওয়াও হইয়াছে। এই মিশ্র টিকা নেওয়ার প্রবণতাকে এবার বিপজ্জনক আখ্যা দিলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান বিজ্ঞানী ডা. সৌম্যা স্বামীনাথন। তিনি বলিয়াছেন, মিশ্র টিকার কার্যকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিত ভাবে কিছু জানা নাই। এই সংক্রান্ত কোনও তথ্যপ্রমাণ মিলেনি। তাই মিশ্র টিকা নেওয়াটা ভয়ংকর বিপদ ডাকিয়া আনিতে পারে।মিশ্র টিকা প্রসঙ্গে ডা. স্বামীনাথনের মত, 'বহু মানুষ মিশ্র টিকা নেওয়ার কথা ভাবিতেছেন। অনেকে প্রশ্ন করিয়াছেন, প্রথম টিকা এক সংস্থার কাছ থেকে নেওয়ার পর দ্বিতীয় ডোজ অন্য সংস্থার থেকে নিতে পারিবেন কি না। মিশ্র টিকা নিয়া কোনও তথ্যপ্রমাণ হাতে নাই আমাদের। তাই এই প্রবণতা বিপদ ডাকিয়া আনিতে পারে।' বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান গবেষকের মতে যেহেতু এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়া কোনও গবেষণালব্ধ সাক্ষ্যপ্রমাণ নাই, তাই এ নিয়া না এগোনোই ভাল।

করোনার প্রকোপ রুখিতে মিশ্র টিকা দেওয়া যায় কিনা, তাহা নিয়া ইতিমধ্যেই গবেষণা শুরু করিয়াছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের গবেষকরা। অনেক গবেষকেরই দাবি, দুটি আলাদা সংস্থার টিকা নিলে একই টিকার দুই ডোজের তুলনায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি হয়। জার্মানিতে আবার ইতিমধ্যেই মিশ্র টিকা নেওয়া শুরুও হইয়া গিয়াছে। সেদেশের চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মর্কেল নিজে দুটি ভিন্ন সংস্থার টিকা নিয়াছেন সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করিবার জন্য। এদেশেও মিশ্র টিকাদানের ব্যাপারটি চিন্তাভাবনার স্তরে আছে। আগামী দিনে মিশ্র টিকা ব্যবহারের সম্ভাবনা উড়াইয়া দিতেছেন না এইমসের ডিরেক্টর ডা. রণদীপ গুলেরিয়া। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান বিজ্ঞানীর এই মন্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলায় টিকা গ্রহণ করা যেমন প্রত্যেকের উচিত, ঠিক তেমনি সমাজে জনসচেতনা বাড়ানো জরুরি। এমন অনেক নজির রহিয়াছে গ্রহণ করিয়াছেন করোণায় আক্রান্ত হইয়া তাহাদের মধ্যে অনেকে মারা গিয়াছেন। স্বাভাবিক কারণেই, শুধুমাত্র টিকাকরণ কর্মসূচি করোণা ভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবেলায় যথেষ্ট নয়। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলায় একদিকে যেমন ভ্যাকসিন গ্রহণ করা প্রয়োজন ঠিক তেমনি জনগণকে সচেতন থাকা জরুরি। একদিকে টিকা গ্রহণ অন্যদিকে মাস্ক পরিধান ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। একমাত্র সারবে প্রচেষ্টাতেই করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলা করা সম্ভব হইবে।

বিখ্যাত দ্বারকাধিশ মন্দিরের বজ্রপাত, ক্ষতিগ্রস্থ বিশেষ ৫২ গজ পতাকা

দ্বারকা, ১৩ জুলাই (হি.স.): মঙ্গলবার বজ্রপাত হল গুজরাটের দ্বারকার বিশ্ব বিখ্যাত দ্বারকাধিশ মন্দিরে। বজ্রপাতে মন্দিরের বিশেষ ৫২ গজ পতাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তবে এই দুর্ঘটনায় দ্বারকাধিশ মন্দিরের কোনও ক্ষতি হয়নি। মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

দ্বারকা এসডিএম নীহার ভাটারিয়া জানান, মঙ্গলবারের বজ্রপাতের ঘটনার পর প্রশাসন মন্দির চত্বরের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন। বজ্রপাতে মন্দিরের কোনও ক্ষতি হয়নি।কেবল পতাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখার পর মন্দিরের কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবেই চলছে। মন্দিরের চারপাশে ঘন বসতি রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে যদি আবাসিক এলাকায় এই বজ্রপাত হত, তবে বড় ক্ষতি হতে পারত। তবে রক্ষা তা হয় নি।

প্রসঙ্গত, দ্বারকাধিশ মন্দিরের ওপরের পতাকাটিরও বিশেষ তাতর্য রয়েছে। এটি ভারতের একমাত্র মন্দির, যেখানে ৫২ গজ পতাকা প্রতিদিন তিনবার উত্তোলন হয়। এই পতাকা সম্পর্কে ভক্তদের মধ্যে এত শ্রদ্ধা রয়েছে যে, অনেক সময় মন্দিরে পতাকা দেওয়ার জন্য তাদের দুই বছর অপেক্ষা করতে হয়। স্থানীয়রা জানান, এই প্রথম মন্দিরের কোনও অংশে বজ্রপাত হল।দ্বারকাধিশ শহরের মানুষকে একটি বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচালেন।

ফের খাদ্য ভবনের সামনে বিক্ষোভ চাকরিপ্রার্থীদের

কলকাতা, ১৩ জুলাই (হি. স.): করোনা আবহের মাঝেই ফের উত্তপ্ত হবু শিক্ষকরা। ফের মঙ্গলবার একাধিক দাবি নিয়ে খাদ্য ভবনের সামনে বিক্ষোভ চাকরিপ্রার্থীদের।

করোনা আবহে বর্তমানে লকডাউন চলছে রাজ্য জুড়ে। যার জেরে বন্ধ রয়েছে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়। লকডাউনের জেরে বন্ধ লোকাল ট্রেন মেট্রো। কিন্তু অপরদিকে উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগ নিয়ে অব্যাহত সমস্যা। প্রতিনিয়ত জটিল হচ্ছে পরিস্থিতি। এদিন নিয়োগে দুর্নীতি এই অভিযোগ তুলে খাদ্য ভবনের সামনে আন্দোলন দেখায় একদল চাকরিপ্রার্থী। হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে খাদ্য ভবনের চত্বরে বসেই বিক্ষোভ দেখায় আন্দোলনকারীরা। ঘটনায় উত্তেজনা এলাকায়। ব্যস্ত সময় বিক্ষোভ দেখানোয় সমস্যায় পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে।

ভানুভক্ত আচার্যকে শ্রদ্ধা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ১৩ জুলাই (হি. স.) : নেপালি সাহিত্যিক ভানুভক্ত আচার্যকে শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী ভানুভক্ত আচার্যকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন কিছু সংবাদপত্রে দেওয়া সরকারি বিজ্ঞাপনে। অন্যদিকে শুভেন্দুবাবু টুইটে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। লিখেছেন, "আদি কবি উপাধিতে অমর; নেপালি ভাষায় সাহিত্যের রচয়িতা হিসাবে সর্বদা ভানুভক্ত আচার্য স্মরণীয়। সংস্কৃত থেকে নেপালি ভাষায় মহাকাব্য রমায়ণ অনুবাদ করার জন্যও শ্রদ্ধাশীল। ভানু জয়ন্তীর শুভ উপলক্ষে আমার শুভেচ্ছা।" প্রসঙ্গত, নেপালি ভাষাভাষী ভানুভক্তকে নেপালি ভাষার 'আদিকবি' হিসেবে সম্মান করে। নেপালি সাহিত্যে ভানুভক্তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্ভবত তাঁর পবিত্র রামায়ণকে নেপালি ভাষায় অনুবাদ করা। তিনি সংস্কৃত পণ্ডিতদের মতো একই রূপ ব্যবহার করে রামায়ণকে মেট্রিক আকারে প্রতিলিপি করেছিলেন। রামায়ণের অনুবাদ ছাড়াও ভানুভক্ত বিভিন্ন প্রবন্ধের মূল কবিতাও লিখেছিলেন: পারিবারিক নৈতিকতার উকিল থেকে শুরু করে আমলাতন্ত্রের বিদ্রূপ এবং বন্দীদের দুর্বল অবস্থার দিকে। মতিরাম ভট্ট (১৯৩৩-১৯৫৩) ভানুভক্তের উত্তরাধিকার পুনরুদ্ধার করেছিলেন। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

রাজ্যের উন্নয়নে অংশীদার এখন অর্চনা স্বর্ণলতা, ফুলকুমারী ও শৈলবালা দেববর্মারা

।। তিলক রবিদাস।।

লেফুঙ্গা ব্লকের সিপাইপাড়া ভিলেজের অর্চনা, স্বর্ণলতা, ফুলকুমারী ও শৈলবালা দেববর্মারা এখন আর অন্যের কৃষিজমিতে কাজ করেন না। একটা সময় গেছে যখন তারা দিনমজুরের কাজ করতেন। কখনও-বা অন্যের কৃষিজমিতে কৃষি শ্রমিকের কাজ করতেন। এখন দিন বদলেছে। সিপাইপাড়া ভিলেজের গ্রামীণ এই জনজাতি মহিলারা স্বনির্ভর দল গঠন করে স্বনির্ভর হয়ে উঠছেন। এই ভিলেজে দুটি স্বসহায়ক দলের মধ্য দিয়ে অর্চনা ও শৈলবালারা শুধু নিজেরাই স্বনির্ভর হননি গ্রামের অন্য মহিলাদেরও স্বনির্ভর করে তুলছেন। তাদের এই স্বনির্ভর হওয়ার পেছনে ভূমিকা রয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চল জীবন জীবিকা মিশনের। অর্চনা, স্বর্ণলতা, ফুলকুমারী ও শৈলবালা দেববর্মাদের মুখে এখন সাফল্যের হাসি। এক সময় তারা প্রত্যেকেই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতেন। চাইতেন অভাব অনটনের সংসারে হাসি ফোটানোর। তারা জানতেন এভাবে দিনমজুরের কাজে সংসারের হাল ফিরবে না। নতুন কিছু করতে হবে। সেই থেকেই তাদের ভাবনায় এলো স্বনির্ভর দল গঠন করার। সিপাইপাড়া ভিলেজের অর্চনা, সুজাতা, স্বর্ণলতারা মিলে গঠন করলেন স্বসহায়ক দল 'মামিতা'। অন্যদিকে, এই ভিলেজেরই ফুলকুমারী, সন্ধ্যালক্ষ্মী ও শৈলবালারা মিলে গঠন করলেন 'বারখা' স্বসহায়ক দল। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের লেফুঙ্গা শাখায় দুটি স্বসহায়ক দলের নামে অ্যাকাউন্ট খোলা হলো। দুটি স্বসহায়ক দলের সদস্যারাই সেই থেকে স্বনির্ভর হওয়ার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। দুটি স্বসহায়ক দলেই ১০ জন করে সদস্যা ছিলেন। তারা প্রত্যেকে প্রতি মাসে ১০০ টাকা করে জমা করতেন। কৃষি, শ্রমিকের কাজের পাশাপাশি এই স্বসহায়ক দলের মাধ্যমে তারা নিজেরা ছোট ছোট অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে লাগলেন। এতে তাদের সামান্য হলেও আয় বাড়তে লাগলো।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল জীবন জীবিকা মিশন থেকে তাদের কাজের নিষ্ঠা দেখে ২০১৯ সালের প্রথম দিকে স্বসহায়ক দল দুটিকে শূকর, গাভী, ছাগল, হাঁস, মোরগ পালনের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হলো। প্রশিক্ষণ শেষে দুটি স্বসহায়ক দলকেই দেওয়া হলো ১ লক্ষ টাকা করে ঋণ। ঋণ পেয়ে স্বসহায়ক দলের সদস্যারা নিজেদের বাড়িতেই শূকর, হাঁস ও মোরগ পালন করতে শুরু করলেন। দুটি স্বসহায়ক দলের ২০ জন সদস্যাই এখন আর কৃষি শ্রমিকের কাজ করার সময় পান না। নিজেদের বাড়িতেই তারা শূকর ও স্বল্প পরিসরে হাঁস, মোরগ পালন করছেন। ২০১৯ সালের জুন-জুলাই মাস থেকেই তাদের রোজগার বৃদ্ধি পেতে থাকলো। তারা ঋণ পরিশোধ করতেও শুরু করলেন। মামিতা স্বসহায়ক দলের দলনেত্রী অর্চনা দেববর্মা ও বারখা স্বসহায়ক দলের দলনেত্রী শৈলবালা দেববর্মা স্বগর্বে জানালেন আমরা ঋণের টাকা ইতিমধ্যেই পরিশোধ করা শুরু করেছি। প্রতি মাসে ৮ হাজার টাকা করে গত ১০ মাসে ৮০ হাজার টাকা ঋণ আমরা পরিশোধ করে দিয়েছি। দ্রুত ঋণ পরিশোধ করার জন্য দুটি স্বসহায়ক দলই ২০ হাজার টাকা করে ভর্তুকি পেয়েছে। সিপাইপাড়া ভিলেজের জনজাতি মহিলাদের এই সাফল্য দেখে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের লেফুঙ্গা শাখা ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে মামিতা স্বসহায়ক দলকে ১ লক্ষ টাকা ও বারখা স্বসহায়ক দলকে ১ লক্ষ টাকা ঋণ দেয়। ঋণ পেয়ে দুটি স্বসহায়ক দলের সদস্যারাই আরও বেশি করে শূকর, হাঁস, মোরগ ও ছাগল পালন করা শুরু করেছেন। নিজেদের বাড়িতে হাঁস, মোরগ পালনের পাশাপাশি স্বসহায়ক দলের মাধ্যমে তারা গাভী, ছাগল ও শূকরও পালন করছেন। হাঁস, মোরগের ডিম তারা স্থানীয় বাজারে বিক্রি করতে পারছেন। গাভীর দুধেরও চাহিদা রয়েছে। পাশাপাশি শূকরের মাংস বিক্রি করেও তাদের এখন ভালো আয় হচ্ছে। ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবন জীবিকা মিশনের ফ্যাসিলেটর করবী দেববর্মা জানালেন, বারখা স্বসহায়ক দলের সদস্যা বুলি দেববর্মা সম্প্রতি ১৪৫ কিলোগ্রাম ওজনের একটি শূকর বিক্রি করেছেন। ৩০০ টাকা কেজি দরে এই শূকর বিক্রি করে তার আয় হয়েছে ৪৩ হাজার ৫০০ টাকা। বুলি দেববর্মা শূকর বিক্রি করে যে আয় করেছেন তাতে তার লাভ হয়েছে ৩০ হাজার টাকা। দুটি স্বসহায়ক দলের সদস্যারাই শূকর বিক্রি করে প্রতি মাসে ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা রোজগার করতে পারছেন। তাছাড়াও তাদের ঘরে ঘরে এখন হাঁস, মোরগ ও ছাগল রয়েছে। এগুলি থেকেও তাদের ভালো আয় হচ্ছে। তাদের ছেলেমেয়েরা এখন স্কুল, কলেজে পড়ছে। তাদের স্বনির্ভর হতে পথ দেখিয়েছে স্বনির্ভর দল। লেফুঙ্গা ব্লকের বিডিও মহেন্দ্র কাম্বে জানালেন ব্লকের ১০টি এডিসি ভিলেজে ২৪৮টি স্বসহায়ক দল রয়েছে। এই স্বসহায়ক দলগুলির সদস্যরা শূকর, গাভী, হাঁস, মোরগ পালনের সাথে যুক্ত। কেউ কেউ মাশরুম চাষ করে আবার কেউ কেউ হস্ততাঁত সামগ্রী উৎপাদনে যুক্ত। ব্লকের স্বসহয়ক দলগুলিকে প্রতিনিয়ত উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এভাবেই রাজ্যের উন্নয়নে অংশীদার হয়েছেন অর্চনা, স্বর্ণলতা, ফুলকুমারী ও শৈলবালা দেববর্মারা।

প্রকৃতির সবুজ পুত্র সুন্দরলাল

সুকমল দালাল

আজন্ম সবুজের সাধক ছিলেন সুন্দরলাল বহুগুণা। উত্তরাখণ্ডের তেহরিতে ১৯২৭ সালের ৯ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আকৈশোর গান্ধীবাদের ভক্ত হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেন। জানা যায় মহাত্মার জীবনদর্শনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন জাতীয়তাবাদী নেতা শ্রীদেব সুমন। সেই সময় থেকেই অহিংস নীতিকে জীবনের মন্ত্রগুপ্তি বলে গ্রহণ করেছিলেন বহুগুণা। সেই মন্ত্রগুণে তারুণ্যের্য পা রেখেই সোচ্চার হয়েছিলেন অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে। মহাত্মার আদর্শকে পরম আদর্শ হিসেবে মেনে নিয়ে যুবক বয়সেই বেরিয়ে পড়েছিলেন গহিন হিমালয়ের কোলে। শুরু হয় পর্বত এবং পার্বত্য সরলবর্গীয় অরণ্যের তাঁর পরিব্রাজন। কেবল পর্বত নয়, হিমালায় হৃদয়। রক্তপাত সেখানে নিত্যদিনের ঘটনা ছিল। তিনি দেখতেন প্রকৃতি এবং বাস্তুতন্ত্রেকে ধ্বংস করে চলেছে নাগরিক উন্নয়ন। সেই ব্যথাতুর হৃদয়ে উপলব্ধি করে ছুটে গেছেন। হিমালয় এবং তৎসলগ্ন বাসিন্দারা ছিলেন বহুগুণার পরমাত্মীয়। সুখ দুঃখের সঙ্গী। তাঁদের সার্বিক কল্যাণে ব্রতী ছিলেন আজীবন। তিনি অনেক জনকল্যাণমুখী কাজে যুক্ত ছিলেন। তাঁর কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল মহিলাদের অবস্থান। তাঁর নেতৃত্বে এবং দেখানো পথেই পাহাড়ি মহিলারা মদ্যপানের নেশার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়েছিলেন।

স্বাধীনতার আগে কংগ্রেসের মাধ্যমে রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয়েছিলেন বহুগুণার। পরে তাঁর আন্দোলনের ভরকেন্দ্র সরে এসেছিল সামাজিক সমস্যায়, যার অনেকটাই জড়িয়েছিল প্রকৃতির বালমন্দের সঙ্গে। প্রকৃতির প্রতি নিখাদ ভালবাসাও যত্ন থেকেই তিনি হয়ে ওঠেন 'চিপকো' আন্দোলনের সমার্থক। আন্দোলন কীভাবে করবেন, তার প্রাথমিক ধারণা দিয়েছিলেন স্ত্রী বিমলা। জানা যায় আজীবন গ্রামে থাকবেন। সেখানেই আশ্রম খুলবেন দরিদ্র গ্রামবাসীদের জন্য। এই শর্ত দিয়েছিলেন বহু স্ত্রীকে। তাতেই রাজি হয়েছিলেন বিমলা। সেই সময়ের উত্তরপ্রদেশ এখন উত্তরাখণ্ডে হিমালয়ের কোল জুড়ে বিস্তৃত অরণ্যকে ঠিকাদারদের বৈদ্যুতিন করাতের কোপ থেকে বাঁচাতে জীবনপণ করেছিলেন বদ্বগুণা, তাঁর কথায় হাতে হাত ধরে গাছেদের আগলে রেখেছিলেন স্থানীয় মহিলা ও শিশুরা। গাছের প্রাণ নিতে হলে আগে তাঁদের হত্যা করতে হবে। সবুজের প্রাণ নিতে হলে আগে তাঁদের হত্যা করতে হবে। সবুজের সঙ্গে লেগে থেকে বা চিপকে থাকার 'চিপকো' আন্দোলনের ফলছিল সুদূরপ্রসারী। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সঙ্গে বহুগুণার বৈছকের পরে স্থগিতাদেশ জারি হয় গাছ কাটার উপর। এই জয়লাভকে গ্রামবাসীদের সম্মিলিত প্রয়াস বলে চিহ্নিত করেছিলেন বহুগুণা। আজীবন তাঁর মতবাদ ছিল 'বাস্তুতন্ত্রই অর্থনীতি'। চিপকো আন্দোলনের মতো বহুগুণা সামিল হয়েছিলেন তেহরি বাঁধ আটকানোর আন্দোলনে। সাবেক উত্তরপ্রদেশের (এখন উত্তরাখণ্ডে) তেহরিতে গঙ্গার উপর বাঁধ নির্মাণের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন বহুগুণা। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের দেখানো পথে তিনি গঙ্গার তীরে একাধিক অনশন কর্মসূচি পালন করেছিলেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিংহ রাও-এর কাছ থেকে রিভিউ কমিটির তৈরির আশ্বাস পেয়ে, ১৯৯৫ সালে দেড় মাসের অনশন আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ান বহুগুণা। পরে দেবগৌরার আমলে রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধির সমাধিস্থলে তিনি ৭৪ দিন ধরে অনশন কর্মসূচি পালন করেছিলেন। এরপর সুপ্রিম কোর্টে এক দশকেরও বেশি আইনি লড়াই চলার পরেও বাঁধ নির্মাণ শুরু হয় ২০০১ সালে। সেই বছর ২৪ এপ্রিল গ্রেফতার হন পরিবেশবিদ বহুগুণা। নিজের জন্মস্থানে নদীর গতিরুদ্ধ আটকাতে না পেরে বহুগুণা তেহরি ছেড়েই চলে যান। প্রথমে কোটি এবং তারপর দেরাদুনে থাকতেন তিনি। তার বহু আগেই তেহরি বাঁধ প্রকল্পের পরিকল্পনা বন্ধ না করায় ১৮৯১ সালে পদ্মশ্রী পুরস্কার গ্রহণ করতে নারাজ হন তিনি। ২৮ বছর পর পদ্মবিভূষণ অবশ্য প্রত্যাখ্যান করেননি প্রবীণ এই পরিবেশবিদ। পরিবেশ বাঁচাতে তাঁর কর্মপদ্ধতি, আন্দোলনের নীতি চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। পরিবেশ রক্ষায় তাঁর সেই নিজের জীবনের থেকেও বেশি ভলোবাসতেন পরিবেশকে। এই প্রকৃতির কোলেই বিলীন হয়ে গেলেন গত ২১ মে। তাঁর পরিবার অসংখ্য গুণমুগ্ধ এবং হিমালয়ের সবুজকে রেখে গেলেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

'ধন্যি মেয়ে'র ৫০ বছর

সুব্রত রায়

২ সেপ্টেম্বর ল্যাংটেশ্বর শিল্ডের ফাইনাল। কলকাতার সর্বমঙ্গলা স্পোর্টিং ক্লাব ফাইনাল খেলতে আসছে। হাড়ভাঙা আগের দু'বার জিতেছে। এবারও তারা জেতার জন্য মরিয়া। প্রয়োজনে অন্য পথ নিতেও তৈরি। ন্যাড়া নামের একটা ছেলে চোঙ হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা গ্রাম। তিনবার বিএ-তে ফেল করেছে। তাও হাড়ভাঙা গ্রামের পুটবল টুর্নামেন্ট নিয়ে আগ্রহের শেষ নেই। সেই শোনাচ্ছে এর সব গল্প।

এরপর আর বিস্তারে যাওয়ার দরকার নেই। বাঙালি যে সব কালজয়ী ছবি ঘিরে এখনও বাঁচে, এই গল্প তেমনই এক সিনেমার। মাল্টিপ্লেক্স, ওয়েব সিরিজের যুগেও যা অমলিন। আজও ধরে রেখেছে সেই এক আবেদন। হাঁটতে হাঁটতে সেই 'ধন্যি মেয়ে' পঞ্চাশ পূর্তি করে ফেলল। ১৯৭১ সালের ১২ মার্চ রিলিজ হয়েছিল অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'বই'। উত্তরা, পরবী আর উজ্জ্বলা সিনেমায়। দারুণ ব্যবসা করেছিল ধন্যি মেয়ে। এতটাই যে, আর্থিক কষ্টে থাকা পরিচালক কিছুটা সামলেও উঠতেও পেরেছিলেন। একটা সিনেমা কোন এক প্রজন্মকে ঘিরে বড় হয়ে ওঠে একটা পাড়ার মতো হয়। গল্প বাছাই থেকে গান লেখা, সুর দেওয়া তার সঙ্গে শুটিং —অসংখ্য মানুষের জড়িয়ে থাকা তাদের গল্পও জড়িয়ে পড়ে একটা আস্ত সিনেমার সঙ্গে। শুধু জানা যায় না যতক্ষণ না কেউ ক্যামেরার পিছনের চলমান ওই পাড়ার বাসিন্দা হওয়ার চেষ্টা করছে। ধন্যি মেয়ে তেমনই একটা সিনেমা।

তখন আমমুখে সিনেমা কথাটার চল ছিল না। বলা হত 'বই'। অনেকটা গল্পের বইয়ের মতো শোনাতে। যেন পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে কেউ গল্প, উপন্যাসের উঠোনে নেমে পড়েছে। এই 'বই' শব্দটা প্রভাব ফেলেছিল সেই সময়কার পরিচালকদের ভাবনাতেও। অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে আরও বেশি করে হয়ত। কিংবদন্তী সাহিত্যিক বনফুল অর্থাৎ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছোট ভাই। শান্তিনিকেতনে পড়ার সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্পের্শে আসা। রামকিঙ্কর বেইজের প্রভাবে নাটকের জগতে পা দেওয়া।

রুপোরি পর্দার টানে ডাক্তারি ছেড়ে দেওয়া। সেই অরবিন্দ যে অন্যধারারহতে চাইবেন, আশ্চর্য কী।

আত্মীয়পরিজন, বন্ধুবান্ধব এবং টলিউড 'ঢুল', 'ঢুলুদা', 'ঢুলুবাবু' বলে ডাকত অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়কে। বড়দা বলাইচাঁদের গভীর প্রভাব। ছেলেবেলা তেকেই পড়েছিল তাঁর উপর। যে কারণে তাঁর 'বই' যে সাহিত্যের আলো পড়েছে সবচেয়ে বেশি। ধন্যি মেয়ে-ও ব্যতিক্রম নয়। সাহিত্যের প্রতি টান, আর্থিক অনটন তাঁকে বেশ কিছু সিনেমাধর্মী ও সাহিত্যধর্মী পত্রিকায় সম্পাদনার কাজও করিয়েছিল। তেমনই একটি পত্রিকা সচিত্র ভারত-এ দেবাংশু মুখোপাধ্যায়ের ছোট গল্প 'লাউডস্পিকার' বেরিয়েছিল ছয়েরদশকের শেষ দিকে। গল্পটি পড়লেও 'বই' বানানোর ভাবনা তখনও মাথায় আসেনি। লেখক দেবাংশুই সেই ইচ্ছেটা একদিন বাড়িয়ে দিলেন। লাউডস্পিকার গল্পটাকে, লেখার ভাষায় যাকে বলে রিহ্যাস করে শোনালেন ঢুলুবাবুকে। তাঁর মনে ধরে গেল। অরবিন্দ ধন্যি মেয়ে প্রসঙ্গে একাধিক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'গল্প একটা স্টোরিলাইন দেয়। কিন্তু সেটাকে সিনেমায় রূপান্তর করতে গেলে অনেক চরিত্রের জন্ম দিতে হয়। লাউডস্পিকারকে সিনেমায় কনভার্ট করার ভাবনা থেকে অনেক চরিত্র তৈরি করতে হল। কালী দত্ত, স্নেহ, কগলাচরণ, মনসা, তোৎলা ভট্টাচার্য, ন্যাড়ারমতো চরিত্রগুলোর জন্ম নিল।

দেবাংশু মুখোপাধ্যায়ের 'লাউডস্পিকরার'— এর স্ক্রিপ্ট দ্রুত বানিয়ে ফেললেন ঢুলুবাবু। নাম দিলেন 'ধন্যি মেয়ে'। কে কে অভিনয় করবেন? আদ্যন্ত খেলা নির্ভর সিনেমা তখন বলিউড তো বটেই, টলিউডেও হয়নি। ছবিটা আবার ফুটবল কেন্দ্রিক গল্প নিয়ে। সিনেমা বানানোর ক্ষেত্রে দুটো থিওরিতে বরাবর বিশ্বাস করতেন ঢুলুবাবু। (এক) গল্প যদি ভালো হয় অভিনয় যেই করুন না কেন, তা হিট হতে পারে। (দুই) মন ছুঁটে যাওয়া গান থাকলে মানুষকে টানা সম্ভব। ধন্যি মেয়েত বড় ভাইয়ের চরিত্রে প্রথমে ভাবা হয়েছিল ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ফুটবল অন্তপ্রাণ ভানু। ইস্টবেঙ্গলের ডাইহার্ট সাপোর্টার। কিন্তু স্ক্রিপ্ট শুনে উত্তম বলেছিলেন, এই রোল তাঁর চাই-ই চাই।

উত্তমের সঙ্গে ঢুলুবাবুর বহুদিনের পরিচয়। তখন অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় 'উত্তমকুমার' হননি। তার আগের বছর ১৯৭০ সালের অক্টোবরে উত্তর তাঁর পরিচালনাতেই করেছেন 'নিশিপদ্ম'। সুপারহিট সিনেমা। সেই সময় উত্তমও নায়কসুলভ ইমেড ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন। বছর দিনেক আগে 'ছোট সি মুলাকার্ত ফ্লপ করায় মানসিক এবং আর্থিক চাপ তৈরি হয়েছিলে তাঁর উপর। 'অভিনেতা উত্তম' হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিলেন মহানায়ক। ধন্যি মেয়ের গল্প শুনে কালী দত্তের চরিত্রটা পছন্দ হয়ে যায়। উত্তমকুমারের।

কেন উত্তমকেই বাছা হয়েছিল? ধারা ভেঙে বেরিয়ে আসা উত্তমকে কালী দত্ত চরিত্রে বাছার অন্যতম কারণও ছিল ওঁর ফুটবল প্রীতি। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ শুটিং। সেই বাড়ির সামনের দিকে ঘরে থাকার ব্যবস্থা হল পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের। পিছনের দিকের ঘরে সাবিত্রী ও জয়া। রাতে অরবিন্দবাবুর ঘরে মশারি টাঙাতে গিয়ে প্রোডাকশন বয় দেখে, দড়ি নেই। সে ভড়কে গিয়ে সাবিত্রীকে ডেকে সবটা খুলে বলে। জয়াকে সঙ্গে নিয়ে অরবিন্দবাবুর ঘরে আসেন সাবিত্রী। চুল বাঁধার পিতে দিয়ে বেঁধেঝ দিয়ে যান মশারি। এমন আরও কত গল্প ছড়িয়ে আছে সিনেমার পিছনে। দারুণ কইমাছ রান্না করতেন ঢুলুবাবু। উত্তম হইহই করতে করতে জাল ফেলে মাছ ধরেছিলেন। আর তা রান্না করেছিলেন অরবিন্দ।

বাংলা কমেডি সিনেমার প্রথম দশ যদি বাছা হয়, ধন্যি মেয়ে অনায়াসে ঢুকে পড়বে প্রথম পাঁচে। অনবদ্য উত্তম সাবিত্রী জুটি জহর রায় চিন্ময় রায়দের হাস্যকসাত্মক অভিনয় অন্যামাত্রায় তুলে নিয়ে গিয়েছিল ধন্যি মেয়েকে। জয়া ভাদুড়ি রবি ঘোষ, সুখেন দাস, তপেন চট্টোপাধ্যায়রা যেন অলঙ্কার হয়ে উঠেছিলেন ছবির। ইউটিউবে যদি সার্চ করা হয়, দেখা যাবে পঞ্চাশ বছর পেরোলেও আবেদন সেই একই রকম থেকে গিয়েছে।

জয়ার সিনেমায় ঢুকে পড়া কিছুটা কাকতালীয়। প্রথমে ছিল ঠিক মৌসুমী করবেন মনসা চরিত্রটা। মৌসুমী তখন ব্যস্ত। শক্তি সামন্তের 'অনুরাগ' ছবির জন্য ঢেউ দিয়ে ফেলেছেন। সেই সঙ্গে মুম্বাইয়ে আর কয়েকটা ছথবির পর পর ডেট। মাস তিনেকের আগে পাওয়া যাবে না তাঁকে। আবার উত্তম তখন ব্যস্ত থাকবেন অন্য সিনেমায়। ফলে নতুন একজনকে খুঁজছিলেন অরবিন্দবাবু। তখনই জয়াকে দেখেছিলেন তিনি। তখন পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা হত কলকাতাতে। এগজানিমার ছিলেন অজয় কর ও সুবোধ মিত্র। আমন্ত্রিক পরীক্ষক ছিলেন অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। ক্লোজ, মিড আর লং শট—তিনটেতেই ফার্স্ট হলেন জয়া। তার কিছুদিন আগে সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর' সিনেমায় একটা ছোট্ট রোল করেছেন তিনি। ফলে সিমেনা তাঁর কাছে নতুন নয়। আর এক দিক দেখলে অরবিন্দবাবুর নয়। আর এক দিক দেখলে অরবিন্দবাবুর পারিবারিক সম্পর্কও ছিল জায়ার পরিবারের সঙ্গে। জয়ার বাব তরুণ বাদুড়ী ছিলেন ঢুলুবাবুর বড়দা বনফুলের অত্যন্ত কাছের মানুষ। তাঁরই মেয়ে জয়াকে ধন্যি মেয়ের মনসার চরিত্রের জন্য স্প করেছিলেন ঢুলুবাবু। জয়া প্রথম নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করবেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আঞ্চলিক প্রবৃদ্ধিতে বাংলাদেশ অন্যতম বড় ইঞ্জিন’: শ্রিংলা

মনির হোসেন,ঢাকা,১৩ জুলাই।। আঞ্চলিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম বড় ইঞ্জিন’ বাংলাদেশ বলে মন্তব্য করেছেন ভারতের পররাষ্ট্র সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। সোমবার (১২ জুলাই) দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে বঙ্গবন্ধু চেয়ার প্রতিষ্ঠার সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকে অনেক দ্রুত উন্নতি করছে। অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের কাছ থেকে ভারত শিক্ষা নিচ্ছে এবং ভবিষ্যতে সেটা (শিক্ষা নেওয়া) অব্যাহত রাখবে। ভারতের পররাষ্ট্র সচিব আরও বলেন, বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাংলাদেশি এবং ভারতীয়দের মধ্যে একটি অভিন্ন ভবিষ্যত আছে। আর তাই তিনি ছিলেন ভারত-বাংলাদেশের মধ্যকার বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্কের একজন শক্তিশালী প্রবক্তা।

অনুষ্ঠানে শ্রিংলা বলেন, আমি খুবই খুশি যে, আমরা (ভারত ও বাংলাদেশ) একত্রে একটি অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলেছি। দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারত ও বাংলাদেশ অব্যাহতভাবে বিশেষ গুরুত্ব বজায় রেখেছে। যেকোনো দৃষ্টিকোণ থেকেই উভয় জাতির এই বন্ধন খুবই ঘনিষ্ঠ। তিনি আরও বলেন, ভারতের কূটনীতির প্রধান দুটি স্তম্ভ হলো- প্রতিবেশিদের অগ্রাধিকার এবং অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি (পূর্ব প্রধান নীতি)। এ দু’টি নীতিতেই বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের কাজের অভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে। তিনি বলেন, করোনাভাইরাস মহামারি শুরুর পর প্রথম বিদেশ সফরে ঢাকায় গিয়েছিলেন (ভারতের) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর এটাই উভয় দেশের মধ্যকার সম্পর্কের কথা বলে দিচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার সময় বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূয়সী প্রশংসা করেন হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। তিনি বলেন, স্বাধীনতার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান একটি মহান যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং জাতিকে স্বাধীন করেছেন। ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বলেন, কেউ তাকে (শেখ মুজিবুর রহমান) বঙ্গবন্ধু বলেন, আবার কেউ তাকে জাতির পিতা বলেন। কিন্তু নিঃসন্দেহে সবার কাছেই তিনি একজন বড় ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, যিনি আক্ষরিক অর্থেই একটি জাতির গন্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের প্রবৃদ্ধি এবং উন্নতির ভিত্তি রচনা করে দিয়েছিলেন উল্লেখ করে হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বলেন, বর্তমানে আঞ্চলিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম বড় ইঞ্জিন’ হচ্ছে বাংলাদেশ। কারণ সন্তোষজনক অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের মাধ্যমে সামাজিক-অর্থনৈতিক সূচকে বাংলাদেশ দ্রুত উন্নতি করছে। আর এই কারণে অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের কাছ থেকে আমরা অনেক শিক্ষা নিয়েছি এবং ভবিষ্যতেও আমরা সেটা (শিক্ষা নেওয়া) অব্যাহত রাখবো বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

নোবেল জয়ী মালালার বিরোধিতা করে তথ্যচিত্র তৈরি হল পাকিস্তানে

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই (হি. স.): নিজের দেশের বিরোধিতার মুখে নোবেল জয়ী তরুণী মালালা ইউসুফজাই। তাঁর বিরোধিতা করে তথ্যচিত্র তৈরি হল পাকিস্তানে। ‘অল পাকিস্তান প্রাইভেট স্কুলস অ্যাসোসিয়েশন’ সোমবার প্রকাশ করেছে তথ্যচিত্রটি। সেখানে মালালার ইসলাম ও বিয়ে সম্পর্কিত মতামত এবং তাঁর পশ্চিমি ধ্যানধারণার প্রচার করাকে লক্ষ্য করে কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে।

যে সংগঠন ওই তথ্যচিত্র তৈরি করেছে, তার সভাপতি কাসিফ মির্জার কথায়, “এই ‘আই অ্যাম নট মালালা’ তথ্যচিত্রের সাহায্যে আমরা দেশের ২ লক্ষ বেসরকারি স্কুলের ২ কোটি পড়ুয়াকে মালালার ইসলাম, বিয়ে ও পশ্চিমি অ্যাজেন্ডা নিয়ে বিতর্কিত মতামত সম্পর্কে জানাতে চেয়েছি।”

কেন হঠাৎ এমন এক তথ্যচিত্র তৈরি কারন প্রসঙ্গে কাসিফ মির্জার সাফাই, “দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের সামনে আমরা মালালার মুখোশ খুলে দিতে চাই। যাতে উনি ওঁর ওই তথাকথিত মহিলাদের অধিকার আদায় করার সংগ্রামের গল্প শুনিয়ে ওদের প্রভাবিত না করতে পারেন।”

প্রসঙ্গত, ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল বিষয়ক বিখ্যাত ‘ভোগ’ পত্রিকার জুন সংখ্যায় মালালার এক সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছিল। সেখানেই এই বিষয়গুলি নিয়ে তিনি কথা বলেছিলেন। প্রধানত বিয়ে প্রসঙ্গে মালালা যা বলেছিলেন, তা নিয়ে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। সেই মতকে ‘ইসলাম বিরোধী’ বলেও আক্রমণ শানিয়েছেন মির্জা। তাঁর কথায়, মালালা বিয়ের জায়গায় ‘পার্টনারশিপ’কেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গে মির্জার মত, ইসলামে ‘পার্টনারশিপ’ নিষিদ্ধ। সুতরাং তার পক্ষে সওয়াল করে মালালা ইসলামবিরোধী কথা বলেছেন। পাশাপাশি ‘আই অ্যাম নট মালালা’ বইটিকে ‘অত্যন্ত বিতর্কিত’ বলে দাবি করে মির্জার বক্তব্য, “পশ্চিমি শক্তির পক্ষপাতিত্ব করে এই বই লেখাই হয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। মালালা ইসলাম ও পাকিস্তানের সেনাকে ‘জঙ্গি’ বলে কুৎসা করেছে এই বইয়ে। তিনি কোরানের সমালোচনা করেছেন।”

এভাবেই নানা সমালোচনায় তিনি বিদ্ধ করেছেন মালালাকে। তাঁর নোবেল পুরস্কার পাওয়া কিংবা তসলিমা নাসরিনের সঙ্গে তাঁর ছবি তোলাকেও নিন্দা করেছেন মির্জা। এই সব সমালোচনাই ওই তথ্যচিত্রের বিষয় বলে জানিয়েছেন তিনি।

অসম : গো-সুরক্ষা বিলে তীব্র আপত্তি হাইলাকান্দি কংগ্রেসের

হাইলাকান্দি (অসম), ১৩ জুলাই (হি.স.) : গতকাল রাজ্য বিধানসভায় ‘দ্য আসাম ক্যাটল প্রিজার্ভেশন বিল, ২০২১’ বা গো-সুরক্ষা বিল পেশ করেছেন গৃহ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এই বিল পাশ হয়ে গেলে গো-হত্যা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে অসমে। তাই এই বিল সম্পর্কে তীব্র আপত্তি তুলেছে বিরোধী শিবির। একটু এগিয়ে হাইলাকান্দি কংগ্রেস বলেছে, এটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার প্রয়াস।

ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন অসমে বিজেপি সরকার দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করার পর থেকেই রাজ্যে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করতে যে আইন আনবে এটা বিলক্ষণ বুঝে গিয়েছিলেন শাসক-বিরোধী দল সহ সচেতন নাগরিকরা। আর গো-হত্যা বন্ধ করতে কার্যত ‘কড়া অবস্থান’ নেবে বিজেপি সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসেই সকলের অনুমান কার্যত সত্যে পরিণত করলেন ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের প্রথমদিনেই এ সংক্রান্ত বিল আনা হবে এটাও মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েই ঘোষণা করেছিলেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আর হলও তাইই।

অসম বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনেই গো-হত্যা নিষিদ্ধ করতে বিল আনা হয়েছে। ‘দ্য আসাম ক্যাটল প্রিজারভেশন বিল, ২০২১’ পেশ করা হয়েছে বিধানসভায়। বিলে রয়েছে নানা বিষয়। আর বিল পেশ করতেই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে রাজ্যের প্রান্তিক জেলা হাইলাকান্দিতে। এখানকার জেলা কংগ্রেস কমিটি এই বিল নিয়ে আপত্তি তুলেছে। কমিটির সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক সামস উদ্দিন বড়লস্কর গো-হত্যা নিষিদ্ধ করা নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে এটাকে বিজেপি সরকারের রাজনৈতিক অভিসন্ধি বলে মনে করেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার একটা প্রয়াস, বলেছেন তিনি।

আজ মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেস কমিটির সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক সামস উদ্দিন বড়লস্কর স্পষ্ট বলেছেন, গো-হত্যা নিষিদ্ধ করা নিয়ে কংগ্রেসের তীব্র আপত্তি রয়েছে। তিনি বলেন, গো-হত্যা নিষিদ্ধ করতে যে বিল এনেছে বিজেপি সরকার, এতে রাজ্যে উল্টো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হবে। এটা বিজেপি সরকারের এক চক্রান্ত বলে অভিযোগ তাঁর। জেলা কংগ্রেসের ডাকসাইটে নেতা সামস উদ্দিন বড়লস্কর বলেন, সংখ্যালঘু লোকেরা কোনওদিনই কোনও হিন্দুর বাড়ি বা হিন্দুদের মন্দির সহ ধর্মীয় স্থানে গো-হত্যা করেননি। আর মুসলিমরা এভাবে কখনও করতে পারেন না, দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করে বলেন তিনি।

বিবৃতিতে সামস উদ্দিন বলেন, হাইলাকান্দি সহ গোটা অসমে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট রয়েছে। রয়েছে দু’’টি সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের অটুট বন্ধন। কিন্তু গো-হত্যা বন্ধের নামে বিল এনে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সু-সম্পর্ক নষ্ট করতে চক্রান্তে নেমেছে বিজেপি সরকার, কোনও রাখঢাক না রেখে এই অভিযোগ দলের এই প্রবীণ নেতার। তিনি অবশ্য এ-ও বলেছেন, বিধানসভায় সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করতে উত্থাপিত বিল অবশ্যই পাশ হয়ে যাবে। কিন্তু হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেস এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করবে, এ-কথাও স্মরণ করিয়ে দেন সামস উদ্দিন বড়লস্কর।

অসম : প্রেমের টানে ভিন ধর্মী বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে দেখা করতে এসে করিমগঞ্জের যুবক পুলিশ হেফাজতে

ডবকা (অসম), ১৩ জুলাই (হি.স.) : প্রেম না মানে জাতি-ধর্ম, প্রেম না মানে বয়স, এমন-কি করোনার কারণে নৈশ কার্ফিউও কোনও বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি প্রেমের সামনে। ভিন ধর্মী এক বিবাহিতা মহিলা তথা তিন সন্তানের জননীর সঙ্গে গভীর প্রেমের টানে দেখা করতে গিয়ে ভিন ধর্মী এক যুবকের ঠাঁই পুলিশ হেফাজত। দেশের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে এ রাজ্যেও যখন লাভ জিহাদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর আইন প্রণয়নের পথে হাঁটছে, তখন এক ব্যতিক্রমী ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকল ডবকা থানা এলাকাধীন দিঘারুমুখ গ্রাম। গতকাল রাতে এই গ্রামের বাসিন্দারা অশোক বৈদ্য নামের এক যুবককে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন। অশোকের বাড়ি করিমগঞ্জে। স্থানীয়দের কাছে দেওয়া নিজের বয়ানে অশোক জানায়, কর্মসূত্রে সে বহিঃরাজ্য নাগাল্যান্ডের কোহিমায় থাকে। সেখানেই বিবাহিত তথা তিন সন্তানের জননী এক মুসলিম মহিলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সোশাল মিডিয়ার দৌলতে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব প্রেমে গড়িয়ে পড়ে। আর এই প্রেমের টানেই মহিলার সঙ্গে দেখা করতে অশোক নৈশ কারফিউ উপেক্ষা করে সোমবার কোহিমা থেকে ডবকা পৌঁছে। বিকেলের দিকে অশোককে গ্রামে ঘোরাফেরা করতে দেখে স্থানীয়দের মনে সন্দেহ জাগে। গ্রামের মানুষ তাঁকে পাকড়াও করতে গেলে সে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তবে স্থানীয় জনতা তাঁকে আটক করে একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখেন। আক্রোশবশত অশোককে কিছু উত্তম-মধ্যমও দেন স্থানীয়রা। এক সময় স্থানীয় জনতার চাপে পড়ে সবকিছু খুলে বলে সে। অশোক জানায়, এই গ্রামেরই এক মহিলার সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে। ওই মহিলাই তাঁকে ফোনের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এখানে আসতে বলেছিলেন। তার মোবাইলে সেই মহিলার বেশ কিছু অশ্লীল ভিডিও দেখতে পান স্থানীয়রা। এমন-কি এই মহিলা যে ফোনের মাধ্যমে ভিন ধর্মী এই যুবককে এখানে আসতে বলেছিলেন, সেই প্রমাণও অশোকের ফোনের কল ডায়রিতে খুঁজে পান স্থানীয়রা। অবশ্য সেই মহিলার কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি প্রথমে এমন কোনও সম্পর্কের কথা সরাসরি নাকচ করে দেন। অশোককে তিনি চেনেন না বা তাঁর সঙ্গে কোনও সম্পর্কও নেই বলে জানান তিন সন্তানের জননী। এর পর স্থানীয়রা তথ্য প্রমাণ তুলে ধরলে মহিলা বলেন, সে যদি আমাকে ভালোবেসে থাকে তা-হলে আমি তাঁর সঙ্গে চলে যেতে রাজি। এদিকে অশোক বৈদ্য নামের যুবকটি জানায়, সে মহিলাকে নিয়ে যেতে আসেনি। শুধুমাত্র দেখা করার জন্যই এখানে এসেছিল। মহিলাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সে এখানে আসেনি। প্রতিবেদন পাঠানো পর্যন্ত অশোক বৈদ্য নামের করিমগঞ্জের যুবকটি ডবকা পুলিশের হেফাজতে রয়েছে বলে জানা গেছে। হিন্দুস্থান সমাচার / জন্মজিৎ / সমীপ

ইরাকের কোভিড হাসপাতালে আগুন, কমপক্ষে ৫৮ জনের মৃত্যু

বাগদাদ, ১৩ জুলাই (হি.স.): ইরাকের নাসিরিয়া শহরের একটি কোভিড হাসপাতালে আগুন লেগে মৃত্যু হল কমপক্ষে ৫৮ জন রোগীর। সোমবার নাসিরিয়া শহরে অবস্থিত আল-হুসেন হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে ভয়াবহ আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে ৫৮ জন করোনা-রোগীর মৃত্যু হয়েছে, জখম ও আহতের সংখ্যা ৫০-এরও বেশি। সরকারি সূত্রের খবর, মৃতের সংখ্যা ৪৪। সোমবার গভীর রাতে নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানা যায়নি, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, কোভিড ওয়ার্ডের ভিতরে অক্সিজেন ট্যাঙ্ক বিস্ফোরণের জেরে আগুনের সূত্রপাত। হাসপাতালের ম্যানেজারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে, তাকে অবিলম্বে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছেন ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মুস্তাফা আল-কাধেমি। এদিকে, মৃত রোগীদের পরিজনরা হাসপাতালের বাইরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন মৃতদের আত্মীয়রা, আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় পুলিশের দু’’টি গাড়িতে। আঞ্চলিক স্বাস্থ্য কর্তা জানিয়েছেন, যখন আগুন লেগেছিল তখন কমপক্ষে ৬৩ জন ছিলেন কোভিড ওয়ার্ডের ভিতরে। হাসপাতালের নিরাপত্তা রক্ষীরা জানিয়েছেন, কোভিড ওয়ার্ডের ভিতরে জোরালো শব্দ শোনা যায়। দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

সাংবিধানিক মূল্যবোধ অনুসারে কাজ করব : রাজেন্দ্র

শিমলা, ১৩ জুলাই (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের নতুন রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিলেন বিজেপি নেতা ও গোয়ার প্রাক্তন স্পিকার রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আর্লেকর। মঙ্গলবার সকালে রাজধানী শিমলায়, রাজভবনে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে রাজেন্দ্র আর্লেকরকে গোয়ার রাজ্যপাল হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবি মালিমথ। গত ৬ জুলাই আর্লেকরকে হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল নিযুক্ত করেছিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এর আগে হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল ছিলেন বন্দারু দত্তাত্রেয়। বন্দারুর স্থলাভিষিক্ত হলেন রাজেন্দ্র। বন্দারু দত্তাত্রেয়কে হরিয়ানার রাজ্যপাল করা হয়েছে। এদিন রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নেওয়ার পর আর্লেকর জানিয়েছেন, সাংবিধানিক মূল্যবোধ অনুসারে কাজ করব। তিনি জানান, নির্বাচিত সরকার, মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর এজেন্ডায় সহায়তা করার চেষ্টা করব। গোয়া ও হিমাচল প্রদেশ দেশের পর্যটন মানচিত্রের মধ্যে রয়েছে। আগামী দিন দু’’টি রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলার চেষ্টা করব।’

করোনা-মুক্ত হয়ে হাসপাতাল থেকে ছুটি, জেলে ফিরলেন আজম ও তাঁর ছেলে

লখনউ, ১৩ জুলাই (হি.স.): করোনা-মুক্ত হয়ে হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলেন সমাজবাদী পার্টির নেতা আজম খান ও তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ খান। মঙ্গলবার হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার পরই সীতাপুর জেলা কারাগারে ফিরলেন বাবা ও ছেলে। গত ৯ মে মেদান্তা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগে সীতাপুর জেলেই বন্দি ছিলেন ৭২ বছর বয়সী আজম খান ও তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ (৩০)।

মঙ্গলবার হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শারীরিক অবস্থার উন্নতির কারণে মঙ্গলবার সকাল ১০.৩০ মিনিট নাগাদ মেদান্তা হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে আজম খান ও তাঁর ছেলেকে। গত ৩০ এপ্রিল করোনাভাইরাসের আক্রান্ত হয়েছিলেন আজম খান ও তাঁর ছেলে। হাসপাতালের ডিরেক্টর ডাঃ রাকেশ কাপুর জানিয়েছেন, ৯ মে তাঁদের জেল থেকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সীতাপুর জেলা কারাগারের সুপার সুরেশক কুমার সিং জানিয়েছেন, মঙ্গলবার আজম খান ও তাঁর ছেলেকে জেলে নিয়ে আসা হয়েছে।

অসম : মানকাচরে উদ্ধার বিপুল পরিমাণের বিস্ফোরক সামগ্রী, আটক তিন

মানকাচর (অসম), ১৩ জুলাই (হি.স.) : দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলার অন্তর্গত মানকাচর থানা এলাকাধীন অসম-মেঘালয় সীমান্তবর্তী এলাকায় পৃথক দুই স্থানে অভিযান চালিয়ে বহু পরিমাণে বিস্ফোরক সামগ্রী উদ্ধার করেছে পুলিশ। বিস্ফোরক সামগ্রীর সঙ্গে আটক করা হয়েছে ইজাজুল মিয়াঁ, আজিজুল রহমান এবং রফিকুল ইসলাম নামের তিন যুবককে।

নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে মেঘালয় সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ১৬টি জিলেটিন স্টিক, ১৯টি টাইম ফিউজ রোল, ১৫০টি ইলেক্ট্রনিক ডিডেনেটর এবং ৪৮টি নন-ইলেক্ট্রনিক ডিটেনেটর বাজেয়াপ্ত করেছে মানকাচর পুলিশ। এর সঙ্গে পুলিশ আটক করেছে স্থানীয় দুই যুবক ইজাজুল মিয়াঁ এবং আজিজুল রহমানকে। বিস্ফোরকগুলি তাদের ঘর থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে সুখচরের রফিকুল ইসলামের ঘরে হানা দিয়ে পুলিশ উদ্ধার করেছে বহু বিস্ফোরক সামগ্রী। তিনজনের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে গ্রেফতার করেছে মানকাচর পুলিশ।হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ / অরবিন্দ

দিঘার জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় জখম শিশু সহ পাঁচজন

কাঁথি, ১৩ জুলাই (হি. স.) : দিঘা নন্দকুমার ১১৬ বি জাতীয় সড়কের কাঁথি মহিষাগোট বাসষ্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় পর্যটকদের গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন এক শিশু সহ টোটোর পাঁচযাত্রী। মঙ্গলবার দুপুর দেড়টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনায় গুরুতর জখম শিশু সহ টোটোর পাঁচ যাত্রীকে পাঠানো হয়েছে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতার কয়েকজনের পর্যটক এদিন চারচাকার গাড়িতে করে দিঘা থেকে ফিরছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কাঁথি মহিষাগোট বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় আচমকায় একটি টোটো জাতীয় সড়কের উঠে পড়ে। ফলে দ্রুত গতিতে থাকা পর্যটকদের গাড়ির সঙ্গে যাত্রীবাহী টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় দুমড়ে মুচড়ে যায় টোটোটি। টোটো থেকে ছিটকে পড়ে শিশু সহ টোটোর পাঁচ আরোহী। উদ্ধার কার্যে হাত লাগান স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা রক্তাক্ত অবস্থায় জাতীয় সড়কের ওপর থেকে আহত শিশু সহ পাঁচজনকে উদ্ধার করে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন তৃনমূল নেতা নন্দ মিশ্র সহ এলাকার জনপ্রতিনিধিরা। হাজির হয় কাঁথি থানার পুলিশও। দুর্ঘটনাগ্রস্থ টোটো ও পর্যটক গাড়ি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

অসম : করিমগঞ্জের দুর্গানগরে স্বামী পরমানন্দ সরস্বতী মহারাজের ১০৭ তম আবির্ভাব উৎসব

নিলামবাজার (অসম), ১৩ জুলাই (হি.স.) : শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ সরস্বতী মহারাজের (ঠাকুরজি) ১০৭ তম আবির্ভাব উৎসব সম্পূর্ণ কোভিড প্রটোকল মেনে উদযাপিত হয়েছে। নিলামবাজারের পার্শবর্তী দুর্গানগরে অবস্থিত শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণ সাধন আশ্রমে মঙ্গলবার সীমিত সংখ্যক শিষ্য শিষ্যা ও ভক্তবৃন্দদের উপস্থিতিতে অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়েছে শ্রীশ্রী ঠাকুরজির আবির্ভাব উৎসব।

এ উপলক্ষ্যে ঠাকুরজির প্রিয় নির্দিষ্ট বেশ কিছু অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে পালিত হয়। শিশুদের মধ্যে ফলদান, ব্রাহ্মণ সেবা, বালক সেবা, দরিদ্রনারায়ণ সেবা সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করা হয়েছে আজ। প্রতিদিনের মতো আজও প্রাতঃকালে মঙ্গলারতীর মাধ্যমে শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ সরস্বতী মহারাজের আবির্ভাব উৎসবের সূচনা হয়। এর পর নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আশ্রমের সেবায়েত মৃগাঙ্ক চক্রবর্তী সমগ্র বিশ্ববাসীর কল্যাণ কামনায় যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।

ইরাকের কোভিড হাসপাতালে আগুন, কমপক্ষে ৫০ জনের মৃত্যু

বাগদাদ, ১৩ জুলাই (হি.স.): ইরাকের নাসিরিয়া শহরের একটি কোভিড হাসপাতালে আগুন লেগে মৃত্যু হল কমপক্ষে ৫০ জন রোগীর। সোমবার নাসিরিয়া শহরে অবস্থিত আল-হুসেন হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে ভয়াবহ আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে ৫০ জন করোনা-রোগীর মৃত্যু হয়েছে, জখম ও আহতের সংখ্যা ৬৭-র বেশি। সরকারি সূত্রের খবর, মৃতের সংখ্যা ৪৪। সোমবার গভীর রাতে নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানা যায়নি, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, কোভিড ওয়ার্ডের ভিতরে অক্সিজেন ট্যাঙ্ক বিস্ফোরণের জেরে আগুনের সূত্রপাত। হাসপাতালের ম্যানেজারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে, তাকে অবিলম্বে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছেন ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মুস্তাফা আল-কাধেমি। এদিকে, মৃত রোগীদের পরিজনরা হাসপাতালের বাইরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন মৃতদের আত্মীয়রা, আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় পুলিশের দু’টি গাড়িতে। আঞ্চলিক স্বাস্থ্য কর্তা জানিয়েছেন, যখন আগুন লেগেছিল তখন কমপক্ষে ৬৩ জন ছিলেন কোভিড ওয়ার্ডের ভিতরে। হাসপাতালের নিরাপত্তা রক্ষীরা জানিয়েছেন, কোভিড ওয়ার্ডের ভিতরে জোরালো শব্দ শোনা যায়। দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ফের মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, এবার কম্পাঙ্ক ৪.২

পোর্ট ব্লেয়ার, ১৩ জুলাই (হি.স.): আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এমনিতেই ভূকম্পপ্রবণ। ছোটখাটো কম্পন লেগেই থাকে। আবারও ভূমিকম্পের আতঙ্ক আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে। মঙ্গলবার ভোররাত ০১.৪৪ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে কেঁপে ওঠে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.২। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায়, মঙ্গলবার ভোররাতের ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, মঙ্গলবার ভোররাত ০১.৪৪ মিনিট নাগাদ ৪.২ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ডিগলিপুর থেকে ১৩৮ কিলোমিটার উত্তরে, ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে, ১৪.৫০ অক্ষাংশ এবং ৯৩.১৪ দ্রাঘিমাংশঊ মৃদু ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নিঊ ভূমিকম্পের জেরে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ জুড়েই আতঙ্ক তৈরি হয়ঊ যদিও, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীরপুঞ্জ এমনিতেই ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

দিল্লিতে বর্ষার আগমণ, মুষলধারে বৃষ্টিতে ভিজল রাজধানী

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই (হি.স.): বর্ষার জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা শেষ হল দিল্লিবাসীর। অবশেষে দিল্লিতে আগমণ হল বর্ষার। মঙ্গলবার সকালে দিল্লিতে ঢুকে পড়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। বর্ষার আগমণেই এদিন সকালে মুষলধারে দিল্লি হয়েছে দিল্লির সর্বত্র। শাহজাহান রোড, আকবর রোড, কনৌট প্লেস-সর্বত্রই মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে এদিন সকালে। বৃষ্টির সৌজন্যে গরম থেকে স্বস্তি পেয়েছেন দিল্লিবাসী। মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ দিল্লির কিছু অংশে বৃষ্টি শুরু হওয়ার পরই আইএমডি-র আবহাওয়া বিজ্ঞানী কে জেনামণি জানান, দিল্লিতে ঢুকে পড়েছে বর্ষা।

সাধারণত ২৭ জুনের মধ্যেই দিল্লিতে আগমণ হয় বর্ষার এবং গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ে ৮ জুলাইয়ের মধ্যে। কিন্তু, এ বছর অনেকটাই বিলম্বে দিল্লিতে এসে পৌঁছল বর্ষা। এদিন সকালের বৃষ্টিতে দিল্লির কিছু অংশে জল জমে যায়। এইমস ফ্লাইওভারে জল জমে যাওয়ায় যানবাহন চলাচল বিঘ্নিত হয়। শাহজাহান রোড, আকবর রোড, কনৌট প্লেস এই সমস্ত এলাকাতেও জল জমে যায়। তবে, বৃষ্টির সৌজন্যে দিল্লিতে ফিরেছে মনোরম পরিবেশ।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

কোভিড-সংক্রমণ কমে ১৭,০৩১, ব্রাজিলে ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৭৬৫ জনের

রিও ডি জেনেইরো, ১৩ জুলাই (হি.স.): ব্রাজিলে কমতে কমতে অনেকটাই কমে গেল দৈনিক করোনা-সংক্রমণের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যাও নিম্নগামী। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা-সংক্রমিত ৭৬৫ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে ৫ লক্ষ ৩৪ হাজারেরও বেশি করোনাভাইরাসে-সংক্রমিত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৭ হাজার ৩১ জন, সবমিলিয়ে ব্রাজিলে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৯,১০৬,৯৭১ জন।

ব্রাজিলের স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সারাদিনে ব্রাজিলে নতুন করে ১৭,০৩১ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১৯,১০৬,৯৭১ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ৭৬৫ জনের মৃত্যুর পর ব্রাজিলে মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ৩১১ জনের। ব্রাজিলে ইতিমধ্যেই করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ১৭,৬৬৬,৬৫৪ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৯,০৬,০০৬ জন।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

তৃতীয় ঢেউ ”অনিবার্য”, পুষ্করের কাছে কানওয়ার যাত্রা বাতিলের আর্জি আইএমএ-র

দেহরাদূন, ১৩ জুলাই (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির কাছে বিশেষ অনুরোধ জানাল ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ), উত্তরাখণ্ড। করোনা-মহামারীর তৃতীয় ঢেউ নিয়ন্ত্রণ করতে প্রস্তাবিত কানওয়ার যাত্রা (জুলাই-আগস্ট) বাতিলের অনুরোধ জানাল আইএমএ, উত্তরাখণ্ড। আইএমএ, উত্তরাখণ্ডের পক্ষ থেকে ডাঃ অজয় খান্না জানিয়েছেন, ‘বহু বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য অনুযায়ী, দেশের দরজায় কড়া নাড়তে চলছে তৃতীয় ঢেউ, তাই আইএমএ উত্তরাখণ্ডের পক্ষ থেকে অনুরোধ করছি প্রস্তাবিত কানওয়ার যাত্রা (জুলাই-আগস্ট) বাতিলের জন্য।’ ভারতে করোনার তৃতীয় ঢেউ একপ্রকার ”অনিবার্য”। অথচ উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ-সহ দেশের বিভিন্ন পর্যটনস্থানে ভিড় বাড়ছে পর্যটকদের। ঘুরতে যাওয়া আপাতত বন্ধ রাখতে আর্জি জানিয়েছে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)। এই পরিস্থিতিতে কঠোর হল উত্তরাখণ্ড সরকার। মঙ্গলবার উত্তরাখণ্ড সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যদি এখন থেকে পর্যটনস্থানের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হয়, তাহলে জেলাশাসক দায়বদ্ধ থাকবেন। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে জনসমাগমের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তাঁদের। নিয়ম লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে জেলাশাসকদের।’

এখনও আইসিইউ-তেই, কল্যাণ সিংয়ের শারীরিক অবস্থার উন্নতি

লখনউ, ১৩ জুলাই (হি.স.): উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংয়ের শারীরিক অবস্থার আরও উন্নতি হয়েছে, তবে এখনও আইসিইউ-তেই রয়েছেন রাজস্থানের প্রাক্তন রাজ্যপাল। মঙ্গলবার লখনউয়ের সঞ্জয় গান্ধী পোস্ট-গ্রাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ‘কল্যাণ সিং এখন ভালো আছেন।’ সংক্রমণ ও অন্যান্য শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে গত ৪ জুলাই সন্ধ্যা থেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৮৯ বছর বয়সী কল্যাণ সিং।

মঙ্গলবার হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ‘কল্যাণ সিং ভালো আছেন। শরীরের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি স্থিতিশীল রয়েছে। তিনি কথা বলতে পারছেন ও শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে।’ নিয়মিত কল্যাণ সিংয়ের শারীরিক অবস্থার দিকে নজর রাখছেন ডিরেক্টর ও অধ্যাপক আর কে ধিমান। প্রসঙ্গত, সঞ্জয় গান্ধী পোস্ট-গ্রাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস-এ ভর্তি হওয়ার প্রাক্কালে রাম মনোহর লোহিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস-এ ভর্তি ছিলেন কল্যাণ সিং।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

হার্ট অ্যাটাকের যে উপসর্গ অনেকেরই অচেনা

সাধারণ কয়েকটি উপসর্গ ছাড়াও হার্ট অ্যাটাকের রয়েছে ভিন্ন একটি লক্ষণ।

যুক্তরাষ্ট্রের 'সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (সিডিসি)'র জরিপ অনুযায়ী, প্রতি বছর প্রায় আট লাখ পাঁচ হাজার মানুষ হার্ট অ্যাটাক'য়ের শিকার হন শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই। প্রতি ৪০ সেকেন্ডে একজন।

হার্ট অ্যাটাকের উপসর্গ চিন্তা করলে মাথায় আসে বুক ব্যথা, দম আটকে আসা, মাথা হালকা অনুভব করা, দুর্বল অনুভব করা এবং পুরো হাতে অস্বস্তি অনুভব করা।

সিডিসি'র পাঁচটি সাধারণ হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণের মধ্যে এর সবগুলোই আছে। তবে আরেকটি লক্ষণ সম্পর্কে জানিয়েছে সংস্থাটি যা মানুষ হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ হিসেবে চেনেন না। অধিকাংশ মানুষের অজানা এই লক্ষণ হল চোয়াল, ঘাড় কিংবা পিঠে আকস্মিক ব্যথা কিংবা অস্বস্তি অনুভব করা।

এই উপসর্গ অনেক 'হার্ট অ্যাটাক'য়ের শিকার ব্যক্তির মাঝে দেখা গেলেও তা মানুষের মাঝে পরিচিত নয়। এছাড়াও কোনো কারণ ছাড়াই ক্লান্তি, বমিভাব ও বমি ইত্যাদিও 'হার্ট অ্যাটাক'য়ের লক্ষণ বলে জানায় সিডিসি।

সংস্থাটির দাবি "নারীদের মাঝেই এই উপসর্গগুলো দেখা যায় বেশি।"

বেস্টলাইফঅনলাইন ডটকমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে 'টেক্সাস এঅ্যান্ডএম কলেজ অফ ডেন্টিস্ট্রি'র আওতাভুক্ত 'সেন্টার ফর ফেইশল পেইন অ্যান্ড স্লিপ মেডিসিন'য়ের পরিচালক ও সহকারী অধ্যাপক স্টিভেন বেন্ডার বলেন, "অনেকে সময় 'হার্ট অ্যাটাক' কিংবা অন্য কোনো হৃদরোগের সমস্যা অনুভূত হয় চোয়াল, দাঁত কিংবা ঘাড়ে। শুধু যে বাম পাশেই হবে তা নয়, ডান পাশেও লক্ষণগুলো দেখা দেওয়া সম্ভব। আর নারীদের ক্ষেত্রে সেই সম্ভাবনাই বেশি।"

"এই উপসর্গগুলো একটানা ভোগাবে এমন নয়। রোগের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ব্যথা যাওয়া আসার মধ্যে থাকতে পারে। যেমন অনেক রোগী বলেন মাঝেমাঝেই গ্যাস কিংবা বুক জ্বালাপোড়া করে। তবে সেটা যে হৃদরোগের কিংবা হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ তা কেউ চিন্তাও করেন না।"

এই বিষয়ে 'বিহেভিওরাল রিস্ক ফ্যাক্টর সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম সার্ভে' করে সিডিসি। এতে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আসা রোগীদের তথ্য পর্যালোচনা করা হয়।

২০০৫ সালের ওই জরিপে মোট ৭১,৯৯৪ জন রোগীর তথ্য বিবেচনায় আনা হয়। এর মধ্যে মাত্র ৪৮ শতাংশ মানুষ জানতেন চোয়াল, ঘাড় আর পিঠ ব্যথার সঙ্গে 'হার্ট অ্যাটাক'য়ের যোগাযোগ সম্পর্কে।

বোর্ড স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যুক্তরাষ্ট্রের 'অ্যানাটমিক প্যাথলজিস্ট' মেলিসা কনর্যাডে স্টপলার বলেন, "চিকিৎসকদের এই লক্ষণগুলো সম্পর্কে জানা অত্যন্ত জরুরি। হার্ট অ্যাটাক'য়ের ব্যথা শুধু বাম নয় দুই হাতেই ছড়িয়ে যেতে পারে। আবার চোয়াল, মাথা কিংবা পিঠের দিকেও যেতে পারে। আর এই ব্যথাগুলো যখন হচ্ছে তখন বুক ব্যথা নাও থাকতে পারে।"

সিডিসি'র এই জরিপে আরও জানা যায়, হার্ট অ্যাটাক'য়ের যে লক্ষণ সম্পর্কে মানুষ সবচাইতে বেশি সচেতন তা হল দম আটকে আসা। ৯৩ শতাংশ মানুষ এ সম্পর্কে জানেন। ৬২ শতাংশ অংশগ্রহণকারী জানিয়েছেন শারীরিক দুর্বলতা, মাথা ঘোরানো, জ্ঞান হারানো ইত্যাদি হার্ট অ্যাটাক'য়ের উপসর্গ সেটা তারা জানেন। হাত ও কাঁধে ব্যথা হওয়া দুশ্চিন্তার বিষয় এটা জানেন ৮৫ শতাংশ।

আর বুক ব্যথার সঙ্গে 'হার্ট অ্যাটাক'য়ের সম্পর্কের ব্যাপারে জানেন ৯২ শতাংশ।

ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশন'য়ের মতে, উপসর্গ দেখে 'হার্ট অ্যাটাক' কি-না তা নিশ্চিত হতে না পারাটা দুশ্চিন্তার বিষয় নয়। তবে যুক্তি সঙ্গত সন্দেহ হওয়া এবং সেই সন্দেহের ভিত্তিতে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়াটাই জরুরি। এই ক্ষেত্রে পুরুষ অবহেলা করেন বেশি নারীদের তুলনায়।

শারীরিক সমস্যার লক্ষণগুলোতে তারা চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন কম। মনে রাখতে হবে, যত দ্রুত রোগের লক্ষণ শনাক্ত করে চিকিৎসা নিতে যাবেন ততই সুস্থ হয়ে ফিরে আসার সম্ভাবনা বেশি হবে।

চিকেন, মটন বাদ দিন, দেখুন কাঁঠাল বিরিয়ানি

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: অনেকে ভালবাসেন চিকেন, অনেকে ভালবাসেন মটন। তবে বিরিয়ানি ভালবাসেন না, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন। আর যাঁরা একটু বেশি খাদ্য রসিক তাঁরা একটু এক্সপেরিমেন্ট করে চেখে দেখতে পারেন কাঁঠালের বিরিয়ানি বাড়িতেই খুব সহজে তৈরি করে নিতে পারেন এই বিরিয়ানি। রইল রেসিপি—

যা লাগবে-

কাঁচা কাঁঠালের টুকরা- ৬ কাপ, বাসমতী চাল- ৪ কাপ, লবঙ্গ- ৪টিএলাচ- ৩টে দারু চিনি- ১ ইঞ্চির টুকরো, তেজপাতা- ৩টি, পেঁয়াজ- ২টি, ধনে পাতা কুচি- ২ টেবিল চামচ, পুদিনা পাতা কুচি- ২ টেবিল চামচ, জাফরান- সামান্য, দুধ- ১/২ কাপ, ঘি- ১ টেবিল চামচ, তেল- ৪ টেবিল চামচ, জল- ১২ কাপ , নুন- আন্দাজ মতো।

ম্যারিনেটের উপকরণ- দই- ১/২ কাপ, কাঁচালঙ্কা বাটা- ১ চা চামচ, আদা-রসুন বাটা- ১ টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়ো- ১ চা চামচ, ধনে গুঁড়ো- ১ চা চামচ পুদিনা পাতা বাটা- ১ চা চামচ, ধনে পাতা বাটা- ১ চা চামচ, লেবুর রস- ১ টেবিল চামচ, ময়দার ডো- প্রয়োজন মতো, নুন- স্বাদ অনুযায়ী।

বিরিয়ানি মসলার উপকরণ লবঙ্গ- ৫টি, দারুচিনি- ১ ইঞ্চির টুকরো, এলাচ- ৩টি জিরে- ১/২ চা চামচ , গোলমরিচ- ১০টি

এভাবে বানান-

বিরিয়ানি মসলার সব উপকরণ একসঙ্গে গুঁড়ো করুন। কাঁচা কাঁঠালের টুকরা ভালো করে ধুয়ে নিন। ৬ কাপ জলে নুন ও হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে ১৫ থেকে ২০ মিনিট সিদ্ধ করুন কাঁঠাল। সিদ্ধ হলে জল ফেলে ম্যারিনেটের উপকরণ মেখে আধা ঘণ্টা রেখে দিন কাঁঠালের টুকরো। চাল ধুয়ে নিন। ৬ কাপ জলে লবঙ্গ, এলাচ, তেজপাতা, দারুচিনি ও নুন মিশিয়ে মাঝারি আঁচে চাল আধা সিদ্ধ করুন। উনুন থেকে নামিয়ে জল ঝরিয়ে ছড়ানো পাত্রে রাখুন চাল। ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত রেখে দিন। দুধে জাফরান মিশিয়ে রাখুন। প্যানে ১ টেবিল চামচ তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি ভাজুন ৫ মিনিট। একটি পাত্রে ৩ টেবিল চামচ তেল ও মেখে রাখা কাঁঠালের টুকরো নিন। আধা সিদ্ধ চালের অর্ধেক নিয়ে কাঁঠালের উপর ছড়িয়ে দিন। উপরে ঘি দিন। ধনে পাতা ও পুদিনা পাতা কুচি ছিটিয়ে দিন। জাফরান মিশ্রিত দুধ ঢেলে দিন উপরে। আধা চা চামচ বিরিয়ানির মশলা ছড়িয়ে সিদ্ধ চালের বাকিটুকু দিন। ভেজে রাখা পেঁয়াজ ও বিরিয়ানি মশলার বাকি অংশ ছিটিয়ে দিন। পাত্রটি ঢেকে ময়দার ডো দিয়ে সিল করে দিন চারপাশ। পাত্রটি উনুনে দিয়ে জোরে জ্বাল দিয়ে দিন। ২ মিনিট রাখুন ওভেনে । তাপমাত্রা কমিয়ে আরও ১৫-২০ মিনিট রাখুন। ওভেন বন্ধ করে ১০ মিনিট ঢেকে রাখুন পাত্র। বিরিয়ানি ভাল করে নেড়ে পরিবেশন করুন।

ত্বক পরিষ্কার রাখার উপায়

নির্মল পরিচ্ছন্ন ত্বক পেতে ব্যবহার করা যায় নানান প্রাকৃতিক উপাদান। ত্বক সুস্থ ও সুন্দর দেখানোর প্রথম উপায় হয় একে পরিষ্কার রাখা।

টাইমস অব ইন্ডিয়া'তে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতীয় অ্যারোমা থেরাপিস্ট ও রূপসজ্জাকর ব্লসম কোচচারের দেওয়া পরামর্শগুলো বেশ কার্যকর।

ত্বক পরিষ্কার করার উপায়

একটা লেবু দুই টুকরা করে আলতোভাবে মালিশ করে নিন। বাকি অর্ধেকটা একটা কাপে সামান্য পানির সঙ্গে মিশিয়ে লবণ যোগ করে পান করুন।

ছয় থেকে আট সপ্তাহ নিয়মিত ব্যবহারে চোখে পড়ার মতো ফলাফল দেখা যাবে। এটা ত্বক পরিষ্কার ও উজ্জ্বল করতে সহায়তা করে।

রোদে পোড়াভাব দূর করতে

এক টেবিল-চামচ ওটমিলের গুঁড়ার সঙ্গে সামান্য দই ও শসার রস মিশিয়ে মাস্ক তৈরি করে নিন। মাস্কটি ত্বকে মেখে ৩০ মিনিট অপেক্ষা করে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এরপর কয়েক ফোঁটা ল্যাভেন্ডার তেল মেখে নিন। ত্বকের আর্দ্রতা বজায় থাকবে।

তৈলাক্ত ত্বকে পরিষ্কারক মাস্ক

১/৪ চা-চামচ মুলতানি মাটি, কিছুটা টমেটোর অংশ ও দই মিশিয়ে মাস্ক তৈরি নিন। এর সঙ্গে কয়েক ফোঁটা শসার রস মিশিয়ে ত্বকে ব্যবহার করুন। শুকানোর জন্য ১৫ থেকে ২০ মিনিট অপেক্ষা করে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

সপ্তাহে দুবার ব্যবহারে ভালো ফলাফল মিলবে।

তৈলাক্ত ত্বকে টোনিং মাস্ক ব্যবহার

একটা ডিমের সাদা অংশ ফেটে এর সঙ্গে এক টেবিল-চামচ দই ও মুলতানি মাটি মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে নিন। প্যাক ব্যবহারের পরে শুকিয়ে এলে পরিষ্কার পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। সপ্তাহে দুবার এই টোনিং মাস্ক ব্যবহারে উপকার মিলবে।

মৃত কোষ দূর করতে এক্সফলিয়েট করা

ত্বকের মৃত কোষ দূর করতে সপ্তাহে দুবার এক্সফলিয়েট করা উচিত। এক টেবিল-চামচ চালের গুঁড়া, এক চা-চামচ দই, এক চিমটি লবণ ও লেবুর রস যোগ করে ত্বক আলতোভাবে মালিশ করে নিন। তারপর কুসুম গরম পানি দিয়ে মুখে নিন।

অবাঞ্ছিত লোমের বৃদ্ধি কমানো প্রাকৃতিক উপায়ে লোমে তুলে ফেলার সহজ উপায় হল, ডাবের পানিতে সারা রাত মুগডাল ভিজিয়ে রেখে (ভালো ফলাফলের জন্য দুই রাত) দিন। ডাল বেটে এতে এক চা-চামচ হলুদ দিয়ে পেস্ট তৈরি করে ত্বকে ব্যবহার করুন। ঘন পেস্ট ত্বকে মেখে একদিন পর পর স্ক্রাব করে নিন, ত্বক ভালো থাকবে ও লোমও কমবে।

মলিন ও ক্লান্ত ত্বকের জন্য

এক টেবিল-চামচ বেসনের সঙ্গে এক চিমটি হলুদ, অর্ধেকটা লেবুর রস, তাজা ননী ও দুই ফোঁটা ল্যাভেন্ডার তেল মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে নিন।

এই প্যাক ত্বক এক্সফলিয়েট করতে ও উজ্জ্বলভাব আনতে সাহায্য করবে। প্যাক মেখে শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন। এরপর মুখে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে ভুলবেন না।

বি.দ্র: মুখে কোনো প্যাক ব্যবহার করে তা আধ ভেজা অবস্থায় তুলে ফেলতে হবে। খুব বেশি শুকিয়ে যাওয়া ত্বকে ভাঁজের সৃষ্টি করে।

আপনার পোষ্য কুকুর অন্তঃসত্ত্বা ? তার দেখভাল করুন এভাবে

পাষ্য শুধুই পোষ্য নয়, পরিবারের সদস্য। তাই তার যত্নের প্রতি আলাদা করেই নজর দিতে হয়। তার উপর যদি আপনার পোষ্যটি হয় অন্তঃসত্ত্বা, তাহলে তো যত্নটা আরও বেশি হওয়া দরকার। আর করোনা আবহে এটা যেন আরও বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে। তাই চাইলেই চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না আপনার পোষ্যকে। নো চিন্তা বাড়িতে যত্ন নিতে পারেন আপনার পোষ্যের। যদি আপনার বাড়িতে পোষ্য কুকুর থাকে, যে অন্তঃসত্ত্বা তাহলে খুব সহজে বাড়িতেই দেখভাল করুন। ১) মায়ের থেকে খুব সহজেই বাচ্চাদের শরীরে ভাইরাস (ব্লুন্ড্) প্রবেশ করতে পারে। তাই আপনার পোষ্য কুকুরের ভ্যাকসিনেশন আগে থেকেই সেরে রাখুন। এক্ষেত্রে পশু চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলুন। দেখে নিন ঠিক সময়ে যেন ভ্যাকসিন পায়। ২) এই সময়ে সাধারণত কুকুরের পেটে কৃমি হওয়ার প্রবণতা থাকে। লক্ষ্য রাখুন। চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে কৃমিনাশের ওষুধ দিন। ৩) পোষ্যকে এই সময় সারাদিন শুয়ে থাকতে দেবেন না। তাকে অল্প স্বল্প এক্সারসাইজ করান। বিকেলের দিকে কিছুটা হাঁটান। তবে বল নিয়ে দৌড় একদম নয়। ৪) এই সময় পোষ্যকে নিয়ে বাইরে বের হলে লক্ষ্য রাখুন পোষ্য যেন বাইরের নোংরা মুখে না দেয়। এতে সংক্রমণ হতে পারে। ৫) হাতের সামনে সবসময় পোষ্যের জ্বর মাপার ডিজিটাল থার্মোমিটার পরিষ্কার কাপড়, তুলো, অ্যান্টিসেপটিক রাখুন। প্রসব যন্ত্রণা শুরু হলে ডাক্তারকে ফোন করুন দ্রুত। সতর্ক থাকুন— ১) বাচ্চা প্রসবের পরে যদি পোষ্যের জ্বর আসে তাহলে দ্রুত চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ২) বাচ্চা প্রসবের সময় যদি বাচ্চা বের হতে অসুবিধা হয়, তাহলে অবশ্যই চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ৩) বাচ্চা প্রসবের পরেও যদি জ্বর কমতে না চায়, বাচ্চাদের থেকে মাকে দূরে রাখুন। চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। ৪) নিজে কোনও ডাক্তারি করার চেষ্টা করবেন না। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে।খবরের টাটকা আপডেট পেতে ডাউনলোড করুন সংবাদ প্রতিদিন অ্যাপ নিয়মিত খবরে থাকতে লাইক করুন ফেসবুকে ও ফলো করুন টুইটারে। আপনার পোষ্যটি হয় অন্তঃসত্ত্বা, তাহলে তো যত্নটা আরও বেশি হওয়া দরকার। হাতের সামনে সবসময় পোষ্যের জ্বর মাপার ডিজিটাল থার্মোমিটার ৪) দুই ছেলের সঙ্গে বসেই নিয়মিত পর্ন ভিডিও দেখেন এই পপ তারকা, কেন জানেন? সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: উঠতি বয়সের দুই ছেলে। তাঁদের সঠিক যৌন শিক্ষার প্রয়োজন। এই কারণে ছেলেদের সঙ্গে বসেই পর্ন ভিডিও দেখেন ইন্দোনেশিয়ার পপ তারকা ইউনি শারা। এক সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে নিজেই একথা জানিয়েছেন তিনি। ইউনির এই সাক্ষাৎকারের ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পরই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে সেদেশে। ৪৯ বছরের ইউনির দুই ছেলের নাম এভিন সালোমো সিহান এবং সেলো ওবিয়েন্ট সিহান। তাঁদের সঙ্গে বসেই নাকি নিয়মিত পর্নহাবের মতো সাইটের ভিডিও দেখেন পপ তারকা। তাঁর মতে, বর্তমান প্রজন্মের উঠতি বয়সের ছেলেদের যৌনতা নিয়ে আগ্রহ থাকবেই। যত তাঁদের পর্ন ভিডিও দেখতে বারণ করা হবে, তত বেশি কৌতূহল হবে। খোলাখুলি এ বিষয়ে আলোচনা না হলেই মুশকিল। তাঁরা লুকিয়ে পর্ন ভিডিও দেখতে শুরু করবে। এতে অনেক সময় হিতে বিপরীতও হতে পারে। তার চেয়ে বরং ছেলেদের এ বিষয়ে শিক্ষিত করা উচিত। যাতে তাঁরা সঠিক পথ বেছে নিতে পারে। ইউনি জানান, প্রথমে তিনিও এ নিয়ে দ্বিধায় ছিলেন। কীভাবে ছেলেদের একসঙ্গে পর্ন দেখার প্রস্তাব দেবেন তা ভেবে উঠতে পারছিলেন না। কিন্তু এ পদক্ষেপ তাঁকে নিতেই হত। ছেলেরাও বিষয়টিকে অত্যন্ত সহজভাবে বিষয়টি নিয়েছে। ইউনির এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করেন তাঁর বোন ক্রিস দয়ন্তি। তাঁর মনে অভিভাবকদের সঙ্গে বর্তমান প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের সম্পর্ক যত সহজ হবে ততই ভাল।

ইউনির এই সাক্ষাৎকারের ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর সেদেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। তবে ইন্দোনেশিয়ার এক সংবাদ মাধ্যমে সেদেশের প্রখ্যাত মনোবিদ আগস্ট্রিড পিইথার ইউনিকে সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে যৌনতা নিয়ে প্রত্যেক বাবা-মায়ের সহজ হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয় ঠিক-বেঠিক তাঁরাই সবেচেয়ে ভাল বোঝাতে পারবেন।

কেন্দ্রের নয়া নীতির জের, গুগলের উপর কোটি কোটি পোস্ট মুছল

প্রথমে হাজারো প্রতিবাদ জানালেও ভারতীয় বাজারে ব্যবসা চালিয়ে যেতে শেষমেশ কেন্দ্রের নয়া ডিজিটাল আইন মেনে নিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া জায়ান্টগুলি। শুক্রবারই ৫৯ হাজারের বেশি লিংক সরিয়ে দিয়েছে সার্চ ইঞ্জিন গুগল। যার মধ্যে ছিল ইউটিউবের লিংকও। আর এবার 'আপত্তিকর' তিন কোটি কনটেন্ট মুছে ফেলল ফেসবুক। পাশাপাশি ইনস্টাগ্রাম থেকে সরল প্রায় ২০ লক্ষ কনটেন্ট।

কেন্দ্রের ডিজিটাল নীতি নিয়ে গত কয়েক মাস ধরেই চর্চা চলছিল। সাম্প্রদায়িক হিংসা ও ভুয়ো খবর রুখতে কড়া মনোভাব দেখিয়ে নয়া নীতির বিষয়টি তুলে ধরেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। সেই নীতিই মেনে নিতে বলা হয়েছিল ফেসবুক , টুইটার, ইনস্টাগ্রামের মতো সোশ্যাল মিডিয়া জায়ান্টগুলিকে। কিন্তু প্রথমে তারা বেঁকে বসলেও পরবর্তীতে নিয়ম মেনে নিতে সম্মত হয় তারা। তবে গোটা বিষয়টি টুইটার পুরোপুরি না মানায় ইতিমধ্যেই তাদের মাথার উপর থেকে আইনি রক্ষাকবচ তুলে নিয়েছে কেন্দ্র। পরিস্থিতি বুঝেই তাই কোনও ঝুঁকি না নিয়ে নয়া নীতি মেনে ঝাড়াই-বাছাই শুরু করে দিল গুগল, ফেসবুক।

জানা গিয়েছে, ডিজিটাল নীতি ভঙ্গের বিষয়টি ১০টি ক্যাটাগরি ভাগ করা হয়েছে। তার উপর ভিত্তি করেই গত ১৫ মে থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত করা মোট ৩ কোটি কনটেন্ট সরিয়ে দিয়েছে ফেসবুক। এর মধ্যে রয়েছে আড়াই কোটি স্প্যাম, ২৫ লক্ষ হিংসাত্মক পোস্ট, ১৮ লক্ষ যৌনতা সংক্রান্ত কনটেন্ট এবং ৩ লক্ষের বেশি উসকানিমূলক পোস্ট। এছাড়াও মুছে ফেলা হয়েছে হেনস্তা, নিজেকে আঘাত করা, জঙ্গি সংগঠনের প্রচারের মতো পোস্টগুলিও। পাশাপাশি মার্ক জুকারবার্গের সংস্থার অধীনস্ত আরেক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ইনস্টাগ্রাম থেকে সরানো হল আপত্তিকর প্রায় ২০ লক্ষ পোস্ট। ফের ১৫ জুলাই নিজেদের পরিসংখ্যান কেন্দ্রের কাছে তুলে ধরবে এই প্ল্যাটফর্মগুলি। এর আগে গুগল জানিয়েছিল, এপ্রিলে মোট ২৭ হাজার ৭১৬টি অভিযোগ পেয়েছে তারা। তারপরই ৫৯ হাজারের বেশি লিংক সরিয়ে ফেলা হয়। এর অধিকাংশই কপিরাইট সংক্রান্ত। যদিও ইউটিউবের মতো নিজস্ব সংস্থার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করা হলেও 'সার্চ'-এর ক্ষেত্রে কোনও লিংক সরানো হয়নি।

সন্তানের অনলাইন শিক্ষা প্রক্রিয়া উন্নয়নের উপায়

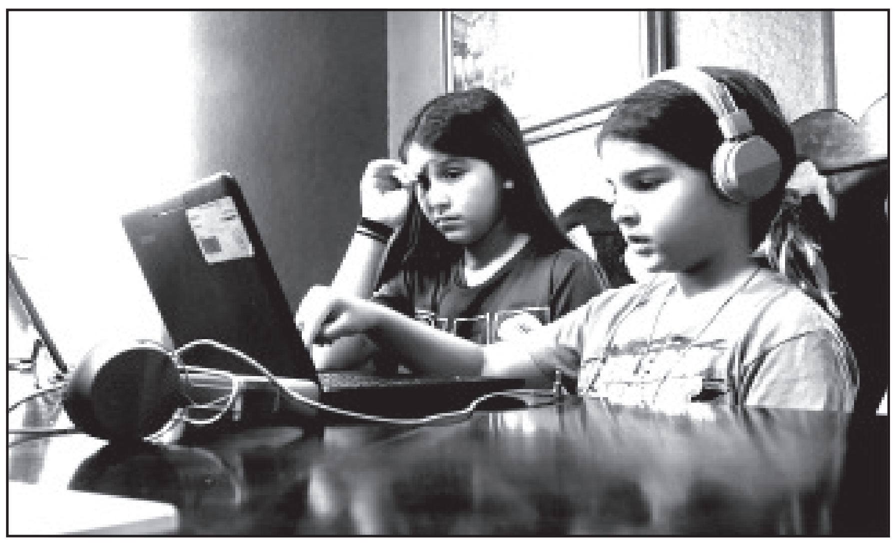

দিনের বেশিরভাগ সময় স্ক্রিনের সামনে থাকা শিশুদের মনোযোগেও বিঘ্ন ঘটে।

তাছাড়া লম্বা সময় ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। অনলাইন ক্লাস এখন শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম হলেও একঘেয়েমিতে পেয়ে বসছে শিশুদের।

এই অবস্থা উন্নয়নে 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'তে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে সন্তানের অনলাইন শিক্ষার মান উন্নয়নের পাঁচ উপায় সম্পর্কে জানানো হল।

মনোযোগ ধরে রাখা

গবেষণায় দেখা গেছে, শিশুরা বিনোদনের জন্য দৈনিক সাড়ে সাত ঘণ্টা স্ক্রিনের সামনে থাকে এবং কোভিডকালীন অনলাইনে ক্লাসের জন্য এর মাত্রা আরও বেড়েছে। তাছাড়া, অনলাইন ক্লাসের ক্লান্তি কমাতেও ক্লাসের ফাঁকে বা পরে সামাজিক মাধ্যমগুলোতে সময় ব্যয় করে। তাই, চেষ্টা করতে হবে এই সময় শিশুকে যতটা সম্ভব এগুলো থেকে দূরে রাখা এবং বাইরের শব্দ যেন কোনোভাবে তার মনোযোগের ব্যাঘাত না ঘটায়।

আগে থেকেই রুটিন তৈরি করে রাখা সন্তান সারাদিনে কী কী করবে তার রুটিন তাকেই তৈরি করতে বলুন। সুপরিকল্পিত রুটিন তাদের কাজ সঠিকভাবে করতে আরও সহায়তা করবে। স্কুলের পড়াশোনার পাশাপাশি সে নিজের জন্যও সময় পাবে। রুটিন করা থাকলে অভিভাবকের পক্ষে সন্তানকে নিয়ন্ত্রণ করাও সহজ হয় এবং শিশুরাও রুটিন মাফিক চলা শিখবে।

শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকা

শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য শারীরিক সক্রিয়তার প্রয়োজন। এখনকার শিশুরা অধিকাংশ সময় ডিভাইসের সামনে কাটানোর ফলে শারীরিক সক্রিয়তার পরিমাণ কম। তাই এ বিষয়ে আলাদাভাবে মনোযোগ দেওয়া জরুরি। অনলাইনে ক্লাস করা, বাড়ির কাজ করা বা সময় মতো অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেওয়া শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। তাই আলাদাভাবে শরীরচর্চার ওপর মনোযোগ দেওয়া জরুরি।

সন্তানের শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলা অনলাইন ক্লাস করতে সন্তান কোনো রকমের সমস্যার মুখোমুখি হলে শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলুন, যেন বিষয়টা শিশুর কাছে আরও সহজভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়। অনলাইন ক্লাসে যোগাযোগের ঘাটতি থাকার কারণে শিক্ষায় নানান প্রভাব পড়তে পারে। তাই এই বিষয়ে ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকের খোলামেলা আলোচনা শিক্ষার মান বাড়াতে সহায়তা করবে।

“রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল যার কাছে খুশি যাক”, বিজেপি-র অভিযোগ ওড়ালেন স্পিকার

কলকাতা, ১৩ জুলাই (হি স)। “রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতি যেখানে ইচ্ছে যাক।” মঙ্গলবার বিজেপি-র অভিযোগের জবাবে বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এ কথা বলেন।
পিএসি-র চেয়ারম্যান পদে মুকুল রায়কে বসানোর বিরুদ্ধে রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি জমা দেয় বিজেপি পরিষদীয় দল। এ ব্যাপারে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে স্পিকার বলেন, “যা করেছি আইন মেনে করেছি। ল’ফুলি করেছি। লোকসভায় ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন হচ্ছে না, সেটা নিয়ে কি দাবি তুলবে? রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতি যেখানে ইচ্ছে যাক।” মঙ্গলবারই বিজেপি-র আট জন বিধায়ক বিধানসভা কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেন। স্পিকার বলেছেন, “পদত্যাগপত্র জমা নিয়েছি, পরীক্ষা করে সব জানাব। এর মধ্যে তো ১৬ তারিখ বৈঠক ডেকে দিয়েছি।”
প্রসঙ্গত, আগামী শুক্রবার বিধানসভার ৪১টি কমিটির চেয়ারম্যানদের নিয়ে বৈঠকে বসবেন স্পিকার। তার আগেই বিজেপি বিধায়করা চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। বিরোধী দলনেতা জানিয়েছেন ওইদিন বিজেপি-র কোনও প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন না। মঙ্গলবার ছিল কবি ভানুভক্তর জন্মদিন। সেই উপলক্ষেবিধানসভায় তাঁর ছবিতে মাল্যদানের পর নাম না করেও বিজেপি-কে কটাক্ষ করেন বিমান। তিনি বলেন, “উত্তরবঙ্গকে বাংলা থেকে ভাগ করার চেষ্টা দেখতে পাচ্ছি। মুখ্যমন্ত্রীও এ বিষয়ে আগে বলেছেন। বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি যে চেষ্টা করছে বাংলার মানুষ তা সফল হতে দেবে না। দার্জিলিং আমাদের অঙ্গ এটা কেউই ভাগ করতে পারবে না।”

“সাংবিধানিক রীতিনীতি জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে” : শুভেন্দু অধিকারী

কলকাতা, ১৩ জুলাই (হি. স.): তৃণমূলে যোগদান করা বিধায়ক মুকুল রায়কে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান বেছে নেওয়া নিয়ে সাংবিধানিক রীতিনীতি জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে। রাজভবনের বাইরে দাঁড়িয়ে এই অভিযোগ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু বাবু জানান, রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা এবং দেশের অন্যান্য রাজ্যেও আমাদের বক্তব্য পাঠানো হবে। বিজেপির একটি প্রতিনিধিদল সশরীরে গিয়েই রাষ্ট্রপতিকে বিষয়টি জানাবে বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত, প্রথা ভেঙে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান পদে বসানো হয়েছে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়া মুকুল রায়কে। এই ঘোষণার পরই প্রতিবাদ জানিয়ে ওয়াকআউট করেছিলেন বিজেপি বিধায়করা। জানিয়ে দিয়েছিলেন, সমস্ত কমিটির চেয়ারম্যান পদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন বিরোধীরা। কারণ, তাঁদের অভিযোগ অনুযায়ী, বিধানসভায় বিরোধী হিসেবে বিজেপির ক্ষমতা খর্ব করা হচ্ছে। বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটি ও হাউস কমিটি নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই শাসক-বিরোধী টানাপোড়েন চলছিল। বিরোধীদের দাবি ছিল, ১৫টি কমিটির চেয়ারম্যান পদ। ১০টির বেশি ছাড়তে রাজি হয়নি শাসক শিবির। সিদ্ধান্তে অনড় ছিল বিরোধীরাও। তবে দু’পক্ষের মধ্যে বিতর্ক তুঙ্গে ওঠে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান পদ নিয়ে। চেয়ারম্যান কে হবেন, তা নিয়ে দু’পক্ষের মধ্যে চাপানউতোর শুরু হয়। এই কমিটির জন্য ছ’জন বিধায়কের নাম পাঠায় গেরুয়া শিবির। সেখানে মুকুল রায়ের নাম ছিল না। এর মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, মুকুল রায় যেহেতু বিজেপিরই বিধায়ক, তাই তাঁকেই চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হবে। বিধানসভা অধিবেশন চলাকালীন তা কার্যকরও করা হয়। এবার পূর্বপরিকল্পনা মাফিকই প্রতিবাদ স্বরূপ ইস্তফা দিয়েছেন বিরোধী দলের বিধায়করা।

কলকাতা থেকে মধ্যপ্রাচ্যে পালানোর ছক ছিল ধৃত নাজিউর আনসারুল্লার

কলকাতা, ১৩ জুলাই (হি. স.) : ধরা পড়ার আশঙ্কায় কলকাতা থেকে মধ্যপ্রাচ্যের কোনও দেশে পালানোর পরিকল্পনা ছিল ধৃত নাজিউর আনসারুল্লার। এই সঙ্গে পুলিশ সূত্রে খবর, আল-কায়দার শাখা সংগঠনের থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল ওই জঙ্গি। ২ বছর আগে বাংলাদেশে জঙ্গি কার্যকলাপে যুক্ত ছিল সে। হরিদেবপুরে জেএমবি জঙ্গি গ্রেফতারে নতুন নতুন তথ্য উঠে আসছে।
ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে উঠে এসেছে বড়িশার বৃদ্ধের ভোটার কার্ডের ফোটোকপি থেকেই জাল পরিচয়পত্র তৈরি করেছিল ধৃত জেএমবি জঙ্গি নাজিউর। নকল আধার কার্ড তৈরির জন্য বাছা হত শহরের অসহায় বৃদ্ধদের। তাঁদের নাম-পরিচয় দিয়েই নকল পরিচয়পত্র তৈরি করত সন্দেহভাজন জঙ্গিরা।
পুলিশ সূত্রে খবর, এক বছর আগে দক্ষিণ কলকাতার বড়িষার এই বাড়িতেই আসে জঙ্গিদের লিঙ্কম্যান সেলিম মুন্সি। হরিদেবপুরের বাসিন্দা গণেশ ব্যাপারিকে সেলিম বলে, বাংলাদেশ থেকে তার এক আত্মীয় এসেছে। নাম জয়রাম ব্যাপারি। পদবী এক হওয়ায়, আত্মীয় বলে পরিচয় দিলে আধার কার্ড পেতে সুবিধা হবে। গণেশ বলেন, আমায় এসে বলে আপনিও ব্যাপারি। আর এই আত্মীয়ও ব্যাপারি। ও একটা অটো কিনবে। আধার কার্ড লাগবে। আপনার আধার কার্ডের সংযোগ দিলে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। পুলিশ সূত্রে খবর, এই জয়রাম ব্যাপারিই আসলে ধৃত ৩ সন্দেহভাজন জঙ্গিদের অন্যতম নাজিউর রহমান। গত শনিবার রাতে হরিদেবপুরের একটি বাসস্ট্যান্ড থেকে নাজিউর, নিখিলকান্ত ওরফে সাবির এবং রবিউল ইসলাম-- এই তিন সন্দেহভাজন জামাত-উল-মুজাহিদিন জঙ্গিকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, আলকায়দার শাখা সংগঠন আনসারুল্লা বাংলার থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল নাজিউর। ২০১৯ সালে বাংলাদেশে জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। ধরা পড়ার আশঙ্কায় সম্ভবত কলকাতা থেকে মধ্যপ্রাচ্যের কোনও দেশে পালানোর পরিকল্পনা ছিল ধৃতদের। তবে তার আগেই কলকাতা পুলিশের এসটিএফ তাদের ধরে ফেলে।
এই ইস্যুতে শাসক-বিরোধী তরজা শুরু হয়ে গেছে। বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, এটা প্রথমবার নয়। বারবার ধরা পড়ে। সারা দেশ থেকে উগ্রপন্থীরা এখানে আসে। পাল্টা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, কোনও বিপদ দানা বাঁধছে না। পুলিশ ধরপাকড় করছে। ভিত্তিহীন, একপেশে অভিযোগ। সারা ভারতের দিকে তাকাক।এসটিএফ সূত্রে খবর, সন্দেহভাজন জঙ্গিরা জেরায় জানিয়েছিল, ১৫ জন জামাত জঙ্গি বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢুকেছিল! কিন্তু, তাদের সম্পর্কে এখনও কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

আজ ওঁদের অবস্থা কী তা তাঁরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন, তৃণমূল ত্যাগীদের খোঁচা ফিরহাদের

কলকাতা, ১৩ জুলাই (হি. স.): তৃণমূল ত্যাগীদের এক হাত নিলেন পরিবহণমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। মঙ্গলবার আলিপুরের গোপালনগর কল্যাণ সংঘ আয়োজিত ৭৮ পল্লী দুর্গোৎসবের খুঁটি পুজোর অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়দের খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, ""“আজ ওঁদের অবস্থা কী তা তাঁরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন""। তৃণমূল ত্যাগীদের বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে ফিরহাদ হাকিম আরও বলেন , ""“নির্বাচনের আগে কেউ গিয়েছিলেন সিবিআই থেকে বাঁচতে। আবার কেউ গিয়েছিলেন পাওয়ার লোভে। নীতি আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতেই অনেকে বিজেপিতে নাম লিখিয়েছিলেন। আজ ওঁদের অবস্থা কী তা তাঁরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন।বাংলায় বিজেপির কোনও স্থান নেই। সাম্প্রদায়িক দল। শান্তির বাংলাকে শুধু অশান্তি ছড়ানোর চালাচ্ছে ওরা। বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার মানুষ বিজেপিকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে বাংলায় বিজেপির কোনও স্থান নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়তেই আস্থা রেখেছেন মানুষ। আগামী দিনে বাংলায় বিজেপি করার মতো কেউ থাকবে না""।

শ্রাদ্ধের কার্ড ছাপিয়ে পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ তৃণমূলের

কলকাতা, ১৩ জুলাই (হি. স): গত কয়েকদিন ধরেই ক্রমাগত বেড়েই চলেছে পেট্রোল ডিজেলের দাম। পেট্রোল ডিজেলের পাশাপাশি দাম বাড়ছে গ্যাসের দামও। পেট্রোল ডিজেলে মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ফের পথে তৃণমূল। মঙ্গলবার শ্রাদ্ধের কার্ড ছাপিয়ে পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ তৃণমূলের। করোনা আবহের মাঝেই বেড়েছে পেট্রোল ডিজেলের দাম। পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ার প্রতিবাদ জানিয়ে মাঝে-মধ্যেই পথে নামে তৃণমূল। এরই মাঝে এদিন পেট্রোপণ্যের মৃত্যু হয়েছে উল্লেখ করে শ্রাদ্ধের কার্ড ছাপিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমন্ত্রণ জানাল তৃণমূল। ওই কার্ডে প্রধানমন্ত্রীকে সপরিবারে ফেয়ারলি প্লেসে আমন্ত্রণ জানিয়ে অভিনব প্রতিবাদ জানাল তৃণমূল কর্মীরা।

দ্বারকাধিশ মন্দিরের বজ্রপাত, খোঁজ নিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

দ্বারকা / আহমেদাবাদ, ১৩ জুলাই (হি.স.): মঙ্গলবার বজ্রপাত হল গুজরাটের দ্বারকার বিখ্যাত দ্বারকাধিশ মন্দিরে। মঙ্গলবারের এই ঘটনা জানার প্রই এবিষয়ে খোঁজ খবর নেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিতা শাহ। যদিও এদিনের বজ্রপাতে দ্বারকার বিশ্ব বিখ্যাত মন্দিরের স্থাপত্যের কোনও ক্ষতি হয়নি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্থানীয় কালেক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। মন্দির প্রশাসন থেকে পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন তিনি। তিনি অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগে রেখে চলেছেন।
প্রসঙ্গত, মঙ্গলবারের বজ্রপাত হল গুজরাটের দ্বারকার বিশ্ব বিখ্যাত দ্বারকাধিশ মন্দিরে।বজ্রপাতে মন্দিরের বিশেষ ৫২ গজ পতাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তবে এই দুর্ঘটনায় দ্বারকাধিশ মন্দিরের কোনও ক্ষতি হয়নি। প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে ফের স্বাভাবিকভাবে শুরু হয়েছে মন্দিরের কাজ।
—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

বায়োপিকে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় চরিত্রায়ণে এগিয়ে রণবীর

কলকাতা, ১৩ জুলাই (হি. স.) : মহেন্দ্র সিং ধোনির বায়োপিকে ধোনির চরিত্রে ছিলেন সুশান্ত সিং রাজপুত। ’৮৩ তে কপিল দেবের চরিত্রে রণবীর সিং। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিকে মহারাজের চরিত্রে কি থাকবেন রণবীর কাপুর? সেরকম গুঞ্জনই চারিদিকে।
সৌরভের বায়োপিক নিয়ে অনেকদিন ধরেই জল্পনা চলছে। বছর তিন আগে একতা কাপুর নিজে সৌরভের বাড়িতে এসেছিলেন। দীর্ঘ আলোচনা করেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের সঙ্গে। একতা ভীষণভাবে সৌরভের বায়োপিক করতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু সৌরভ তখন না করে দিয়েছিলেন। এখনও পর্যন্ত যা পরিস্থিতি, তাতে খুব বড় কিছু এদিক-ওদিক না হলে ভারতের অন্যতম সেরা অধিনায়কের চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে রণবীরকে। সৌরভ-ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রের খবর, তালিকায় বেশ কয়েকজনের নাম থাকলেও বলিউডের অন্যতম সেরা তারকা রণবীরকে সৌরভের বেশ পছন্দ।
মাঝে অবশ্য খবর ছড়িয়েছিল যে সৌরভের চরিত্রে অভিনয় করতে

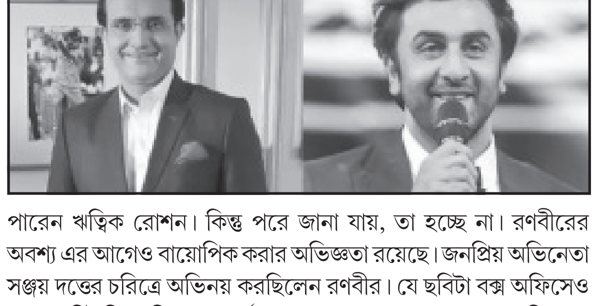

পারেন ঋত্বিক রোশন। কিন্তু পরে জানা যায়, তা হচ্ছে না। রণবীরের অবশ্য এর আগেও বায়োপিক করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। জনপ্রিয় অভিনেতা সঞ্জয় দত্তের চরিত্রে অভিনয় করছিলেন রণবীর। যে ছবিটা বক্স অফিসেও খুব বড় হিট ছিল। নিজেকে পর্দার সঞ্জয় দত্ত করতে তুলতে প্রচুর পরিশ্রমও করেন তিনি। সৌরভের বায়োপিকটাও তাঁর কাছে নতুন চ্যালেঞ্জ হবে, সেটা বলে দেওয়াই যায়।
ভায়াকম প্রোডাকশন বিশাল বাজেট নিয়ে নামছে সৌরভের বায়োপিক করার জন্য। অভিষেক টেস্টে সেঞ্চুরি থেকে ন্যাটওয়েস্ট জয়ের পর লর্ডসের গ্যালারিতেই জামা খুলে ওড়ানো। এমন একটা সময়ে সৌরভ অধিনায়কের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, যখন ভারতীয় ক্রিকেট রীতিমতো টালমাটাল অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। সৌরভের হাত ধরে ভারতীয় ক্রিকেটের উত্তরণ। ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম সেরা অধিনায়কের বায়োপিকটাও অন্যতম সেরা হয়ে থাকবে বলেই বলা হচ্ছে।
সৌরভ নিজে অবশ্য এই নিয়ে কিছু বলতে চাননি। শোনা গেল, সমস্ত কিছু চূড়ান্ত হওয়ার পথে। স্রেফ কয়েকটা ধাপ বাকি। কিছুদিনের মধ্যে চুক্তিতেই সই হয়ে যাবে। যেহেতু পুরোটা চূড়ান্ত হয়নি, তাই সৌরভ এটা নিয়ে এখনও কিছু বলতে চাইছেন না। সংবাদ প্রতিদিন-কে শুধু বললেন, “এখনই কিছু বলব না। আগে চূড়ান্ত হোক, তারপর যা বলার বলব।” পরে সৌরভ জানিয়েছিলেন, “আমাকে ফক্সও অফার করেছিল। এর বাইরেও বেশ কয়েকটা অফার আমার কাছে রয়েছে। এখনই এটা নিয়ে ভাবছি না।” তবে এবার আর সৌরভ না করেননি। বলিউড আরও একটা ব্লকবাস্টার বায়োপিকের সাক্ষী হতে চলেছে, সেটা শুধু সময়ের অপেক্ষায়। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ঈদুল আজহা উপলক্ষে বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরে আমদানি-রফতানি কার্যক্রম বন্ধ

মনির হোসেন,ঢাকা,১৩ জুলাই।। পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে ভারত, নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে পাথরসহ সকল প্রকার পণ্য আমদানি-রফতানি কার্যক্রম ১২ দিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর আমদানি-রফতানিকারক গ্রুপ।
মঙ্গলবার (১৩ জুলাই) দুপুরে বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর আমদানি-রফতানিকারক গ্রুপের সভাপতি আব্দুল লতিফ তারিন ঢাকা পোস্টকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, পবিত্র ঈদুল আজহা ও সরকারি ছুটি সমন্বয় করে বাংলাদেশের বাংলাবান্ধা ও ভারতের ফুলবাড়ি স্থলবন্দর দিয়ে চার দেশের সঙ্গে পাথরসহ সকল প্রকার পণ্য

আমদানি-রফতানি বাণিজ্য আগামী ১৯ জুলাই থেকে ৩০ জুলাই পর্যন্ত মোট ১২ দিন বন্ধ থাকবে। একই সঙ্গে আগামী ৩১ জুলাই থেকে বন্দরের আমদানি-রফতানি কার্যক্রম পুনরায় স্বাভাবিক হবে।
ভারত ও বাংলাদেশের ব্যববসায়ীদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলেও জানান আব্দুল লতিফ তারিন।

বদরপুরে জলজীবন মিশনের অধীনে ২৬টি প্রকল্পের কাজ চলছে, ২৪-এর মধ্যে গোটা অসমে ঘরে ঘরে পরিস্রুত পানীয় জল, বিধানসভায় মন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১৩ জুলাই (হি.স.) : বদরপুর বিধানসভা এলাকায় জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের অন্তর্গত জলজীবন মিশনের অধীনে ৮৫টি গ্রামীণ জলজীবন প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এগুলির মধ্যে ২৬টি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে গেছে। বাকি ৫৯টির কাজও খুব শীঘ্রই শুরু হবে। আজ মঙ্গলবার রাজ্য বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন বদরপুরের বিধায়ক আব্দুল আজিজের ২৭ নম্বর তারকা চিহ্নিত লিখিত জিজ্ঞাসার জবাব দিতে গিয়ে পুরো তালিকা সহ এই তথ্য দিয়েছেন জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের মন্ত্রী রঞ্জিতকুমার দাস। বদরপুরে ওইসব প্রকল্পের সংস্কার না হওয়ায় মানুষকে অপরিস্রুত পানীয় জল খেতে হচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকারের জবাব চেয়েছেন বিধায়ক আব্দুল আজিজ। মন্ত্রী রঞ্জিত এ প্রসঙ্গে লিখিত জবাবে বলেন, সরকার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবগত। তাই জলজীবন মিশনের অধীনে ২০২৪ অর্থবর্ষের মধ্যে বদরপুর সহ গোটা অসমে ঘরে ঘরে নলের মাধ্যমে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের কাজ চলছে।

অসম : নিজের বাড়ি থেকে নিখোঁজ করিমগঞ্জের আসাইঘাট গ্রামের ব্যক্তি

বাজারিছড়া (অসম), ১৩ জুলাই (হি.স.) : রাতের অন্ধকারে নিজের বাড়ি থেকে এক ব্যক্তির নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। নিরুদ্দেশ ব্যক্তি পেশায় কাঠমিস্ত্রি সাধন ধর (৪০)। বাড়ি করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া থানাধীন লোয়াইরপোয়া ব্লকের ডেঙ্গারবন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর আসাইঘাট গ্রামে। জনৈক ধীরেন্দ্র ধরের ছেলে নিখোঁজ সাধন ধরের স্ত্রী এবং দুই সন্তানও রয়েছে।
আজ মঙ্গলবার তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে বাজারিছড়া থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত এফআইআর দাখিল করেছেন। কিন্তু এই খবর লেখা পর্যন্ত নিখোঁজ সাধন ধরের কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে স্থানীয় ভিডিপি সম্পাদক পার্থ বৈদ্য জানান, গতকাল সোমবার সন্ধ্যা রাতে সাধন ধর বন্ধুদের সাথে বাড়ির লাগোয়া গ্রামীণ সড়কের একটি কালভার্টে বসে গল্পগুজব করছিলেন। পরে অবশ্য তিনি তাঁর নিজের বাড়ি চলে যান। বন্ধুরাও চলে যান যে যার ঘরে। কিন্তু রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ কোনও একটি কাজের কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান তিনি। কিন্তু আর ফেরেননি। গোটা রাত তার অপেক্ষা করতে করতে পরিবারের লোকজনের মধ্যে ব্যাপক উৎকণ্ঠা দেখা দেয়।
আজ ভোর থেকে গ্রামের সম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানে তাঁর খোঁজখবর করা হয়। কিন্তু কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। এরই মধ্যে তাদের বাড়ি লাগোয়া লঙ্গাই নদীর পাড়ে তার চপ্পল পাওয়া যায়। এ ঘটনায় পরিবারের সদস্য সহ এলাকার জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অনেকের ধারণা, তিনি প্রচণ্ড গরমে অতিষ্ঠ হয়ে নদীর ঘাটে স্নান করতে গিয়ে হয়তো গভীর জলে তলিয়ে গেছেন। সন্দেহের বশে আজ দিনভর তাকে খুঁজতে নদীতে ডুবুরি নামানো হয়। কিন্তু সন্ধান পাওয়া যায়নি নিখোঁজ সাধন ধরের। কেউ কেউ আবার সন্দেহ করছেন, নিখোঁজ সাধনকে হয়ত কেউ খুন করে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে। তবে পুলিশ ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত জারি রেখেছে।হিন্দুস্থান সমাচার / অমল / সমীপ

ভ্যাকসিন প্রদান সারা ভারত তফশিল জাতি ও উপজাতি রেলওয়ে এমপ্লয়িজ অ্যাসো-র বদরপুর শাখার

বদরপুর (অসম), ১৩ জুলাই (হি.স.) : করোনা নামক অদৃশ্য ভাইরাসের প্রকোপে জনজীবন তটস্ত। করোনার কালো ছায়া থেকে মুক্তি পেয়ে কবে জনজীবন স্বাভাবিক হবে, এ-নিয়ে গভীর উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন সমগ্র দেশ। এই উদ্বেগ তাড়া করছে দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জ জেলার মানুষকেও। মারণব্যাধি এই ভাইরাসকে প্রতিহত করতে সমগ্র দেশে চলছে ভ্যাকসিনেশন প্রক্রিয়া। প্রতিদিন স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে বিভিন্ন প্রান্তে ভ্যাকসিন প্রদান করা হচ্ছে। বিভিন্ন ক্লাব ও সংগঠনের কর্মকর্তারাও ভ্যাকসিন প্রদানের ব্যবস্থা করতে এগিয়ে আসছেন। এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই সারা ভারত তফশিল জাতি ও তফশিল উপজাতি রেলওয়ে এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের বদরপুর শাখা।
সংগঠনের উদ্যোগে বদরপুর রেলওয়ে ইনস্টিটিউট হল-এ ভ্যাকসিন প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। ২৬ জুন থেকে ১২ জুলাই পর্যন্ত প্রায় ছয় শতাধিক মানুষকে ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়েছে সংগঠনের উদ্যোগে। এ ব্যাপারে অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে সংগঠনের সম্পাদক অর্জুন বাসফর বলেন, দীর্ঘ দিন হতে চলল, কোভিড সংক্রমণে সারা বিশ্বের সঙ্গে ভারতের জনজীবনও বিপর্যস্ত। সমাজ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে অর্থ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। বন্ধ হয়ে রয়েছে স্কুল-কলেজ সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয় দফার করোনার আক্রমণ শেষ হতে না হতেই তৃতীয় দফার সংক্রমণের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এমতাবস্থায় দেশের প্রতিটি নাগরিককে ভ্যাকসিন নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন অর্জুন বাসফর।
সংগঠনের সভাপতি অমরচন্দ্র মালাকার বলেন, আগামীতে জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করে আরও যাতে ভ্যাকসিন প্রদান করা হয় সেই প্রচেষ্টা করবেন তাঁরা। লাগাতার এই ভ্যাকসিন প্রদানে সহযোগিতা করার জন্য দুর্গা বাহিনীর বদরপুর প্রখণ্ডের সংযোজিকা পূজা গোয়ালা সহ বিশ্বহিন্দু পরিষদের সকল কর্মকর্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সংগঠনের সভাপতি অমরচন্দ্র মালাকার। তিনি জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এলাকার স্বার্থে আগামীতে আরও ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান। সংগঠনের সহ-সভাপতি অমর কুমার রায় সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা ভ্যাকসিন কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন।
হিন্দুস্থান সমাচার / জন্মজিৎ / সমীপ

ফের প্রকাশ্যে আদি ও নব্য বিজেপি-র দ্বন্দ্ব দিলীপ ঘোষের সামনে বিক্ষোভ কর্মীদের

কলকাতা, ১৩ জুলাই (হি. স.) : ভোটের আগে থেকেই বারবার বিজেপির অন্তর্কলহে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পূর্ব বর্ধমান। মঙ্গলবার ফের একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। জেলা বিজেপি কার্যালয়ে রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন বর্ধমান যুব মোর্চার সহ-সভাপতি ইন্দ্রনীল গোস্বামী। কিন্তু দিলীপবাবুর সঙ্গে দেখা হওয়া তো দূর অস্ত্, উল্টে তাঁকে দলীয় কর্মীরা প্রায় ঘাড়ধাক্কা দিয়ে সেখান থেকে বার করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ করলেন তিনি। শুধু তাই নয়, তাঁকে নানাবিধ ভাবে হেনস্থা করা হয়েছে বলেও কাঁদতে কাঁদতে অভিযোগ করতে শোনা গিয়েছে ইন্দ্রনীলবাবুকে।
মঙ্গলবার বর্ধমান সদর সাংগঠনিক জেলার বৈঠকে গিয়েছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি। তিনি সাংবাদিক বৈঠক শুরু করতেই কার্যালয়ের বাইরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিজেপি কর্মীদের একাংশ। এরপর কার্যালয়ের ভিতরে ঢুকেও অশান্তি করে তাঁরা। স্বাভাবিকভাবেই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়। এর ফলে বক্তব্য থামিয়ে দিতে বাধ্য হন দিলীপ ঘোষ।
ইন্দ্রনীলবাবু দলীয় অফিসে ঢোকার পর ব্যাপক চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়। শোনা যায় দিলীপবাবুর গলাও। রাজ্য সভাপতি চিৎকার করে বলেন, “চেঁচাবেন না, চেঁচাবেন না।” দলীয় কার্যালয় থেকে বেরিয়ে ইন্দ্রনীলবাবু বলেন, “আমি ২০০৬ সাল থেকে সংগঠন করি। দিলীপ ঘোষ আমার বাড়িতে এসে থেকেছেন, খেয়েছেন। কিন্তু আজ কী হল। কতগুলো তোলাবাজকে নিয়ে পার্টি চলছে।” বলতে বলতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা যায় তাঁকে। পরে ইন্দ্রনীলবাবু বলেন, “জেলা সভাপতি তাঁর কিছু পেটুয়া লোককে পদে রেখে দলের ক্ষতি করছেন। আমি অনেক দিন ধরেই সংগঠন করছি। আমার বাড়ি, পরিবার বার বার আক্রান্ত হয়েছে। নির্বাচনের পরে প্রকৃত অর্থে কর্মকর্তা যাঁরা, তাঁদের নিয়েই দলের কাজ শুরু করা উচিত ছিল। কিন্তু এখন তোলাবাজ, চিটিংবাজদের দলে জায়গা দেওয়া হয়েছে।”
বিক্ষোভকারীদের কথায়, “দিনের পর দিন যাদের বাড়িতে খেয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তাঁদের আজ তিনি চিনতে পারছেন না। পুরনো দিনের কর্মীদের বদলে দলে এখন সুযোগ সন্ধানীদের কদর বেশি।” বেশ কিছুক্ষণ পর নিয়ন্ত্রণে আসে পরিস্থিতি। এদিন বর্ধমান থেকে একাধিক ইস্যুতে রাজ্যকে তুলোধোনা করেছেন দিলীপবাবু। তৃণমূল কর্মীকে গুলি করে খুন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “বিজেপি খুনোখুনির সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করে না। আমাদের ৫-৬ বছরে ১৭৫ জন কর্মী খুন হয়েছেন। আমরাই হিংসার শিকার। গুণ্ডাদের সামলালে বাংলায় হিংসা কমে যাবে।” দেবাঞ্জন কাণ্ড নিয়েও এদিন মুখ খুলেছেন মেদিনীপুরের সাংসদ। ইন্দ্রনীলবাবুর অভিযোগ প্রসঙ্গে জেলা বিজেপি-র সাধারণ সম্পাদক সৌমরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “ইন্দ্রনীল দলের যুব সহ-সভাপতি পদে রয়েছেন। তবে মঙ্গলবার দিলীপদা দলের যে কার্যকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেছেন, তার তালিকা আগে থেকেই তৈরি করা ছিল। সেখানে যুব মোর্চার কারও অংশ নেওয়ার কথা ছিল না। সে কারণেই ওঁকে মিটিংয়ে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।” এই বিষয়ে দিলীপ যদিও কোনও মন্তব্য করেননি। হিন্দুস্থান সমাচার/

অনলাইন ক্লাসের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করে মোবাইল পেল স্কুলছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৩ জুলাই।। মঙ্গলবার বিকেলে বিশালগড় মন্ডল এলাকার পশ্চিম লক্ষ্মীবিলের নীলকমল এলাকায় তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী অনলাইন ক্লাস করতে না পারায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এর কাছে ২৬ শে জুন ফেইসবুক এ আবেদন করেছিলেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কাছে আবেদন করার তৃপ্তি ঘোষ এর কথা সাড়া দিয়ে মঙ্গলবার শিশুর বাড়িতে ছুটে যান রাজ্য প্রদেশ বিজেপির সভাপতি ডক্টর মানিক সাহা, রাজ্য প্রদেশ বিজেপির সহ-সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য এছাড়া শিশুটি বাড়িতে যান সিপাহীজলা জেলা বিজেবি উত্তরের সভাপতি অঞ্জন পুরকায়স্থ, বিশালগড় মন্ডল সভাপতি সুশান্ত দেব বিশালগড় মন্ডল প্রভারি অমর দেবনাথ সহ অন্যান্যরা। তৃপ্তি ঘোষ বিশালগড় আনন্দমার্গ বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। সে ফেসবুকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি করেছিলেন একটি মোবাইলের জন্য। তৃপ্তির বাবা গাড়ী চালক। মঙ্গলবার বিকেলে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ডক্টর মানিক সাহা সহ ছোট্ট তৃপ্তি ঘোষের হাতে মোবাইল তুলে দিয়ে আসেন। প্রদেশ বিজেপি সভাপতি মানিক সাহা। ছোট্ট শিশুটিকে বলেন তুমি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছিলে অনলাইন ক্লাস করতে অসুবিধা হয় একটি মোবাইলের জন্য সেই কারণে আমরা তোমার ফেসবুক লাইভ দেখে বিশালগড় মন্ডল সভাপতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন কে সাড়া দিয়ে মোবাইল দিয়ে গেলাম। আগামী দিনে ওই শিশুটির যাতে পড়াশোনা ক্ষেত্রে নজর থাকবে আমরা সকলের। মোবাইল তুলে দেন ছোট্ট শিশুটির হাতে। সঙ্গে ছিলেন তার মাও। সুজা শিশুটির পিতা গাড়ী চালক গরিব অসহায় বলে মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে মোবাইল তুলে দিয়ে আসেন বাড়িতে।

ফাঁসিতে আত্মহত্যা যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৩ জুলাই।। আর্থিক সংকটের জেরে রাজমিস্ত্রির কাজ করা বয়সে ৪০ এর ফারুক মিয়া ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করে। ঘটনা সোনামুড়া থানাধীন আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত ২ নং ওয়ার্ডে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় ফারুক মিয়া কে বা কার থেকে সুদের উপর টাকা ধার নিয়ে সিমেন্টের পালার দোকান দেয়। কিন্তু ব্যবসায় সাফল্য না পাওয়ায় আর্থিক সংকটে পড়ে যায়। পরবর্তীতে টাকা দিতে না পারায় মানুষের চাপের মুখে পড়ে। ফারুক মিয়া স্ত্রী জানায় গত কাল রাতে মানুষ ভয়ে ঘরে ছিলো না সে। শেষ পর্যন্ত আজ সকালে রান্না ঘরে ফাঁসিতে ঝুলন্ত অবস্থায় মৃত দেহ উদ্ধার হয়। ফারুক মিয়ার এক মেয়ে এবং স্ত্রী রয়েছে বর্তমানে পরিবারটি অসহায় হয়ে পড়েছে।

গন্ডাছড়ায় স্বাস্থ্যকর্মীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৩ জুলাই।। স্বাস্থ্যকর্মী এক যুবকের অকাল মৃত্যুতে গন্ডাছড়ায় শোকের ছায়া। মৃত যুবকের নাম দেবজয় রিয়াং(২৬), বাবা শিব কুমার রিয়াং, বাড়ী গন্ডাছড়া মহকুমার উল্টাছড়া এডিসি ভিলেজের রুহিদা পাড়া। সে ২০১৮ সালে নার্সিং পাশ করে শিলচরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। পরিবার সূত্রে জানা যায় শারীরিক অসুস্থতার কারণে গত রবিবার শিলচরের একটি হাসপাতালে দেবজয়ের মৃত্যু ঘটে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বৃক্ষরোপন কর্মসূচি পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি/ বক্সনগর/ গন্ডাছড়া, ১৩ জুলাই।। দেশের সুরক্ষার পাশাপাশি এবার সামাজিক ভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে বৃক্ষ রোপণের মত মহান কাজে ব্রতী হল গোটা রাজ্য।এই উপলক্ষ্যে সরকারি অফিস থেকে শুরু করে আরক্ষা দপ্তর ও সচেতন জনগণ গোটা উত্তর জেলা জুড়ে বিভিন্ন মূল্যবান বৃক্ষের চারা রোপন করেন।গোটা রাজ্যের সাথে উত্তর জেলার বিভিন্ন ব্লক,পঞ্চায়েত অফিস, থানা ও ফরেস্ট বিট এলাকাগুলিতে বিপুল পরিমাণে বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে বনমহোৎসব পালিত হয়।আর বনদপ্তরের তরফ থেকে বৃক্ষ রোপনের সকল চারা প্রদান করা হয়।সকাল ১১ টা থেকে ১১ টা ২ মিনিটের মধ্যে রাজ্যের ৮ টি জেলায় একযোগে বৃক্ষরোপন করা হয়। তারই অঙ্গ হিসাবে উত্তরের বিভিন্ন প্রান্তের সাথে কদমতলা ব্লকের চেয়ারম্যান সুব্রত দেবের হাত ধরে বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে বনমহোৎসব পালিত হয়। রোপণ করা হয় বিভিন্ন ঔষধি ও মূল্যবান আগরের চারা। সাথে চুরাইবাড়ি ফরেস্ট বিটের উদ্যোগে ও বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত সহ চুরাইবাড়ি থানার উদ্যোগে প্রায় ৭০০ টির বেশি বিভিন্ন মূল্যবান গাছের চারা রোপনের মাধ্যমে বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।তাতে উপস্থিত ছিলেন চুরাইবাড়ি ফরেস্ট বিট অফিসার গৌত্তম দাস,চুরাইবাড়ি থানার ওসি জয়ন্ত দাস, সকল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি গন সহ যেএমসির সদস্যগন। আজকের বৃক্ষ রোপনে রাজ্যজুড়ে ২ মিনিটে চারা রোপণে প্রথম স্থান দখল করে উত্তর জেলা। যার মধ্যে উত্তর জেলায় চারা রোপণ করা হয় ১১১১৭ টি, ঊনকোটি জেলায় ৩৫০০ টি, ধলাই জেলায় ৪৬৭৪ টি,খোয়াই জেলায় ৭৫০০ টি, পশ্চিম জেলায় ৬৩০০ টি, সিপাহী জেলায় ৩৬১১ টি, গোমতী জেলায় ৬১৪০ টি এবং দক্ষিণ জেলায় ৫৭৩৪ টি। আজ গোটা রাজ্য ব্যাপি ২ মিনিটে ৪৮ হাজার ৫৭৬ টি বিভিন্ন মূল্যবান গাছের চারা রোপণ করা হয়। মূলত দেশজুড়ে মহামারি করোনা সংক্রমণে বিভিন্ন সময় অক্সিজেনের অভাবে ইতিমধ্যে দেশের অনেক জনগণের প্রাণহানি হয়েছে।তাই আগামীদিনে অক্সিজেন অভাব দূর করতে এই বৃক্ষরোপন কার্যসূচী। তার সাথে আজকের দিনে সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার জন্য গাছের কোন বিকল্প নেই।গাছপালা না থাকলে প্রণী জগৎ ধংস হয়ে যাবে।তাই আগামীদিনে এই পৃথিবীকে বাসযৌগ্য রাখতে রাজ্য সরকারের পাশাপাশি প্রতিজন নাগরিককে একটি করে বৃক্ষ চারা রোপণ অত্যন্ত প্রয়োজন।

এদিকে, ১৩ই জুলাই আজ কের দিনটি ছিল বনমহোসব আন্তর্জাতিক দিবস।মুখ্য বিষয় হল বন সৃজন ও পরিবেশ রক্ষা কর্ম সূচি অঙ্গ।সোনামুড়া মহকুমার বন বিভাগের উচচ আধিকারিক এই মহকুমায় এক হাজার গাছের চারা রোপন করার জন্য বন মহোৎসবের দিনে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে এবং যথারীতি বৃক্ষরোপণ ও করেছেন।গাছ লাগান প্রান বাচাঁন। স্লওগান কে সামনে রেখে বক্সনগর ফরেস্ট রেঞ্জ এর আধিকারিক বুল বুল দাসের নেতৃত্বে এবং উনার সহ কর্মী সহযোগিতা তিনশত তেশটী বৃক্ষরোপণ করেছেন।আজ সকাল এগারোটা সময় গোটা ব্লক এলাকার সমস্থ সরকারি পরতিষটানে একই সময়ের মধ্যে বৃক্ষরোপণের কর্ম সূচী গ্রহণ করা হয়েছে।বক্সনগর ব্লক আধিকারিক অফিসে পঞ্চায়েত সমিতি র চেয়ারম্যান সঞ্জয় সরকারের উদ্যোগে বিশালসংখ্যক গাছের চারা রোপন করা হ য়েছে সঙ্গে ছিলেন ফরেস্ট রেঞ্জার বি ডি ও ধৃতিশেখ রায়।বক্সনগর দ্ধাদশ শ্রেনী বিদ্যালয়ের এন এস এস ইউনিট ছাত্র ও ছাত্রীরা এবং বন দপ্তরে সহযোগিতা য় পঞ্চাশ টি বৃক্ষরোপণ হয়।ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে প্রধান শিক্ষক সাদানান্দা দের্বমা এস এম সির চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম বিশিষ্ট সমাজ সেবক শ্যামল কান্তি রায়।তাছাড়া কমলনগর ইসকুল বি এস এফ কাম্প কলমচৌড়া বি ওপি বক্সনগর চাউলের গোডাউন রহিমপুর এলাকায় সরকারি প্রতিষ্টানে র মধ্যে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

গোটা রাজ্যের সাথে গন্ডাছড়া মহকুমাতেও মঙ্গলবার বনমহোৎসব পালন করা হয়। এদিন গন্ডাছড়া বন দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত ৭২তম বনমহোৎসবের মূল অনুষ্ঠানটি গন্ডাছড়া টিলা বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন গন্ডাছড়া বন দপ্তরের রেঞ্জার নিরঞ্জন দেবনাথ, টিলাবাড়ী গ্রামের আদাম কারবারী সাগরজিৎ চাকমা, সহ-কারবারী বিশ্বমোহন চাকমা সহ দপ্তরের কর্মীরা। বক্তারা বনমহোৎসবের গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য রাখেন। এদিন টিলাবাড়ী গ্রামের রাস্তার দুপাশে কয়েক শতাধিক বিভিন্ন জাতের চারা গাছ রোপন করা হয়। বনমহোৎসবকে ঘিরে গোটা এলাকায় দারুন উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

বাইক দূর্ঘটনায় আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৩ জুলাই।। বিশালগড় রতন নগর এলাকায় বাইক দুর্ঘটনা আহত দুই যুবক। ঘটনার বিবরণে জানা যায় টিআর ০৭ ৬৫১৪ নম্বরের পালসার বাইক নিয়ে বিশালগড় থেকে দুর্গানগর যাবার পথে রাসেল মিয়া এবং হানিফ মিয়া একটি গবাদিপশুকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শী দেখতে পেয়ে খবর পাঠায় বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। তারা ছুটে গিয়ে আহত দুই যুবককে উদ্ধার করে বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন উভয়েই।তাদের বাড়ি দুর্গা নগর এলাকায়।

তেলিয়ামুড়ায় বিস্তর পরিমাণে বেআইনি গাছের লগ বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৩ জুলাই।। বনদস্যুদের বাড়বাড়ন্তে তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন এলাকার বন কেটে উজাড় হচ্ছে। বনদস্যুরা ক্রমাগত বনের মূল্যবান কাঠ কেটে উজার করে দিচ্ছে। ফলে বন ধ্বংসের পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।আর এই বনদস্যুদের বিরুদ্ধে এবার সক্রিয় হয়ে মাঠে নামতে তৎপর তেলিয়ামুড়া ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার সুপ্রিয় দেবনাথের নেতৃত্বে বনদপ্তরের একটি দল। খবরে জানা যায়, মঙ্গলবার ভোর বেলা তেলিয়ামুড়া ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার সুপ্রিয় দেবনাথের কাছে গোপন খবর আসে উত্তর মহারানী এলাকার কাছাকাছি জায়গা থেকে একটি গাড়ি বিপুল পরিমাণে মূল্যবান অবৈধ কাঠ বোঝাই করে নমনঞ্জয় বাড়ি হয়ে শান্তি নগর এলাকার দিকে যাবে। সেই খবরের ভিত্তিতে বনদপ্তরের কর্মীদের নিয়ে তেলিয়ামুড়া ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার সুপ্রিয় দেবনাথ মঙ্গলবার ভোর রাত্র থেকেই উৎ পেতে বসে থাকে। সেই খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার সকালে আনুমানিক সাতটা নাগাদ সেই অবৈধ কাঠ বোঝাই গাড়িটি প্রত্যক্ষ করে গাড়ি থেকে অবৈধ প্রচুর পরিমাণে কাঠ আটক করে বনকর্মীরা। যদিও গাড়িতে থাকা গাড়ির চালক এবং সহ চালক বন কর্মীদের চোখে ধুলো দিয়ে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়।এ প্রসঙ্গে তেলিয়ামুড়া ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার সুপ্রিয় দেবনাথ জানান, গাড়িতে মোট আনুমানিক ২ কামের মতো অবৈধ মূল্যবান কাঠ রয়েছে। গাড়ি সহ অবৈধ কাঠ গুলির আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় তিন লক্ষাধিক টাকার মতো।তবে তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের অধীনে বিস্তীর্ণ বনভূমিতে এখনো সক্রিয় রয়েছে বনদস্যুরা। এই বনদস্যুরাই বনের মূল্যবান কাঠ গুলি কেটে বন উজাড় করে দিচ্ছে। এদের বিরুদ্ধে বনদপ্তর কে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জোরালো দাবি জানানো হয়েছে বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা থেকে শুরু করে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সচেতন মহল থেকে।

চেয়েছে রাজ্য

● প্রথম পাতার পর

কল্যানীর রিপোর্ট বি.১.৬১৭.২ ডেল্টা প্লাস ভেরিয়েন্ট বলে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। সেই মতো, ত্রিপুরায় ডেল্টা প্লাস ভেরিয়েন্টের অস্তিত্ব রয়েছে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। কিন্ত, ১১ জুলাই পিআইবি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে ত্রিপুরায় ডেল্টা প্লাস ভেরিয়েন্ট পাওয়া যায়নি। তবে, ডেল্টা ভেরিয়েন্টের অস্তিত্ব রয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রী বলেন, দুইটি রিপোর্ট কেন্দ্রের তরফে এসেছে। ফলে কোনটা সত্য সেটা জানার জন্য কেন্দ্রের দ্বারস্ত হয়েছে ত্রিপুরা সরকার। তাঁর বক্তব্য, জনমনে বিভ্রান্তি দূর করার জন্য গত ১২ জুলাই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের কাছে স্পষ্টীকরণ চেয়েছে ত্রিপুরা সরকার।

করা হবে

● প্রথম পাতার পর

থাকতেন। পূর্বের নিয়োগ নীতি অনুসারে মোট পদের অর্ধেক সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ও অবশিষ্ট অর্ধেক পদ পদন্নোতির ভিত্তিতে পূরণ করা হতো। কিন্তু বর্তমান সংশোধিত নিয়ম নীতি অনুসারে ১০০ শতাংশ অধক্ষ পদে সরাসরি নিয়োগ করা হবে। অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ও অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর পদে ১৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে এই ক্ষেত্রে সুযোগ থাকবে। সাথে পি. এইচ. ডি, পাবলিকেশন, রিসার্চ, সেমিনার আয়োজন করার অভিজ্ঞতার বিষয়টিও স্থান পাবে। এই পদ্ধতিতে নিয়োগপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের প্রাথমিক বেতন হবে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ২০০ টাকা ও সাথে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা। পাঁচটি ডিপ্লোমা টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে এ.আই.সি.টি.ই নিয়ম অনুসারে অধ্যক্ষ নিয়োগের করা হবে। এ ক্ষেত্রও ডিগ্রি কলেজের ন্যায় একই পদ্ধতিতে নিয়োগ করা হবে।

কুড়াল রাজ্য

● প্রথম পাতার পর

দেখেছেন। তাঁরা হোম আইসোলেসনে থাকা করোনা আক্রান্তদের সাথে দেখা করেছেন। স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিক, জেলা শাসকদের সাথে বৈঠক করেছেন। বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখেছেন। শিক্ষামন্ত্রী জানান, খোয়াই, ঊনকোটি এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ওই টিম পরিদর্শন করেছেন। সমস্ত কিছু পর্যালোচনা করে তাঁরা রিপোর্ট দিয়েছেন।

শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, কেন্দ্রীয় টিমের রিপোর্ট মোতাবেক ত্রিপুরায় করোনা মোকাবিলায় প্রসংশনীয় কাজ হয়েছে। পর্যাপ্ত নমুনা পরীক্ষা, এমনকি গ্রামীণ এলাকাতেও সন্তোষজনক নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, বিমান বন্দর, হাসপাতাল, রেলওয়ে স্টেশন সহ বিভিন্ন স্থানে নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, কোভিড ওয়ার রুম সুচারুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। পর্যাপ্ত অ্যাম্বুলেন্স-র ব্যবস্থাও রয়েছে। তাঁর দাবি, মাস্ক পরিধানে পুলিশের কঠোর নজরদারি রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে। শুধু তাই নয়, করোনা আক্রান্তদের চিকিতায় বরাদ্দ মোট শয্যার মাত্র ৪০ শতাংশ ব্যবহৃত হয়েছে, সে বিষয়টিও কেন্দ্রীয় রিপোর্টে গুরুত্ব পেয়েছে।

তিনি জোর গলায় বলেন, সক্ষম নেতৃত্ব এবং সন্তোষজনক সমন্বয় করোনা মোকাবিলায় ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় টিমের প্রশংসা কুড়িয়েছে। এমনকি আজ, প্রধানমন্ত্রীও টিকাকরণে দেশে শীর্ষস্থানে থাকার জন্য প্রশংসা করেছেন।

ডেপুটেশন

● প্রথম পাতার পর

সরকারের নতুন করে নিয়োগ করার কোন উদ্যোগ নেই।

পূর্বে চাকুরির দাবিতে বেকার এ এন এম ও এম পি ডব্লিউ বেকারদের পক্ষ থেকে আন্দোলন গড়ে তোলা হলে, ১০০ জন এম পি ডব্লিউ বেকারকে ৬ মাসের চুক্তিবদ্ধ ভাবে নিয়োগ করার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। এবং মৌখিকভাবে ইন্টারভিউ নেওয়া হয়। কিন্তু দেখা গেছে কোন ধরনের সিনিয়ারিটি না মেনে দুর্নীতিগত ভাবে নিয়োগ করা হয়েছে। আর তারই প্রতিবাদে মঙ্গলবার বেকার এম পি ডব্লিউ এবং এ এন এম -এর একটি প্রতিনিধিদল গোর্খাবস্তিস্থিত স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেও কোনরকম সদুত্তর পায়নি। কিন্তু পূর্বেও বহুবার স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছিল এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রীর সাথে দেখা করার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন যাবৎ বেকার এম পি ডব্লিউ এবং এ এন এম কর্মীরা হতাশায় ভুগছে। সরকারের কাছে দাবি জানানো হচ্ছে সরকার যাতে সমস্ত নার্সিং বেকার যুবক যুবতীদের নিয়োগের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। নয়তো সমস্ত বেকার যুবক যুবতীরা আইনের পথে হাঁটবে বলে সরকারকে হুশিয়ারি দেন।

বিদায় নিলেন

● প্রথম পাতার পর

তিনি ২০১৯ সালের ২৯ জুলাই ত্রিপুরার ১৮তম রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। ইতিপূর্বে সাংসদ হিসেবে দীর্ঘ সময় সংসদীয় রাজনীতিতে দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। ১৯৯৬ সাল থেকে ২৩ মে ২০১৯ পর্যন্ত তিনি রায়পুর থেকে সাংসদ ছিলেন। তার আগে তিনি ১৯৮৯ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত সাংসদ ছিলেন। অটল বিহারী বাজপেয়ীর মন্ত্রিসভায় ৯ জানুয়ারী থেকে ২৩ মে ২০০৪ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রকের রাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন। তেমনি, ২৯ জানুয়ারী ২০০৩ থেকে ৮ জানুয়ারী ২০০৪ পর্যন্ত খনি মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০০ থেকে ২৯ জানুয়ারী ২০০৩ পর্যন্ত তিনি কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের রাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন। ১৩ অক্টোবর ১৯৯৯ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০০ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় রসায়ন ও সার মন্ত্রকের রাষ্ট্র মন্ত্রী, মার্চ ১৯৯৮ থেকে অক্টোবর ১৯৯৯ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ইস্পাত ও খনি মন্ত্রকের রাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে সফলতা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

২০১৯ সালে তাঁকে প্রথম ত্রিপুরার রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এখন তিনি ঝাড়খন্ডের রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব সামলাবেন। আগামীকাল তিনি ওই রাজ্যের রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নেবেন। সর্বদা হাসিমুখে থাকা রমেশ বৈশ ত্রিপুরায় রাজ্যপাল থাকাকালীন শাসক এবং বিরোধী উভয়ের সমস্যা শুনেছেন। শুধু তাই নয়, সেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টাও করেছেন।

অসম

● প্রথম পাতার পর

অধিক সংক্রমণের হার দেখা গেছে। সে মোতাবেক পশ্চিম জেলায় ৪৭.১০ শতাংশ, পূর্ব জেলায় ২১.১৩ শতাংশ, দক্ষিণ জেলায় ১৮.০৪ শতাংশ এবং উত্তর জেলায় ১২.৬৪ শতাংশ সাপ্তাহিক সংক্রমণের হার রয়েছে। ওই রাজ্যে পূর্ব জেলায় সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে। এদিকে, ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সী ৯৫ শতাংশ যোগ্য ব্যক্তির প্রথম ডোজটিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে।

পূর্বোত্তরে সাপ্তাহিক সংক্রমনে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মেঘালয়। ওই রাজ্যে সাপ্তাহিক সংক্রমণের হার ১৪.৭৭ শতাংশ। রাজ্যে মাত্র ১১ শতাংশ নমুনা আরটি-পিসিআর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হচ্ছে। মেঘালয়ে ৭টি জেলায় ১০ শতাংশের অধিক সংক্রমণের হার রয়েছে। তাতে, উত্তর গারো পাহাড় ৩১.৯৩ শতাংশ, রি ভৈ ২৯.৫৩ শতাংশ, পূর্ব খাসি পাহাড় ২০.৫৭ শতাংশ, দক্ষিণ গারো পাহাড় ১৬.৩১ শতাংশ, পশ্চিম জয়ন্তিয়া পাহাড় ১৪.৯৬ শতাংশ, পূর্ব জয়ন্তিয়া পাহাড় ১০.৯৬ শতাংশ এবং পশ্চিম খাসি পাহাড়ে ১০.৫৩ শতাংশ সংক্রমণের হার রয়েছে। ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সী ৩৪ শতাংশ যোগ্য ব্যক্তির প্রথম ডোজ টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে।

এদিকে, এই অঞ্চলে মণিপুর সাপ্তাহিক হারের নিরিখে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। মণিপুরে সাপ্তাহিক সংক্রমণের হার ১৪.৬৯ শতাংশ। সারা রাজ্যে ১৯ শতাংশ নমুনা আরটি-পিসিআর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হচ্ছে। ওই রাজ্যে ৮টি জেলায় সংক্রমণের ১০ শতাংশের অধিক পাওয়া গেছে। তাতে, তেংনৌপাল ৫৭.৩৯ শতাংশ, বিষ্ণুপুর ২৬.০২ শতাংশ, কাকচিং ২১.৪৮ শতাংশ, থৌবাল ১৮.৯৯ শতাংশ, ইম্ফল পশ্চিম ১৮.৭৩ শতাংশ, ইম্ফল পূর্ব ১৬.৮২ শতাংশ, চুরাচান্দপুর ১৪.০৭ শতাংশ এবং কাংপকপি জেলায় ১১.৯২ শতাংশ সংক্রমণের হার রয়েছে। রাজ্যে ১৮ থকে ৪৪ বছর বয়সী ৪০ শতাংশ যোগ্য ব্যক্তির প্রথম ডোজ টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সাপ্তাহিক সংক্রমনে ত্রিপুরা চতুর্থ স্থানে রয়েছে। রাজ্যে ৯.৩৯ শতাংশ সাপ্তাহিক সংক্রমণের হার রয়েছে। মাত্র ২৮ শতাংশ নমুনা আরটি-পিসিআর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হচ্ছে। ত্রিপুরায় তিনটি জেলায় সংক্রমণের হার ১০ শতাংশের অধিক রয়েছে। তাতে, খোয়াই জেলায় ২২.৫৪ শতাংশ, ঊনকোটি জেলায় ১৫.১৪ শতাংশ এবং ধলাই জেলায় ১১.৫৪ শতাংশ সংক্রমণের হার রয়েছে। রাজ্যে ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সী ৭৪ শতাংশ যোগ্য ব্যক্তির টিকাকরণের প্রথম ডোজ সম্পন্ন হয়েছে।

মিজোরামে সাপ্তাহিক সংক্রমণের তুলনামূলক কম রয়েছে। ওই রাজ্যে সাপ্তাহিক সংক্রমণের হার ৮.১৫ শতাংশ। রাজ্যে ১৭ শতাংশ নমুনা আরটি-পিসিআর মাধ্যমে প্রক্ষা করা হচ্ছে। তিনটি জেলায় সংক্রমণের হার ১০ শতাংশের অধিক রয়েছে। তাতে, লবঙতলেই ২৮.৯ শতাংশ, লুংলেই ১৫.২১ শতাংশ এবং আইজল জেলায় ১১.২৭ শতাংশ সংক্রমণের হার রয়েছে। রাজ্যে ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সী ৭৪ শতাংশ যোগ্য ব্যক্তির প্রথম ডোজ টিকাকরণ হয়েছে।

এদিকে, নাগাল্যান্ড-এ সাপ্তাহিক সংক্রমণের হার ৭.১৪ শতাংশ। রাজ্যে ৩৭ শতাংশ নমুনা আরটি-পিসিআর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হচ্ছে। তিনটি জেলায় সংক্রমণের হার ১০ শতাংশের অধিক। লুনগ্লেং ২২.৫ শতাংশ, কোহিমা ১৮.৪৩ শতাংশ এবং তুইনসাং জেলায় ১৪.৭১ শতাংশ সংক্রমণের হার রয়েছে। ওই রাজ্যে ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সী ৩০ শতাংশ যোগ্য ব্যক্তির টিকাকরণ হয়ে গেছে।

অরুনাচল প্রদেশে সাপ্তাহিক সংক্রমণের হার ৬.৭৪ শতাংশ। রাজ্যে মাত্র ৩ শতাংশ নমুনা আরটি-পিসিআর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হচ্ছে। পাঁচটি জেলায় সংক্রমণের হার ১০ শতাংশের অধিক। কুরুং কুমেই ২১.৭১ শতাংশ, কামলে ১৫.৭৯ শতাংশ, পূর্ব সিয়াং ১৩.০৬ শতাংশ, দিবাং ভ্যালি ১২ শতাংশ এবং অনো জেলায় ১০.৩০ শতাংশ সংক্রমণের হার রয়েছে। ওই রাজ্যে ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সী ৬১ শতাংশ যোগ্য ব্যক্তির টিকাকরণ হয়ে গেছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সবচেয়ে কম সাপ্তাহিক সংক্রমণের হার অসমে। অসমে সাপ্তাহিক সংক্রমণের হার ৪.৪১ শতাংশ। রাজ্যে ১২ শতাংশ নমুনা আরটি-পিসিআর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হচ্ছে। চারটি জেলায় সংক্রমণের হার ১০ শতাংশের অধিক। ছারায়দেও ১৪.০১ শতাংশ, জোরহাট ১২.২৭ শতাংশ, লাখিমপুর ১০.১৫ শতাংশ এবং গোলাঘাট জেলায় ১০.০৮ শতাংশ সংক্রমণের হার রয়েছে। ওই রাজ্যে ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সী ২৯ শতাংশ যোগ্য ব্যক্তির টিকাকরণ হয়ে গেছে।

করোনা বহুরূপী

● প্রথম পাতার পর

গ্রাম থাকবে, কিছু কর্মকর্তা খুব অভিনব উপায়ে এই জিনিসগুলি পরিচালনা করবেন। ওই সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি চিহ্নিত করে, আমরা তাদের যত বেশি প্রচার করব, ততই সংক্রমণ নিয়ত্রান সহজতর করা হবে। তিনি বলেন, করোনা ভাইরাসের প্রতিটি বৈকল্পিকের দিকেও আমাদের নজর রাখতে হবে। কারণ এটি অত্যন্ত বহুরূপি। এটি ঘন ঘন এর চেহারা পরিবর্তন করে এবং এর কারণে এটি আমাদের জন্যও চ্যালেঞ্জ তৈরি করে এবং তাই আমাদের প্রতিটি বৈকল্পিকের উপর খুব গভীর নজর রাখতে হবে। তাঁর কথায়, বিবর্তনের পরে এটি কতটা বিচলিত হবে তা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা নিয়মিত অধ্যয়ন করছেন। পুরো টিম প্রতিটি পরিবর্তন দেখছে। যেমন একটি পরিস্থিতিতে প্রতিরোধ এবং চিকিতা এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই দুটি সম্পর্কিত ব্যবস্থাগুলিতে আমাদের আমাদের পুরো শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। তিনি বলেন, ভাইরাসটির আক্রমণ রুখতে দুই গজ দূরত্বে থেকে মুখোশ এবং ভ্যাকসিনের ব্যবহারে তাকে দুর্বল করে দেবে এবং আমরা এটি গত দেড় বছরের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি। অন্যদিকে, পরীক্ষা, ট্র্যাকিং এবং চিকিতা সম্পর্কিত আমাদের কৌশল, যা আমাদের পরিকাঠামো এটি যদি আরও ভাল হয় তবে আমরা আরও বেশি করে জীবন বাঁচাতে সক্ষম হব। তাঁর দাবি, এটি গোটা বিশ্বের অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এবং তাই প্রতিটি নাগরিককে ক্রমাগত প্রতিরোধের জন্য তৈরি বিধিগুলি অনুসরণ করতে উতাহিত করতে হবে। নাগরিক সমাজের লোকেরা, ধর্মীয় সমাজের জীবনের সামনে যে মানুষেরা থাকুক না কেন, এই বিষয়গুলি বারবার সামনে আসতে থাকে, এ-জন্য চেষ্টা করতে হবে।

তিনি স্বীকার করেন, এটি সত্য যে করোনার কারণে পর্যটন এবং ব্যবসা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তবে আজ আমি খুব দৃঢ়তার সাথে বলছি পাহাড়ী এলাকায় বাজারে কেউ মাস্ক পরে না, প্রোটোকল অনুসরণ করে না, এটি উদ্বেগের বিষয়। তিনি বলেন, অনেক সময় আমরা যুক্তি শুনি এবং কিছু লোক বুক ফুলিয়ে বলেন, তৃতীয় তরঙ্গ আসার আগে আমরা উপভোগ করতে চাই। তিনি বলেন, এই জিনিসটি লোকদের কাছে ব্যাখ্যা করা গুরুত্বপূর্ণ, তৃতীয় তরঙ্গ নিজে থেকে আসবে না। সাথে তিনি বলেন, কখনও কখনও মানুষ প্রশ্ন করেন তৃতীয় তরঙ্গ জন্য প্রস্তুতি কি? তৃতীয় তরঙ্গের জন্য আপনি কী করবেন? তিনি পরামর্শের সুরে বলেন, আজ আমাদের মনে প্রশ্ন থাকা উচিত যে তৃতীয় তরঙ্গ আসতে বাধা দেওয়া কীভাবে? কীভাবে আমাদের প্রোটোকলগুলি দক্ষতার সাথে কার্যকর করা যায়? তাঁর কথায়, করোনার নিজে থেকে আসে না। কেউ তাকে নিয়ে আসে এবং তাই আমরা যদি এই জিনিসগুলির সমান যত্ন নিই তবে আমরা তৃতীয় তরঙ্গটিও থামাতে সক্ষম হব। তাঁর মতে, আসার পরে কি করতে হবে এটি ভিন্ন বিষয়। তবে এটি আসতে বাধা দেওয়া একটি প্রধান বিষয় এবং এর জন্য আমাদের আমাদের নাগরিকদের প্রতি কিছুটা আপস করতে হবে না, অধ্যবসায় করার কারণে, প্রোটোকলটি অনুসরণ করা হয়েছে এবং বিশেষজ্ঞরা বার বার এই সতর্কতাও দিচ্ছেন। অসাবধানতা, উপচে পড়া ভিড়ের কারণে করোনার সংক্রমণে বিশাল লাফ দিতে পারে। সে কারণেই এটি গুরুত্বপূর্ণ যে প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি পদক্ষেপকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়া উচিত। আমাদের যে ইভেন্টগুলি আরও বেশি ভিড় একত্রিত করে সেগুলি বন্ধ করার চেষ্টা করা উচিত।

তিনি জানান, টিকাকরণ, নমুনা পরীক্ষার জন্য সারা দেশের সাথে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পরীক্ষা এবং চিকিতা সম্পর্কিত পরিকাঠামো গঠনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২৩০০০ কোটি টাকা অনুমোদন দিয়েছে।

াঙ্গন

অলিম্পিকের আগে ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের উদ্দীপ্ত করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ টোকিও অলিম্পিকে অংশ নিতে যাওয়া ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে এক আলাপচারিতায় অংশ নিয়েছেন। প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে যাওয়া খেলোয়াড়দের মনোবল চাঙ্গা করতে প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগ। অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী অনুরাগ ঠাকুর, দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রী নিশীথ প্রামানিক এবং আইন মন্ত্রী শ্রী কিরেণ রিজিজু উপস্থিত ছিলেন। এক ঘরোয়া এবং স্বতঃস্ফূর্ত আলাপচারিতায় প্রধানমন্ত্রী খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করেছেন এবং তাঁদের পরিবার যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তার জন্য তিনি তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তীরন্দাজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে যাওয়া দীপিকা কুমারির সঙ্গে কথা বলার সময় প্রধানমন্ত্রী তাঁকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপে সোনা পাওয়ায় অভিনন্দন জানান। তীর ছুঁড়ে আম পাড়ার মধ্য দিয়ে দীপিকার তীরন্দাজী জীবন শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রী এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে তাঁর খেলোয়াড় জীবনের কথা জানতে চান। কঠিন পরিস্থিতিতে যেভাবে তীরন্দাজ খেলোয়াড় প্রবীণ যাদব, তার লক্ষ্য পূরণে এগিয়ে চলেছেন, প্রধানমন্ত্রী তার প্রশংসা করেছেন। তিনি প্রবীণের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় তাদের প্রয়াসের প্রশংসা করেন। শ্রী মোদী পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মারাঠী ভাষায় আলাপচারিতা করেছেন।

জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়ার সঙ্গে কথা বলার সময় প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় সেনাবাহিনীতে তাঁর কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চান। শ্রী চোপড়া যে আঘাত পেয়েছিলেন, সেটি থেকে বর্তমানে কতটা সুস্থ হয়েছেন, এবিষয়েও প্রধানমন্ত্রী খোঁজ খবর নেন। প্রত্যাশার চাপে তিনি যাতে উদ্বিগ্ন না হন, প্রধানমন্ত্রী, নীরজ চোপড়াকে সেই পরামর্শ দিয়েছেন। স্পিন্টার দ্যুতি চাঁদের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় প্রধানমন্ত্রী প্রথমেই তার নামের অর্থ নিয়ে কথা বলেন। খেলোয়াড় হিসেবে তাঁর দক্ষতার প্রশংসা করে তিনি বলেছেন, দ্যুতি চাঁদ দক্ষতার মধ্য দিয়ে উৎসাহের আলো ছড়িয়ে দিচ্ছেন। তিনি তাঁকে ভয় মুক্তভাবে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন এবং বলেন গোটা দেশ তাঁর সঙ্গেই রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বক্সার আশীষ কুমারের কাছে জানতে চান, কেন তিনি বক্সিংকে বেছে নিয়েছেন। কোভিড --- ১৯ এ আক্রান্ত হওয়ার সময় কিভাবে তিনি প্রশিক্ষণ চালিয়ে গেছেন, শ্রী মোদী সেবিষয়েও প্রশ্ন করেন। তার পিতৃ বিয়োগ সত্ত্বেও আশিষ যেভাবে লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে চলেছেন, প্রধানমন্ত্রী তার প্রশংসা করেছেন। এই ক্রীড়াবিদ জানান, সঙ্কটের সময় কিভাবে পরিবার, পরিজন এবং বন্ধুবান্ধব তার পাশে ছিলেন। শ্রী মোদী এই প্রসঙ্গে ক্রিকেটার শচীন তেন্ডুলকরের পিতৃ বিয়োগের পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেন এবং খেলার মধ্য দিয়ে কেমন করে শচীন, তার বাবাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন, সেই বিষয়টি স্মরণ করেন।

বক্সার মেরি কমের প্রশংসা করে শ্রী মোদী বলেছেন, অনেক খেলোয়াড়ের কাছে তিনি বর্তমানে আদর্শ। কিভাবে পরিবারের দায়িত্ব সামলে মেরি কম খেলাধুলো চালিয়ে যাচ্ছেন, বিশেষত এই মহামারীর সময়েও, প্রধানমন্ত্রী সেবিষয়েও জানতে চান। প্রধানমন্ত্রী, মেরি কমের পছন্দের মুষ্ঠাঘাত এবং পছন্দের খেলোয়াড়ের বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তিনি তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় পি ভি সিন্ধুর সঙ্গে কথা বলার সময় শ্রী মোদী হায়দ্রাবাদের গাছিওয়ালিতে তার

অনুশীলনের বিষয়ে জানতে চান। প্রশিক্ষণের সময় সঠিক খাদ্যাভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা কতটা সে সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী খোঁজ খবর নেন। তিনি সিন্ধুর বাবা, মা —কে সেই সব ছেলে মেয়েদের বাবা— মাদের পরামর্শ দিতে বলেন, যাঁরা নিজেদের সন্তানকে খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তুলতে চান। পি ভি সিন্ধুকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, প্রতিযোগিতার শেষে তারা যখন দেশে ফিরে আসবেন, তখন তিনি তাদের সঙ্গে আইসক্রিম খাবেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্যুটার এলাভেলিন বালারিভানের কাছে জানতে চান, কেন তিনি শ্যুটিংএ উৎসাহিত হয়েছিলেন। বালারিভান, আমেদাবাদে বড় হয়েছেন। সেই বিষয়টি উল্লেখ করে শ্রী মোদী, তাঁর সঙ্গে গুজরাটি ভাষায় কথা বলেন এবং তার মা-বাবাকে তামিল ভাষায় শুভেচ্ছা জানান। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, এলাভেলিনের শৈশবের বাসস্থান যে অঞ্চলে, তিনি সেই মণিনগরের বিধায়ক ছিলেন। কিভাবে এলাভেলিন লেখাপড়া এবং শ্যুটিং ---এর প্রশিক্ষণ একইভাবে চালিয়ে গেছেন, শ্রী মোদী সে বিষয়ে জানতে চান।

প্রধানমন্ত্রী আরেক শ্যুটার সৌরভ চৌধুরির সঙ্গে কথা বলার সময় মনোসংযোগ বাড়ানো ও মনকে শান্ত রাখার ক্ষেত্রে যোগের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন। বর্ষীয়ান টেবিল টেনিসের খেলোয়াড় শরৎ কোমলের সঙ্গে কথা বলার সময় প্রধানমন্ত্রী জানতে চান, আগের অলিম্পিকের সঙ্গে বর্তমান অলিম্পিকের পার্থক্য কোথায়। মহামারীর ফলে অলিম্পিক কতটা প্রভাবিত হয়েছে, তিনি সেবিষয়েও আলোচনা করেন। শ্রী মোদী বলেছেন, শরৎ কোমলের অভিজ্ঞতা ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের সাহায্য করবে। আরেক টেবিল টেনিস খেলোয়াড় মণিকা বাত্রার দরিদ্র শিশুদের প্রশিক্ষণের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, খেলার সময় মণিকা হাতে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত ব্র্যান্ড পরে থাকেন। মণিকার কাছে তিনি জানতে চান, খেলার থেকে চাপ কমানোর জন্যই কি তিনি নাচ-কে বেছে নিয়েছেন। ভিনেশ ফোগাতকে প্রধানমন্ত্রী জিজ্ঞেস করেছেন, তার পরিবারের সদস্যরা কুস্তিগীর হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে তিনি প্রত্যাশা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন। শ্রী মোদী, ভিনেশের বাবার সঙ্গে কথা বলেন এবং জানতে চান, তার প্রতিভাধর মেয়েদের তৈরি করতে তিনি কি কি ব্যবস্থা নেন। সাঁতারে স্বজন প্রকাশ কিভাবে গুরুতর চোট থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন, শ্রী মোদী সেবিষয়েও জানতে চেয়েছেন।

হকির মনপ্রীত সিং এর সঙ্গে কথা বলার সময় প্রধানমন্ত্রী তাঁকে মেজর ধ্যানচাঁদের মতো কিংবদন্তী খেলোয়াড়ের কথা উল্লেখ করেছেন এবং আশা করেন, মনপ্রীতের দল প্রত্যাশা পূরণ করবে।

টেনিস খেলোয়াড় সানিয়া মির্জার সঙ্গে কথা বলার সময় শ্রী মোদী বলেছেন, টেনিসের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। এক্ষেত্রে নতুন ক্রীড়াবিদদের তিনি কি কি পরামর্শ দেবেন, শ্রী মোদী সে বিষয়ে জানতে চান। টেনিস কোর্টে অংশীদারের সঙ্গে কিভাবে তিনি বোঝাপড়া করেন, শ্রী মোদী সে সম্পর্কেও জানতে চান। এই প্রসঙ্গে গত ৫ — ৬ বছর ধরে ক্রীড়া জগতের পরিবর্তন সানিয়া কতটা বুঝতে পেরেছেন, শ্রী মোদী সে বিষয়ে প্রশ্ন করেন। সানিয়া মির্জা জবাবে জানিয়েছেন, সম্প্রতি ভারতীয় খেলোয়াড়দের যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছে, তার প্রতিফলন খেলার মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে।

ভারতীয় ক্রীড়াবিদ উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মহামারীর কারণে তিনি তাঁদের সঙ্গে মুখোমুখি বসতে পারলেন না। মহামারী বিভিন্ন রীতি নীতির পরিবর্তন ঘটিয়েছে, এই পরিবর্তন অলিম্পিক্সেও অনুভব করা যাচ্ছে। তাঁর মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী, অলিম্পিক্স-এ অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের জন্য দেশবাসীকে উৎসাহ দিতে অনুরোধ জানিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি #Cheer4India —র জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেছেন, সারা দেশ খেলোয়াড়দের সঙ্গে রয়েছে এবং তাদের আর্শীবাদ সবসময় খেলোয়াড়রা পাবেন। শ্রী মোদী, জনসাধারণকে নমো অ্যাপের মাধ্যমে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করার জন্য সকলকে লগ ইন করতে বলেছেন। "খেলার মাঠে ঢোকার সময় সব খেলোয়াড়দের ১৩৫ কোটি ভারতবাসীর আর্শীবাদ ও শুভেচ্ছা রয়েছে বলে জানিয়েছেন।"

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, খেলোয়াড়দের অভিন্ন কিছু বৈশিষ্ট রয়েছে। এগুলি হল : দৃঢ়চেতা, দৃঢ় প্রত্যয়, ইতিবাচক মনোভাব, শৃঙ্খলা পরায়ণ, লক্ষ্য পূরণে স্থির থাকা এবং খেলায় নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করা। শ্রী মোদী বলেছেন, খেলোয়াড়দের মধ্যে অঙ্গীকার পূরণের দায়বদ্ধতা এবং প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা রয়েছে। এই গুণ নতুন ভারতের মধ্যে দেখা যায়। নতুন ভারত এবং দেশের ভবিষ্যৎ আজ খেলোয়াড়দের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, দেশের নতুন ভাবনা ও নতুন ধারা আজ খেলোয়াড়দের সঙ্গে রয়েছে। তাদের মনোবল দেশের জন্য আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খেলোয়াড়রা যাতে চাপ মুক্ত হয়ে খেলতে পারেন, পুরো সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে মাঠে নামেন, সেদিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। সম্প্রতি ক্রীড়াবিদদের সাহায্য করার জন্য ভাবনা চিন্তায় পরিবর্তন এসেছে।

ক্রীড়াবিদরা যাতে ভালো প্রশিক্ষণ শিবির এবং উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারেন, তার জন্য সব রকমের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এখন খেলোয়াড়দের আরো বেশি করে আন্তর্জাতিক পরিবেশে খেলাধুলো করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এতো স্বল্প সময়ে বিরাট পরিবর্তনের ফলে ক্রীড়াবিদদের বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানে যোগদানের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

প্রথমবারের মতো এতো বেশি সংখ্যক খেলোয়াড় অলিম্পিক্সে যোগ্যতা অর্জন করায় শ্রী মোদী সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। "ফিট ইন্ডিয়া" এবং "খেলো ইন্ডিয়া" ---র মতো অভিযান চলছে। এবারই প্রথম ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা অলিম্পিকে সব থেকে বেশি খেলাধুলায় অংশ নিচ্ছেন। বেশ কয়েকটি প্রতিযোগিতায় ভারত, এবারই প্রথম অংশগ্রহণে ছাড়পত্র পেল। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তরুণ ভারতের মধ্যে যে আস্থা ও শক্তি তিনি দেখতে পান, তার থেকে এটা স্পষ্ট যে নতুন ভারতের কাছে বিজয়ী হওয়াই একমাত্র অভ্যাসে পরিণত হবে, সে দিন আর বেশি দূরে নেই। খেলোয়াড়দের নিজেদের সেরা জিনিসটি প্রতিযোগিতার সময় দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে শ্রী মোদী দেশবাসীকে "চিয়ারফরইন্ডিয়া" ---য় সামিল হতে আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ১৪ হাজার রানের মালিক গেইল

সিডনি, ১৩ জুলাই (হি. স.): অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে ৩৮ বলে ৬৭ রান করলেন 'দ্য ইউনিভার্স বস' ক্রিস গেইল। সেই সঙ্গে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ১৪ হাজার রানের মালিক হয়েছেন ক্রিস গেইল। টো-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এখন তার মোট রান ১৪ হাজার ৩৮। তার ক্যারিয়ারে রয়েছে.২২টি শতক ও ৮৭টি অর্ধশতক। সর্বোচ্চ ইনিংস অপরাজিত ১৭৫। গড় ৩৭.৫৫ ও স্ট্রাইকরেট ১৪৬.০৬।

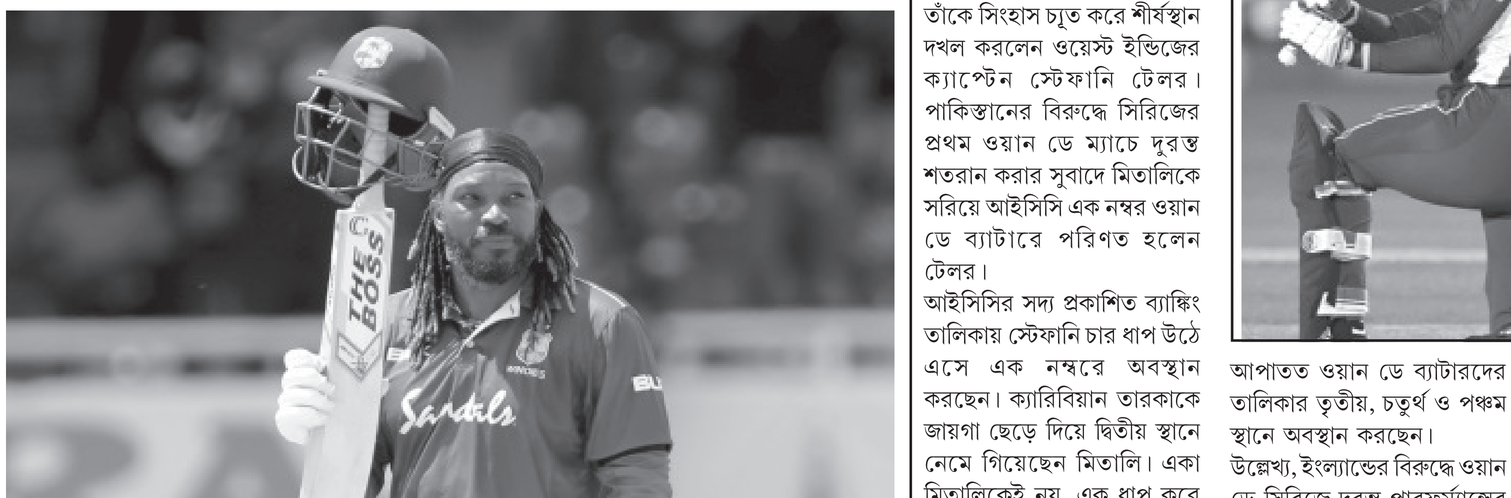

স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রানের তালিকায় গেইলের ধারেকাছে আর কেউ নেই। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১০ হাজার ৮৩৬ রান করেছেন আর এক ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটার। কাইরন পোলার্ড রয়েছেন তালিকার দুই নম্বরে। ১০ হাজার ৭৪১ রান রান করে পোলার্ডের কাঁধে নিঃশ্বাস ফেলছেন পাকিস্তানি ক্রিকেটার শোয়েব মালিক। ১০ হাজার ১৭ রান করে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ডেভিড ওয়ার্নার। এই তালিকার পঞ্চম স্থানে আছেন যৌথভাবে বিরাট কোহলি ও ব্রেন্ডন ম্যাককালাম। দুজনের রান সংখ্যা ৯৯২২। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ১৪ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন গেইল।

সিংহাসন চ্যূত মিতালি, আইসিসির ওয়ান ডে ব্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে স্টেফানি টেলর

দুবাই, ১৩ জুলাই (হি. স.): খুব বেশিদিন আইসিসির ওয়ান ডে ব্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান নিজের দখলে রাখতে পারলেন না ভারতীয় তারকা মিতালি রাজ। তাঁকে সিংহাস চ্যূত করে শীর্ষস্থান দখল করলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্যাপ্টেন স্টেফানি টেলর। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম ওয়ান ডে ম্যাচে দুরন্ত শতরান করার সুবাদে মিতালিকে সরিয়ে আইসিসি এক নম্বর ওয়ান ডে ব্যাটারে পরিণত হলেন টেলর।

আইসিসির সদ্য প্রকাশিত ব্যাঙ্কিং তালিকায় স্টেফানি চার ধাপ উঠে এসে এক নম্বরে অবস্থান করছেন। ক্যারিবিয়ান তারকাকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় স্থানে নেমে গিয়েছেন মিতালি। একা মিতালিকেই নয়, এক ধাপ করে পিছতে হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার লিজেল লি, অস্ট্রেলিয়ার অ্যালিসা হিলি ও ইংল্যান্ডের ট্যামি বিউমন্টকে। তিন জনে আপাতত ওয়ান ডে ব্যাটারদের তালিকার তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে অবস্থান করছেন।

উল্লেখ্য, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজে দুরন্ত পারফর্ম্যান্সের সুবাদে গত সপ্তাহেই আইসিসি ব্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠে এসেছিলেন মিতালি রাজ। তিন ম্যাচে মিতালির ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছিল যথাক্রমে ৭২, ৫৯ ও অপরাজিত ৭৫। অন্যদিকে স্টেফানি টেলর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম ম্যাচে অপরাজিত ১০৫ রান করে ও ৩টি উইকেট নেন। স্টেফানি অল-রাউন্ডারদের তালিকাতেও দু''ধাপ উঠে এসে এক নম্বরে পৌঁছেছেন। মিতালি ছাড়া ব্যাটারদের তালিকার প্রথম দশে জায়গা ধরে রেখেছেন স্মৃতি মন্ধনা। তিনি আগের মতই ৯ নম্বরে রয়েছেন। বোলারদের বিভাগে ঝুলন গোস্বামী ও পুণম যাদব রয়েছেন যথাক্রমে পাঁচ ও নয় নম্বরে। অল-রাউন্ডাদের তালিকায় দীপ্তি শর্মা পাঁচ নম্বর জায়গা ধরে রেখেছে।

প্রয়াত প্রাক্তন ক্রিক্রেটার যশপাল শর্মা শোকস্তব্ধ কোবিন্দ ও মোদী-সহ অনেকেই

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই (হি.স.): প্রয়াত হলেন ১৯৮৩-র বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য প্রাক্তন ক্রিক্রেটার যশপাল শর্মা। মঙ্গলবার সকাল ৭.৪০ মিনিট নাগাদ দিল্লিতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন তিনি। বয়স হয়েছিল মাত্র ৬৬ বছর। রেখে গেলেন স্ত্রী রেণু শর্মা, দুই মেয়ে পূজা ও প্রীতি ও এক ছেলে চিরাগকে। ভারতীয় ক্রিকেটের 'ক্রাইসিস ম্যান' যশপাল শর্মার মৃত্যুর খবর পেয়ে ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক কপিল দেবও নিজের চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি।

আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে, ভারতের হয়ে ৩৭টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন এই মিডিল অর্ডার ব্যাটসম্যান। রান করেছিলেন ১,৬০৬। খেলেছিলেন ৪২টি একদিনের ম্যাচ, স্কোর করেছিলেন ৮৮৩ রান। ১৯৮৩-র বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য ছিলেন প্রাক্তন ক্রিক্রেটার যশপাল শর্মা। ১৯৫৪ সালের ১১ আগস্ট লুধিয়ানায় জন্ম যশপাল শর্মার। ১৯৭২ সালে জম্মু-কাশ্মীর স্কুলের বিরুদ্ধে পঞ্জাব স্কুলের হয়ে ২৬০ রান করে নজরে এসেছিলেন যশপাল শর্মা।

প্রাক্তন ক্রিক্রেটার যশপাল শর্মার প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর-সহ অনেকেই। ক্রীড়া জগতও শোকে বিহ্বল।

রাষ্ট্রপতি : প্রাক্তন ক্রিক্রেটার যশপাল শর্মার প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, ১৯৮৩-র ক্রিকেট বিশ্বকাপের প্রধান ম্যাচগুলিতে তাঁর অসাধারণ পারফরম্যান্স ক্রিকেটের ইতিহাসে ভারতের অন্যতম সেরা জয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

প্রধানমন্ত্রী : যশপালের প্রয়াণে ব্যথিত প্রধানমন্ত্রী টুইট করে জানিয়েছেন, যশপাল শর্মাজি ভারতীয় ক্রিকেট টিমের প্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি সতীর্থ, অনুরাগীদের পাশাপাশি উদীয়মান ক্রিকেটারদের জন্য অনুপ্রেরণা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে ব্যথিত।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী : যশপাল শর্মা দুর্দান্ত ক্রিক্রেটার ছিলেন, যিনি ১৯৮৩ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপে ভারতের ঐতিহাসিক জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। তাঁর রোমাঞ্চকর ইনিংস সর্বদা আমাদের স্মৃতিতে থাকবে। তাঁর প্রয়াণ ক্রিক্রেট জগতের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। ওম শান্তি।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী : প্রাক্তন ক্রিক্রেটার যশপাল শর্মার প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর।

শোকপ্রকাশ করে অনুরাগ জানিয়েছেন, দুর্দান্ত কেরিয়ার ছিল তাঁর ও ১৯৮৩-র বিশ্বকাপে ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী। তিনি একজন আম্পায়ার ও জাতীয় নির্বাচকও ছিলেন। তাঁর অবদান ভুলে যাওয়ার নয়।

৬৬ বছরে থামল ইনিংস, প্রয়াত প্রাক্তন ক্রিক্রেটার যশপাল শর্মা

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই (হি.স.): প্রয়াত হলেন ১৯৮৩-র বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য প্রাক্তন ক্রিক্রেটার যশপাল শর্মা। মঙ্গলবার সকাল ৭.৪০ মিনিট নাগাদ দিল্লিতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন তিনি। বয়স হয়েছিল মাত্র ৬৬ বছর। রেখে গেলেন স্ত্রী রেণু শর্মা, দুই মেয়ে পূজা ও প্রীতি ও এক ছেলে চিরাগকে। ভারতীয় ক্রিকেটের 'ক্রাইসিস ম্যান' যশপাল শর্মার মৃত্যুর খবর পেয়ে ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক কপিল দেবও নিজের চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি।

আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে, ভারতের হয়ে ৩৭টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন এই মিডিল অর্ডার ব্যাটসম্যান। রান করেছিলেন ১,৬০৬। খেলেছিলেন ৪২টি একদিনের ম্যাচ, স্কোর করেছিলেন ৮৮৩ রান। ১৯৮৩-র বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য ছিলেন প্রাক্তন ক্রিক্রেটার যশপাল শর্মা। ১৯৫৪ সালের ১১ আগস্ট লুধিয়ানায় জন্ম যশপাল শর্মার। ১৯৭২ সালে জম্মু-কাশ্মীর স্কুলের বিরুদ্ধে পঞ্জাব স্কুলের হয়ে ২৬০ রান করে নজরে এসেছিলেন যশপাল শর্মা।

SHORT NOTICE INVITING AUCTION
AUCTION NO. 02/DNIA/EE/LTV/PWD/M/ 2021-22, Dated. 07/07/2021.
The **Executive Engineer, PWD(R&B) LTV Division, Manu, Dhala**. invites on behalf of the 'Governor of Tripura' **item rate AUCTION** from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of approprate class registered with PVVDMAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD **up to 3.00 P.M.** on **27-07-2021** for the following work:-
1.AUCTION NOTICE NO.02/DNIA/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2021-22, Reserve value:-Rs.22,115.00 E/M:- Rs.221.00 Time/Period:- 30 days.
* **Auction Form** may be collected from the office of the undersigned during office hour **w.e.f** 08.07.2021 to 24.07.2021
***Bid fee** Rs.1,000.00(one thousand) [Non refundable] * Last date for dropping of auction form:- 27.07.20214
(For & on behalf of the Governor offripura)
Er. P. Debbarma)
Executive En eer
L.T Vailey Division, PWD(R&B)
Manu Dhalai, Tripura
ICA-C-1337/2021-22

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: 07/EE/KLSD/2020-21 dt 07-07-2021
On behalf of the "**Governor of Tripura the Executive Engineer, Kailashahar PWD (R&B) Division, Kailashahar Unakoti Tripura"** invites percentage rate Single Bid System tender in PWD Form no- 7 up to 3.00 P.M. on 28-07-2021 for below works :-

Sl.No.	Name of work	Estimated cost	LAST DATE OF SELLING OF BID DOCCUMENT	Earnest money	Cost of Bid Fee	TIME AND DATE OF OPENING OF BID
1	Erection of permanent structure inform of public hoarding board at identified prominent public place to highlight the issues of plastic wastage management and their disposal during the year 2021-22. DNIT No.22/EE/KLSD/ 2021-22	Rs. 2,47,098.00	Up to 15.00 Hrs on 24-07-2021	Rs. 2,471.00	Rs. 500.00	At 16.00 Hrs on 28-07-2021

" For details visit Office of the Executive Engineer, Kailashahar Division, PWD(R&B), Kailashahar for any enquiry, please contact by e-mail to eeklsinvd@yahoo.in"
Executive Engineer
Kailashahar Division, PWD(R&B),
Kailashahar, Unakoti, Tripura.
ICA-C-1330/2021-22

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ PostÄöìÄöìal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

সদর মহকুমা শাসকের নেতৃত্বে আগরতলায় মাস্ক এনফোর্সমেন্ট অভিযান করা হয় মঙ্গলবার। ছবি নিজস্ব।

রাহুল গান্ধীর বাসভবনে পিকে, দেখা করলেন কংগ্রেসের শীর্ষ স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই (হি. স.): কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দেখা করলেন ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর। মঙ্গলবার রাহুল গান্ধীর বাসভবনে গিয়ে রাহুল সহ কংগ্রেসের শীর্ষ স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে দেখা করলেন প্রশান্ত কিশোর। প্রশান্ত কিশোরের সঙ্গে রাহুল গান্ধীর বৈঠকে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, কেসি বেণুগোপালও ছিলেন। এই বৈঠকের নেপথ্যে পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচন নাকি মিশন ২০২৪, তা স্পষ্ট হয়নি।

২০২২ সালে পঞ্জাবের বিধানসভা নির্বান।এই নির্বাচনের আগে পঞ্জাবে অমরিন্দর সিংয়ের উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন প্রশান্ত কিশোর। এদিকে বর্তমানে পঞ্জাবে কংগ্রেসের অন্তর্দন্দ্ব চরমে। গত কয়েকদিন ধরে পঞ্জাবে কংগ্রেসের অভ্যন্তরেও গোষ্ঠীকোন্দল নজরে আসছে। রাজ্যে কংগ্রেসের বেশ কিছু নেতা প্রকাশ্যে অমরিন্দরের বিরোধিতা করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে নভজ্যোত সিং সিধু। এরই মধ্যে আজ রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দেখা করলেন প্রশান্ত কিশোর। মনে করা হচ্ছে, এই বিষয় নিয়ে আজ দুজনের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।

এদিকে, মিশন ২০২৪ নিয়ে কংগ্রেসকে দলে টানতে এই বৈঠক হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, এবিষয়ে আগেই প্রশান্ত কিশোর দেখা করেছিলেন এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ারের সঙ্গে। বেশ কয়েক দফা বৈঠক হয় দুই জনের মধ্যে। তখন থেকেই জল্পনা শুরু হয়, এবার কি তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মোদী বিরোধী মুখ হিসেবে বিরোধী দলগুলিকে এক সূত্রে গাঁথার কাজ করছেন প্রশান্ত কিশোর? এরপরই শরদ পাওয়ারের বাসভবনে বৈঠক হয় রাজনৈতিক নেতা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের। সেখানে অবশ্য কংগ্রেসের কোনও নেতা ছিলেন না। এরপরই জল্পনা তৈরি হয়, ফের তৃতীয় ফ্রন্ট নিয়ে ভাবনা চিন্তা চালু হল কি না। যদিও প্রশান্ত কিশোর বলেছিলেন, কংগ্রেসকে ছাড়া বিজেপি বিরোধী কোনও জোট গঠন করে লাভ নেই। এই আবহে আজ রাহুল গান্ধীর দিল্লির বাড়িতে যান পিকে। সেখানেই রাহুল, প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন তিনি। তাঁদের আলোচনার বিষয় নিয়ে কিছু না জানা গেলেও শুরু হয়েছে জল্পনা।

তেলিয়ামুড়া হাসপাতালের আবাসন নির্মাণের দায়িত্বে থাকা ঠিকাদারের কান্ডজ্ঞানহীনতার কারণে দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৩ জুলাই।। তেলিয়ামুড়া হাসপাতালের কোয়াটার নির্মাণের দায়িত্বে থাকা ঠিকাদারের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণে স্তূপীকৃত করে রাখা মাটি রাস্তায় এসে পড়ছে। তাতে চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে স্থানীয় জনগণের। অবিলম্বে এই সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। ঠিকেদারের দ্বায়িত্বজ্ঞানহীনতার খেসারত গুনছে এলাকাবাসী। স্তুপিকৃত মাটি চলাচলের রাস্তায় চলে আসায় যাতায়াতে প্রচন্ড অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ঘটনার বিবরণে জানা যায় ,তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ১৫ নং ওয়ার্ডএর অধীনে মহকুমা হাসপাতালের স্টাফ কোয়ার্টার নির্মান কাজ শুরু হয় প্রায় বছর দুয়েক পুর্বে। বর্তমানে কোয়ার্টার উদ্বোধনের প্রহর গুনছে। কাজের শুরুতেই বিল্ডিং তৈরী করার জন্য মাটি তুলে স্তুপের আকারে রাখা হয়েছিল তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল থেকে রিজার্ভ ফরেস্ট শিবিরে যাওয়ার রাস্তার পাশে। ফলে সামান্য বৃষ্টি হলেই সেই মাটি ধসে চলে আসে যাতায়াতের রাস্তায়। চলাচলের ক্ষেত্রে ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় এলাকাবাসী থেকে শুরু করে ছোট মাঝারী যান বাহনের। এলাকাবাসীদের তরফে অভিযোগ জানালে মাঝে কিছুটা মাটি সরিয়ে দেয় কাজের দ্বায়িত্বে থাকা ঠিকেদার। কিছুদিন যেতে না যেতেই পুনরায় বেহাল হয়ে পড়েছে রাস্তা। ফলে নিত্যদিনই সমস্যার সম্মুখিন হতে হচ্ছে এলাকাবাসীদের। ঠিকেদার নিজের কাজের সুবিধার জন্য এলাকাবাসির সমস্যা সৃষ্টি করার ফলে ক্ষোভে ফুসছেন এলাকাবাসী। সহজ সরল জনগনের জানা নেই তারা অভিযোগটা কার কাছে জানাবেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকাবাসী পুর পরিষদের কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ধলাই জেলা স্বাস্থ্য আধিকারীকের কাছে ডেপুটেশন দিলেন আশাকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে চলেছেন আশা কর্মীরা। কিন্তু সাম্মানিক ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে দপ্তরের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। এরই প্রতিবাদে মঙ্গলবার ধলাই জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছে আশা কর্মীরা।ধলাই জেলার কমলপুরের মরাছাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত আশা কর্মীদের একটি প্রতিনিধি দল বকেয়া সাম্মানিক ভাতা সহ অন্যান্য দাবির ভিত্তিতে ধলাই জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের নিকট একটি ডেপুটেশন প্রদান করে। ডেপুটেশন প্রদান করার মূল কারণ অনিয়মিত মাসিক পারিশ্রমিক প্রদান করা হচ্ছে আশা কর্মীদের। অনিয়মিত অনুদান পাওয়া সত্ত্বেও কাজের কোন ঘাটতি রাখেনি আশা কর্মীরা। বেশ কয়েক মাস ধরে অনিয়মিত অনুদান দিচ্ছে আশা কর্মীদের। তাতে ক্ষুব্ধ আশা কর্মীরা। তাই মঙ্গলবার ডেপুটেশন প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন মরা ছাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দায়িত্বে থাকা আশা কর্মীরা। এ বিষয় নিয়ে সিএমও চিতন দেব্বর্মাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানান ইতিমধ্যেই তাদের সব বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যাংক ট্রানজেকশনে হয়তো কোন সমস্যা থাকায় তাদের বকেয়া এখনো পায়নি। এদিকে ডেপুটেশন প্রদানকারী আশা কর্মীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তারা দীর্ঘদিন ধরেই তাদের সাম্মানিক ভাতা পাচ্ছেন না। অবিলম্বে তাদের দাবি উড়িয়ে দেওয়ার জন্য মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর কাছে তারা অনুরোধ জানিয়েছেন। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে আশা কর্মীদের কাজ আরো অনেক বেশি বেড়ে গেছে। তাদের ওপর নতুন নতুন দায়িত্ব অর্পিত হচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশে তারা এসব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাদের সাম্মানিক ভাতা সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলি মিটিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না বলে আশা কর্মীদের অভিযোগ।

অসমে ভ্যাকসিনের বরাদ্দ আরও বাড়াতে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ১৩ জুলাই (হি.স.) : অসমে ভ্যাকসিনের বরাদ্দ আরও বাড়াতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ মঙ্গলবার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সর্বশেষ কোভিড পরিস্থিতির ওপর পর্যালোচনা বৈঠকে এই আর্জি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে পর্যালোচনা বৈঠকে বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, প্রত্যেক রাজ্য গত দেড় বছর ধরে অতি সংবেদনশীলতার সাথে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে। এই প্রয়াস আগামীদিনেও জারি রাখতে হবে। কোভিডের তৃতীয় তরঙ্গের জন্য এখন থেকে প্রস্তুতি নিতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রত্যেক রাজ্য কিছু উদ্ভাবনী ধারণা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে করোনা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছে। বিশেষ করে স্বাস্থ্যকর্মীরা যে দায়িত্ব পালন করছেন তার জন্য সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য, ডোনার মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি এবং প্রতিমন্ত্রীখ বিএল বার্মা সহ সপার্ষদ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আট মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়াল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছেন। ভিডিও কনফারেন্সে অসমের তথ্য দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্যকে কোভিড মোকাবিলায় যে সহায়তা করেছেন, তার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবিলায় অসম উল্লেখযোগ্য প্রদর্শন করেছে বলে জানিয়ে রাজ্যের চা বাগান এলাকায় করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণে আরও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া দরকার বলে ওপর বিস্তৃত আলোকপাত করেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি চা বাগান এলাকার বাসিন্দাদের ভ্যাকসিনেশন সম্পর্কিত গৃহীত পদক্ষেপ ইত্যাদির বিষয়েও প্রধানমন্ত্রীকে তিনি অবগত করেছেন।

এছাড়া অসমে কোভিড-১৯ সংক্রমিত রোগীদের চিকিৎসা পরিকাঠামোর অঙ্গ হিসেবে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অক্সিজেন উৎপাদন, আইসিইউ শয্যাবিশিষ্ট কক্ষ, আইসোলেশন ওয়ার্ড ইত্যাদির তথ্য দিয়েছেন ড় শর্মা। রাজ্যের প্রতিটি নাগরিককে অতি দ্রুততার সঙ্গে টিকাকরণ করতে আরও বেশি করে ভ্যাকসিন বরাদ্দ করতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর টেস্টিং-ট্র্যাকিং-ট্রিটমেন্ট নীতি অবলম্বন করার পাশাপাশি রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ লকডাউনের পথে না গিয়ে ছয় হাজারের বেশি মাইক্রো কন্টেনমেন্ট জোন ঘোষণা করে অতিমারিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে বলেও মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব জানান প্রাধানমন্ত্রীকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আশা ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অসমে কোভিড সংক্রমণের হার খুব শিগগির এক শতাংশের নীচে আনা যাবে। তাছাড়া, কোভিড এবং অর্থনীতির বিরুদ্ধে সমানতালে রাজ্য সরকার লড়াই করছে বলেও ভার্চুয়াল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীকে অবগত করেছেন তিনি।

ভোটার তালিকায় নাম তুলতে গিয়ে চরম হয়রানি

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৩ জুলাই।। ভোটার তালিকায় নাম তুলতে গিয়ে হয়রানির শিকার গন্ডাছড়া মহকুমার রানিপুকুর এডিসি ভিলেজের রংপাধন পাড়ার জনজাতি পরিবারের যুবক কালাকাজি চাকমা।গত ১২ বছর ধরে ভোটার তালিকায় নাম তুলতে গিয়ে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে গন্ডাছড়া মহকুমার রানিপুকুর এডিসি ভিলেজের রংপাধন পাড়ার জনজাতি পরিবারের যুবক কালাকাজি চাকমাকে। কালাকাজি চাকমার অভিযোগ তার রেশন কার্ড থেকে শুরু করে আধার কার্ড, রেগার জব কার্ড সবকিছু থাকার পরও ভোটার লিস্টে নাম তুলতে পারছে না। অথচ তার দাদুর ৭১ এর ভোটার লিস্টে নাম রয়েছে। এরপরও কি কারনে ভোটার তালিকায় নাম উঠছে না তা তিনি বুঝে উঠতে পারছে না। ১৮ বছর বয়স থেকে ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য সে চেষ্টা করে আসছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে বর্তমানে তার বয়স ত্রিশ বছর। সরকারি সব ধরনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে।

কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে মঙ্গলবার আগরতলা শহরতলীর ভাটি অভয়নগরের বিটার বন মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় সংখ্যালঘু মানুষের মধ্যে বিভিন্ন খাদ্য পণ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে দুস্থ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন খাদ্য পণ্য সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত রয়েছে। ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এই কর্মসূচি পালন করে আসছে। মঙ্গলবার আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের অভয়নগরের বিটারবন মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন খাদ্যপণ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের মহাসচিব সমর রায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। খাদ্য পণ্য সামগ্রী বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের মহাসচিব বলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন এর অনুপ্রেরণায় তারা বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের কর্মসূচি পালন করে চলেছেন। তিনি বলেন বিটার বন এলাকাটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা হিসেবে পরিচিত। এখানে গরিব অংশের মানুষের বসবাস। লকডাউন ও কারফিউতে এসব এলাকার মানুষের কাজ ও খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে। সে কারণেই ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন এলাকার গরিব মানুষের মধ্যে চাল ডাল আলু পেঁয়াজ সোয়াবিন সাবান সহ অন্যান্য খাদ্য পণ্য সামগ্রী বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

পদ খোয়াতে পারেন অধীর লোকসভায় পরিষদীয় দলনেতার দৌড়ে এগিয়ে শশী-মণীশ

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই (হি. স.): লোকসভায় কংগ্রেস পরিষদীয় দলনেতার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে অধীর চৌধুরীকে কংগ্রেস সূত্রে এমনটাই খবর। এই পদের জন্য আলোচনা চলছে কংগ্রেসের অন্দরে।ইতিমধ্যেই উঠে এসেছে একগুচ্ছে নাম। যাদের মধ্যে এগিয়ে আছেন শশী থারুর, মণীশ তিওয়ারি, গৌরব গগৈ, উত্তম কুমার রেড্ডিরা।কংগ্রেস সূত্রে খবর, এদের মধ্যে কাউকেই করা হতে পারে লোকসভায় পরিষদীয় দলনেতা।

বেশ কয়েকদিন ধরেই রাজধানীর রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন লোকসভায় কংগ্রেস পরিষদীয় দলনেতার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে অধীর চৌধুরীকে। ইতিমধ্যে সংসদের নিম্নকক্ষে পরিষদীয় দলনেতার খোঁজ শুরু করেছে কংগ্রেস হাই কমান্ড। অধীরকে ওই পদ থেকে সরানোর কারণ নিয়ে নানান মহলে, শুরু হয়েছে নানা গুঞ্জন। একাংশের মতে, একুশের বিধানসভা ভোটে এ রাজ্যে কংগ্রেসের শোচনীয় ফলাফলের কারণেই দলনেতার পদ থেকে সরানো হতে পারে বহরমপুরের সাংসদকে। আবার অন্য অংশের বক্তব্য, কংগ্রেসেও এবার এক ব্যক্তি এক পদ নীতি শুরু হতে পারে। সেজন্য প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদে থাকা অধীরকে লোকসভার দলনেতার পদ থেকে সরাতে পারে হাই কমান্ড।১৯ জুলাই থেকে সংসদে শুরু হচ্ছে বাদল অধিবেশন। আর তার আগেই লোকসভার পরিষদীয় দলনেতার পদ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সারতে চাইছে কংগ্রেস হাইকমান্ড। কংগ্রেস হাইকমান্ড সূত্রে খবর, আগামীকাল অর্থাৎ বুধবার সোনিয়া গান্ধী এবিষয়ে অধীর চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনা করবেন। ভার্চুয়াল মাধ্যমেই হবে এই আলোচনা।

এদিকে, গত উনিশের লোকসভা ভোটে ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের পর কংগ্রেসের শীর্ষ নেতাদের একাংশের মধ্যেও একটা চাপা ক্ষোভ তৈরি হয়। গত বছর যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কংগ্রেস হাই কমান্ডকে লিখিত আকারে সেই ক্ষোভের কথা জানান বিক্ষুব্ধ শীর্ষ নেতারা। সূত্রের খবর, সেই সমস্ত বিক্ষুব্ধ নেতার মধ্যেই কাউকে হয়ত লোকসভায় কংগ্রেসের মুখ হিসেবে বেছে নিতে পারেন সোনিয়া গান্ধী। যদিও আগেই এই দৌড় থেকে নাম তুলে নিয়েছেন রাহুল গান্ধী। লোকসভায় কংগ্রেসের মুখ হওয়ার দৌড়ে সবচেয়ে বেশি চর্চায় রয়েছে দুটো নাম। প্রথম জন শশী থারুর এবং দ্বিতীয়জন মণীশ তিওয়ারি। এছাড়া গৌরব গগোই, রভনীত সিং বিট্টু এবং উত্তম কুমার রেড্ডির নাম নিয়েও জল্পনা রয়েছে।

মজদুর সংঘের উদ্যোগে উদয়পুরে বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি,উদয়পুর, ১৩ই জুলাই।। ভারতীয় মজদুর সংঘ গোমতি জেলা কমিটি শ্রমিক স্বার্থে বিভিন্ন কল্যাণ মূলক কাজ করে থাকে। কিছুদিন আগে করোনা আবহে রাজারবাগ মোটরষ্ট্যান্ড, জামতলা মোটরষ্ট্যান্ড সহ বিভিন্ন স্থানের স্ট্যান্ডে শ্রমিকদের মধ্যে মাস্ক, সাবান, হ্যান্ড গ্লাভস, ও সেনিটাজার ,শুকনো খাবার সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদানের পাশাপাশি আজ মঙ্গলবার উদয়পুর চন্দ্রপুর কলোনি এফ সি আই (ফুড করপোরেশন অফ ইন্ডিয়ার) খাদ্য গুদামে (গোডাউনে) অবস্থিত ভারতীয় মজদুর সংঘের গোমতী জেলার শাখার উদ্যোগে চন্দ্রপুর স্থিত ত্রিপুরা ট্রাক ড্রাইভার মজদুর সংঘের অফিস কক্ষে ট্রাকচালক, খাদ্য গুদামে কর্মরত শ্রমিক এবং স্থানীয় এলাকা বাসীদের মধ্যে কোভিড নাইনটিন ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার ট্রাক ড্রাইভার মজদুর সংঘের রাজ্য সভাপতি রাম সিং, সাধারণ সম্পাদক রজৎ দত্ত, ভারতীয় মজদুর সংঘের প্রদেশ কমিটির সদস্য দ্বিগবিজয় ভাওয়াল, ভারতীয় মজদুর সংঘের গোমতী জেলা কমিটির সভাপতি গৌতম দাস, সাধারণ সম্পাদক পার্থসারথী ঘোষ, প্রদীপ মজুমদার, স্বপন মন্ডল, রবীন্দ্র চন্দ্র দাস, গোমতী জেলা কমিটির ট্রাক ড্রাইভার মজদুর সংঘের সভাপতি সুশীল দেবনাথ, সম্পাদক বিকাশ সাহা সহ ভারতীয় মজদুর সংঘের অন্যান্য কার্য কর্তারা। এদিন কোভিড নাইনটিন ভ্যাকসিন নিতে আসা ট্রাক ডাইভার, শ্রমিক সহ স্থানীয় এলাকায়বাসীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। প্রায় দুই শতাধিক শ্রমিক ও স্থানীয় মানুষ এই টিকাকরণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে টিকা গ্রহণ করেন।

চড়িলামের পরিমল চৌমুহনীতে বিস্তর পরিমাণে গাঁজা বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৩ জুলাই।। বিশালগড় থানা মঙ্গলবার চড়িলাম পরিমল চৌমুনি এলাকার ছোটন মজুমদারের বাড়িতে গোপন খবরের ভিত্তিতে তল্লাশি চালিয়ে ১৪ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে। উদ্ধারকালে কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি মঙ্গলবারে। অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক তাপস কান্তি পাল, সহ বিশাল পুলিশ এবং টিএস আর বাহিনী।উল্লেখ্য, গতদিন

মুখ্যমন্ত্রীর নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার যে একটা 'দিবাস্বপ্ন' তা নেশা কারবারিদের অবাধ আস্ফালনে বার বার প্রমাণিত হচ্ছে এ রাজ্যে। আর তার লাগাম টানতে একাধিকবার রাজ্যের বিভিন্ন থানায় অভিযোগ দায়ের করা সত্ত্বেও মিলছে না কোন সুফল। শেষমেষ কোন উপায় না পেয়ে প্রমিলা বাহিনী চড়িলাম জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। সাব্রুম আগরতলা জাতীয় সড়ক। ঘটনা বিশালগড় থানাধীন পরিমল চৌমুহনী এলাকায়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন সিপাহীজলা জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি। পরে জেলাশাসকের আশ্বাস পেয়ে অবরোধমুক্ত হয় জাতীয় সড়ক ।জানা যায় বিশালগড় থানাধীন পরিমল চৌমুহনী এলাকায় এক দোকানে অহরহ বিক্রি করা হচ্ছে ফেন্সি ডিল, এসকফ, ইয়াবা ট্যাবেট, এসপি টেবলেট সহ নানান নেশা সামগ্রি। আর এই নেশাকারবারির অবাধ নেশা সামগ্রীর রমরমা ব্যবসায় গোটা গ্রামের যুব সমাজ ধ্বংসের মুখে পতিত হচ্ছে। তা দেখে বারকয়েক বিশালগড় থানায় অভিযোগও জানায় এলাকার শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন লোকজন। কিন্তু কোন এক অদৃশ্য কারণে এই নেশা কারবারির বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি অকর্মণ্য বিশালগড় থানার পুলিশ। অবশেষে আর কোন রাস্তা না পেয়ে আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বসে এলাকার প্রমিলা বাহিনী।ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় সিপাহীজলা জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি। তিনি কথা বলেন সড়ক অবরোধকারীদের সঙ্গে। জেলাশাসককে কাছে পেয়ে পুলিশ এবং নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন তারা।পরে জেলাশাসকের আশ্বাস পেয়ে সড়ক অবরোধ মুক্ত করে এলাকাবাসী। উল্লেখ্য জাতীয় সড়কের পাশেই অবস্থিত এক দোকানে দিন দুপুরে দেদার চালানো হচ্ছে নেশার রমরমা কারবার। আর এতে নেশার করাল গ্রাসের শিকার হচ্ছে অষ্টম শ্রেণি পড়ুয়া থেকে নানান বয়সের যুবরা। ঠিক এই অভিযোগটাই করেছেন এলাকাবাসীরা। এই ধরনের নেশার বাণিজ্য কখনো সমাজের ক্ষতি ছাড়া উন্নয়ন সাধন করতে পারেনা। আর যারা এই নেশা বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত তারা অবশ্যই সমাজদ্রোহী। এখন দেখার এই সমাজদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বিশালগড় থানার পুলিশ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে? প্রশ্ন সমাজ সচেতন মহলের।

মঙ্গলবার বিজেপি সদর জেলা (শহর) এর কার্যকারিণী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে আগরতলায় মুক্তধারা অডিটরিয়ামে। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।